Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যা

নভেম্বর ২০০৬

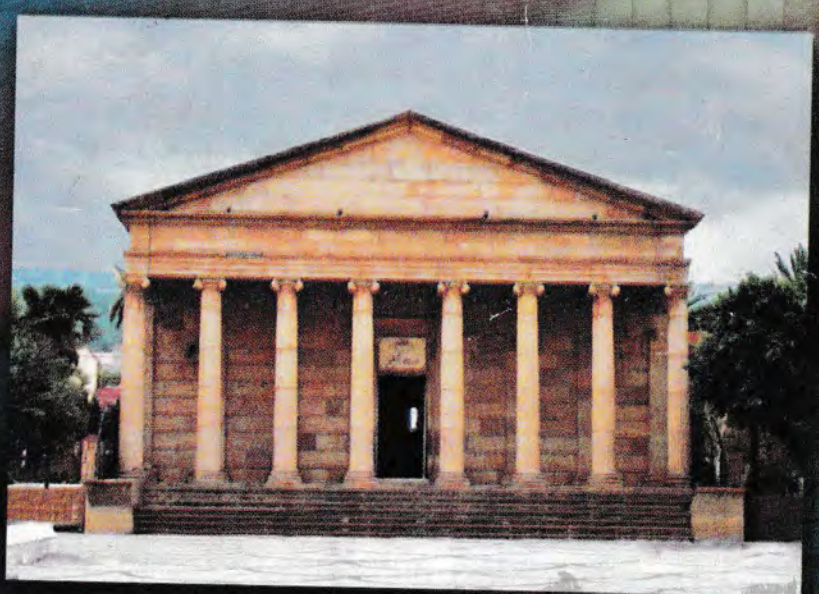

প্রকাশক ঃ
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী।
ফোনঃ ৮৬১৩৬৫, ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫।

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية
جلد: ١٠ عدد: ٢، شوال وذو القعدة ١٤٢٧هـ/نوفمبر ٢٠٠٦م
رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب
تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ রোমান মসজিদ, আলজেরিয়া।

Monthly **AT-TAHREEK,** which is running from September 1997 from Rajshahi is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, is directed to Salafi Path, based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Which is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadeeth 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Economics 6. Wonder of Science 7. Health, Medicine 8. News : Home & Abroad & Muslim world. 9. Pages for Women 10. Children 11. Poetry 12. Fatawa and 13. Valuable Editorial etc.

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief **Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.**
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh.
Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 200/00 & Tk. 100/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 861365. Mobile: 01715 002380, 01716034625
E-mail: tahreek@librabd.net

www.ahlehadeethbd.org

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

১০ম বর্ষঃ	২য় সংখ্যা
শাওয়াল-জিলক্বদ	১৪২৭ হিঃ
কার্তিক-অগ্রহায়ণ	১৪১৩ বাং
নভেম্বর	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোনঃ (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা (রেজিঃ ডাকে) ২০০/= টাকা এবং ষান্মাসিক ১০০/= টাকা।

● হাদিয়া ১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা; রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকী** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - হজ্জ ও ওমরাহ
    -মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ০৩
  - ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যা ঃ ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি না ৬টি *- মুযাফফর বিন মুহসিন* ১১
  - তথ্য সন্ত্রাসঃ টার্গেট ইসলাম ও মুসলমান ১৭
    -ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর
  - দুর্নীতি প্রতিরোধঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ ২৩
    -নূরুল ইসলাম
  - যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয় *- জর্জ সোর্স* ২৭
- **সাময়িক প্রসঙ্গঃ** ৩০
  ∃ আইন মানুষের জন্য, মানুষ কার জন্য?
  - শামসুল আলম
- কবিতাঃ ৩৪
  (১) নির্ভীক সৈনিক (২) অশান্ত পিয়াসা
  (৩) আমি মুসলমান
- সোনামণিদের পাতা ঃ ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৪১
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪২
- সংগঠন সংবাদ ৪৩
- পাঠকের মতামত ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

www.banglainternet.com

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দায়িত্ব গ্রহণঃ জনগণের প্রত্যাশা

বাংলাদেশের ইতিহাসে ২০০৬ সালের 'অক্টোবর' মাসটি স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনেক ঘটনা-দুর্ঘটনা, কিছু অর্জন, প্রত্যাশা ও হতাশার প্রত্যক্ষ সাক্ষী এ মাস। এ মাসে ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভের আনন্দ যেমন দেশবাসীকে বিমোহিত করেছে, তেমনি নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন নিয়ে রাজনীতিকদের বাগাড়ম্বর এবং অনাকাংখিত রক্তারক্তি ও প্রাণহানি জাতিকে একেবারে মুষড়ে দিয়েছে। ম্লান করেছে ঈদুল ফিৎরের আনন্দ। হিংসাত্মক রাজনীতির ফসল হিসাবে প্রায় ২৪টি তরতাজা প্রাণ অকালে ঝরে পড়েছে। প্রধান দু'টি রাজনৈতিক দলের নেতাদের খিস্তিখেউড় এবং আক্রমণাত্মক ও উসকানিমূলক বক্তব্যই মূলতঃ স্ব স্ব দলীয় কর্মীদের এই সংঘাতের পথে নামিয়েছে। বাংলাদেশের রাজনীতি এত হিংসাত্মক ও নিম্নস্তরে গিয়ে পৌঁছেছে যে, এ দেশের রাজনৈতিক দলগুলির ভাষা এখন 'লগি-বৈঠা' আর 'কাস্তে-গজারি লাঠি' দ্বারা প্রকাশ পায়। কত লজ্জাজনক এ দৃশ্য, তা ভাষায় প্রকাশ করার মত নয়। নেতা-নেত্রীদের কারো মধ্যেই যেন সংযমের ভাষা নেই।

এই রূঢ় বাস্তবতার মধ্যে অনেক চড়াই-উৎরাই ও বাক-বিতণ্ডার পর অবশেষে গঠিত হ'ল তত্ত্বাবধায়ক সরকার। রাষ্ট্রপতি প্রফেসর ডঃ ইয়াজ উদ্দীন আহমেদ স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে শপথ গ্রহণ করলেন ২৯ অক্টোবর রাত ৮-টায়। একদিন পর শপথ নিলেন বাকী ১০ উপদেষ্টা। সৃষ্টি হ'ল আরেক নতুন ইতিহাস। দীর্ঘদিনের আলোচনা-সমালোচনা এবং তথাকথিত নাটকীয় সংলাপের মাধ্যমে প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এক কাতারে শামিল হ'তে পারলেন না। ১৪ কোটি মানুষের এই দেশে খুঁজে পাওয়া গেল না মাত্র একজন নিরপেক্ষ ব্যক্তি, যিনি হবেন নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা। সংবিধান অনুযায়ী যারা এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন হওয়ার কথা তারা দলীয় স্বার্থদুষ্ট হওয়ায় প্রতিপক্ষ দল তাতে জোরালো ভেটো প্রদান করল। একেবারে অন্তিম মুহূর্তে ক্ষমতা হাতে তুলে নিলেন রাষ্ট্রপতি। গঠন করলেন কেয়ারটেকার সরকার। কিন্তু ১০ উপদেষ্টার অনেকেই যে একইভাবে দলীয় দোষে দুষ্ট তা পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে জাতির নিকটে অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছে। পাল্টাপাল্টি দাবী ওঠেছে কয়েকজন উপদেষ্টার পদত্যাগের, যা নযীরবিহীন। সেকারণ অন্তর্বর্তীকালীন এই সরকারকে অনেক রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক 'নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার' না বলে 'বহুদলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকার' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা বিতর্কে না গিয়ে অনেক ঘাত-প্রতিঘাতের পর গঠিত এই সরকারকে আপাতত নির্দলীয় নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকার আখ্যায়িত করে স্বাগত জানাই। অতঃপর দেশবাসীর পক্ষ থেকে বিনীত আহ্বান জানাই- এই দেশ, মাটি ও মানুষের জন্য কল্যাণকর পদক্ষেপ গ্রহণ করুন! এদেশের মানুষ সংঘাত চায় না, শান্তি চায়। চায় স্থিতিশীল পরিবেশে পেটভরে দু'বেলা দু'মুঠো ভাত খেতে। চায় স্বাভাবিক জীবন পরিচালনা করতে। কিন্তু দলীয় শাসনে পিষ্ট এই জাতি বারংবার বঞ্চিত হয়েছে। দুর্নীতিতে টানা পঞ্চমবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ান স্বাধীন-সার্বভৌম এই মুসলিম রাষ্ট্রটির নিরীহ নাগরিকদের আজ নাভিশ্বাস ওঠেছে। ভোজ্য ও জ্বালানী তেলসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অগ্নিমূল্য এবং পানি ও বিদ্যুতের চরম সংকটে জাতি একেবারে হাঁপিয়ে উঠেছে। প্রশাসনের ছত্রছায়ায় একশ্রেণীর অসাধু মজুদদারের কারণে দীর্ঘ পাঁচ বছর দ্রব্যমূল্যের পাগলা ঘোড়া লাগামহীনভাবে ছুটেছে। বাজার ছিল পরিকল্পিত নিয়ন্ত্রণহীন। দুর্নীতিবাজ মন্ত্রী-এমপি ও আমলারা আখের গুছিয়েছে। স্বাধীন দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা হ'লেও দলীয় প্রভাবে কার্যত তা দুর্নীতি তোষণ কমিশনে পরিণত হয়েছে। নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ এবং পুনরায় ক্ষমতাসীন হওয়ার আশায় অনেক মন্ত্রী-এমপি দলীয় প্রভাব খাটিয়ে হাযার হাযার মাইল বিদ্যুতের নতুন সংযোগ দিয়েছেন। কিন্তু জাতীয় গ্রেডে বিদ্যুৎ উৎপাদনের নূন্যতম ব্যবস্থা তারা করতে পারেননি। এই শুভঙ্করের ফাঁকি দিয়ে সারা দেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করে তোলা হয়েছে। যার ফলে বিদ্যুতের দাবীতে প্রাণ দিতে হয়েছে ২২জন নিরীহ নিরপরাধ মানুষকে। প্রশাসনের সর্বত্র চলেছে নির্লজ্জ দলীয়করণ। দলীয় ছকের বাইরের সকলেই বঞ্চিত হয়েছে। মেধার অবমূল্যায়ন করা হয়েছে চরমভাবে। ক্ষমতার মোহ আমাদের নেতা-নেত্রীদের এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছে যে, যেকোন মূল্যে তা হাতছাড়া করা যাবে না বা যেকোন মূল্যে তা অর্জন করতেই হবে, এই দৃঢ় প্রত্যয় তাদের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। ইংরেজীতে একটি কথা আছে- The Intoxication of power is more than liqueur. অর্থাৎ 'মদের নেশার চেয়ে ক্ষমতার নেশা ভয়ংকর' এ যেন তারই বাস্তবতা। আব্রাহাম লিংকন যথার্থই বলেছেন, If you want to test a man character give him power. 'যদি তুমি কোন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দেখতে চাও, তবে তাকে ক্ষমতা প্রদান কর'। অর্থাৎ ক্ষমতায় বসালেই মানুষের চরিত্র স্পষ্ট হয়ে যায়।

আর এই ক্ষমতার দর্পণ দিয়েই জাতি পরিষ্কার দেখেছে নেতা-নেত্রীদের আসল চেহারা। দেখেছে সাইনবোর্ড সর্বস্ব ইসলামী দলের ইসলামপ্রীতির প্রকৃত নমুনা। যাদের ক্ষমতার পূর্বের ইসলাম ও ক্ষমতাসীন হওয়ার পরের ইসলামে দেখা গেছে অনেক বৈপরীত্য। যাদের নিকটে ইসলামের হারাম সমূহ মসনদের কারণে হালাল হয়ে গেছে। যাদের পক্ষে বিগত পাঁচ বছরে সংসদে ইসলামের পক্ষে একটি বিল উত্থাপন তো দূরের কথা বরং ইসলাম গর্হিত অনেক কর্মকাণ্ডের জ্বলন্ত সাক্ষী ও সহযোগী হয়েছেন তারা। নারী নেতৃত্ব, শহীদ মিনারে ফুল দেওয়া, মৃতের স্মরণে দাঁড়িয়ে নীরবতা পালন, অনৈসলামিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ থেকে শুরু করে মদের লাইসেন্স, সবকিছুই যেন বৈধতা পেয়েছে। ফলে জাতি চরমভাবে আশাহত হয়েছে এবং তারাও একপর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছেন, 'আমরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য জোট করিনি, জোট করেছি আওয়ামী লীগ ঠেকানোর জন্য'।

আর সেকারণ ইসলামী মূল্যবোধের ঐ সরকারের নিকট দেশের আলেম-ওলামা সর্বাধিক নির্যাতিত হয়েছেন। বিশেষ করে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর যে অত্যাচার করা হয়েছে তা সর্বকালের সকল রেকর্ড ভঙ্গ করেছে। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর, বরেণ্য শিক্ষাবিদ **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** ডাহা মিথ্যা অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে ২২ ফেব্রুয়ারী '০৫ থেকে অদ্যাবধি কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে। অথচ তাঁর ব্যাপারে কোন অভিযোগই প্রমাণিত হয়নি। ১০টি মিথ্যা মামলার ৭টিতে ইতিমধ্যেই তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়েছেন। তাঁর সাথে গ্রেফতারকৃত সংগঠনের অন্যতম তিন কেন্দ্রীয় নেতার সকলেই বেকসুর খালাস পেয়েছেন। সাবেক স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীও প্রেস ব্রিফিংয়ে তাঁর নির্দোষের সত্যায়ন করেছেন। এতদ্ব্যতীত জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে তাঁর লিখিত প্রবন্ধ-নিবন্ধ, বই এবং বিভিন্ন সভা-সমাবেশ ও সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে প্রদত্ত দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য জাতির নিকটে দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার। যা দেশের স্বাধীনতার পক্ষে এবং জঙ্গীবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিপক্ষে তাঁর অবস্থান পরিষ্কার করেছে। এরপরও বিনা কারণে এভাবে বছরের পর বছর তাঁকে কারাবন্দী রাখা কোন্ বিবেচনায় সমীচীন হ'তে পারে, এটাই দেশের সচেতন নাগরিকদের প্রশ্ন? মূলতঃ দলীয় রাজনীতির রোষানলে পতিত হয়েছেন তিনি। নির্লজ্জ ও প্রতারক শাসক ছাড়া কারো পক্ষে এরকম মুনাফেকী আচরণ সম্ভব নয়, যা স্তম্ভিত করেছে গোটা দেশবাসীকে।

অতএব মাননীয় প্রধান উপদেষ্টা! দেশের অন্যূন তিন কোটি আহলেহাদীছ আপনার নিরপেক্ষতার জ্বলন্ত স্বাক্ষর দেখতে চায়। আপনি নিজে একজন শিক্ষাবিদ। বর্তমানে দেশের অভিভাবকের আসনে সমাসীন। অথচ আপনারই এক সময়ের সহকর্মী **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** দীর্ঘ প্রায় দু'বছর যাবৎ কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করছেন। তাঁর ইলমী ও দ্বীনি খিদমত থেকে গোটা জাতিকে বঞ্চিত করা হয়েছে। পিতৃস্নেহ থেকে মাহরূম করা হয়েছে তাঁর সন্তানদের, জ্ঞানের এই মহীরুহ থেকে জ্ঞান আহরণে বঞ্চিত করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের। অতএব অবিলম্বে তাঁকে মুক্তি দিয়ে নিরপেক্ষতার সর্বোচ্চ দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন! সেই সাথে দেশবাসী দেখতে চায় বিগত পাঁচ বছরের দলীয় শাসনের কলঙ্ক-কালিমা মোচনে আপনার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। দেখতে চায় বাজার নিয়ন্ত্রণ, বিদ্যুৎ ও পানি সংকট দূরীকরণ, দুর্নীতি দমন সহ সকল অপশাসন নির্মূলে কার্যকর পদক্ষেপ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!!

হজ্জ ও ওমরাহ

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

ভূমিকাঃ

হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের অন্যতম। সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য যত দ্রুত সম্ভব ইসলামের এই রুকন আদায় করা অত্যন্ত যরূরী। হজ্জ মুমিনকে আল্লাহ্র ঘরের সন্নিকটে নিয়ে যায়। হজ্জ বান্দাকে যেমন আল্লাহ্র সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয়, তেমনি তার আত্মিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। সঙ্গে সঙ্গে হজ্জ মুসলিম উম্মাহ্কে আল্লাহ্র স্বার্থে ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী মহাজাতিতে পরিণত হ'তে উদ্বুদ্ধ করে।

উল্লেখ্য যে, কোন নেক আমলই কবুল হবে না দু'টি শর্ত পূরণ করা ব্যতীত। ১- আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে ও পরকালীন মুক্তির স্বার্থে খালেছ অন্তরে কাজ করা। ২- ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করা। হাজী ছাহেবদের বড় মর্যাদা এই যে, তাঁরা আল্লাহ্র মেহমান। তাই আল্লাহ প্রেরিত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত বিধান মোতাবেক হজ্জ বা ওমরাহ সম্পাদন না করলে আল্লাহ্র দরবারে তা গৃহীত হবে না।

সেদিকে লক্ষ্য রেখেই আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা আমাদের সাধ্যমত ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি। বিনিময় আল্লাহ্র নিকটে কামনা করি এবং আল্লাহ্র মেহমানদের নিকটেও চাই প্রাণখোলা দো'আ। ভুল-ত্রুটির জন্য সর্বদা ক্ষমাপ্রার্থী।

সংজ্ঞাঃ

'হজ্জ'-এর আভিধানিক অর্থঃ সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থঃ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।

'ওমরাহ'-এর আভিধানিক অর্থঃ আবাদ স্থানের সংকল্প করা। পারিভাষিক অর্থঃ আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিলের উদ্দেশ্যে অনির্দিষ্ট সময়কালে নির্দিষ্ট ক্রিয়া-পদ্ধতি সহকারে মক্কায় গিয়ে বায়তুল্লাহ যেয়ারত করার সংকল্প করা।

সময়কালঃ

হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট সময়কাল হ'ল শাওয়াল, যুলক্বা'দাহ ও যুলহিজ্জাহ্-র ১০ তারিখ পর্যন্ত। এ মাসগুলির মধ্যেই যেকোন সময় হজ্জের ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিতে হয় ও ৯ই যিলহাজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে সমবেত হ'তে হয়। পক্ষান্তরে 'ওমরাহ' করা সুন্নাত এবং বছরের যেকোন সময় তা করা চলে'।[১]

১. সাইয়িদ সাবিক্, ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রোঃ দারুল ফাৎহ লিল ই'লামিল আরাবী, ৫ম সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২), পৃঃ ১/৪৬২, ৫৪০।

হুকুমঃ

নিরাপদ ও সুষ্ঠু যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ দৈহিক ও আর্থিকভাবে সামর্থ্যবান মুমিনের জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয'।[২] যার উপরে হজ্জ ফরয, তার উপরে 'ওমরাহ' ওয়াজিব'।[৩] অধিকবার হজ্জ বা ওমরাহ্ করা নফল বা ইচ্ছাধীন অতিরিক্ত বিষয়'।[৪]

৯ম অথবা ১০ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) এ মতকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে জমহূর বিদ্বানগণের মতে ৬ষ্ঠ হিজরীতে হজ্জের হুকুম নাযিল হয় এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ১০ম হিজরীতে জীবনে একবার ও শেষবার সপরিবারে হজ্জ করেন'।[৫] তিনি জীবনে মোট ৪ বার ওমরাহ করেন'।[৬]

ফযীলতঃ

مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ-

১. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে হজ্জ করবে। অতঃপর সে অশ্লীল কথা বলেনি বা অশ্লীল কার্য করেনি। সে হজ্জ হ'তে ফিরবে সেদিনের ন্যায় (নিষ্পাপ অবস্থায়) যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিলেন'।[৭]

اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِّمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلاَّ الْجَنَّةُ-

২. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'এক ওমরাহ অপর ওমরাহ পর্যন্ত সময়ের জন্য কাফফারা স্বরূপ এবং কবুল হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছুই নয়'।[৮]

'হাজ্জে মাবরূর' বা কবুল হজ্জ বলতে ঐ হজ্জকে বুঝায়, যে হজ্জে কোন গোনাহ্ করা হয়নি এবং যে হজ্জের আরকান-আহকাম সবকিছু (ছহীহ সুন্নাহ মোতাবেক) পরিপূর্ণভাবে আদায় করা হয়েছে। এতদ্ব্যতীত হজ্জ থেকে ফিরে আসার পরে পূর্বের চেয়ে উত্তম হওয়া এবং পূর্বের গোনাহে পুনরায় লিপ্ত না হওয়া কবুল হজ্জের বাহ্যিক নিদর্শন'।[৯]

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইসলাম, হিজরত ও হজ্জ ব্যক্তির বিগত দিনের সকল গুনাহ শেষ করে দেয়'।[১০]

৪. তিনি আরও বলেন, তোমরা হজ্জ ও ওমরাহ্র মধ্যে পারম্পর্য বজায় রাখো (অর্থাৎ সাথে সাথে কর)। কেননা এ

২. আলে ইমরান ৯৭; আলবানী, ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫১৪।
৩. বায়হাক্বী ৪/৩৫০, বুখারী ফৎহ সহ ৩/৬৯৮।
৪. আবুদাঊদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, আলবানী মিশকাত হা/২৫২০।
৫. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৪৪।
৬. বুখারী ফৎহ সহ হা/১৭৭৫-৭৮।
৭. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৭।
৮. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫০৮।
৯. ফৎহুল বারী ৩/৪৪৬; হা/১৫১৯-এর ব্যাখ্যা।
১০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৮।

www.ahlehadeethbd.org

দু'টি মুমিনের দরিদ্রতা ও গোনাহসমূহ দূর করে, যেমন স্বর্ণকারের আগুনের হাপর লোহা, স্বর্ণ ও রৌপ্যের ময়লা ছাফ করে দেয়...'।[১১]

৫. মা আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! মহিলাদের উপরে 'জিহাদ' আছে কি? রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, হাঁ আছে। তবে সেখানে যুদ্ধ নেই। সেটি হ'ল হজ্জ ও ওমরাহ্'।[১২] তিনি বলেন, বড়, ছোট, দুর্বল ও মহিলা সকলের জন্য জিহাদ হ'লঃ হজ্জ ও ওমরাহ্'।[১৩] তিনি বলেন, শ্রেষ্ঠ আমল হ'লঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপরে ঈমান আনা। অতঃপর শ্রেষ্ঠ হ'ল আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদ করা। অতঃপর শ্রেষ্ঠ হ'ল কবুল হজ্জ'।[১৪]

৬. তিনি বলেন, وَفْدُ اللهِ ثَلَثَةٌ: الغَازِىْ والحَاجُّ والْمُعْتَمِرُ 'আল্লাহ্র মেহমান তিনটি দলঃ আল্লাহ্র রাস্তায় যুদ্ধকারী, হজ্জকারী ও ওমরাহ্কারী'।[১৫]

৭. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, শ্রেষ্ঠ দো'আ হ'ল আরাফার দিনের দো'আ...।[১৬] তিনি বলেন, আরাফার দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন আল্লাহ এত অধিক পরিমাণ লোককে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন না। ঐদিন আল্লাহ্ নিকটবর্তী হন। অতঃপর আরাফার ময়দানের হাজীদের নিয়ে ফেরেশতাদের সাথে গর্ব করেন ও বলেন, দেখ ঐ লোকেরা কি চায়?[১৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ্ (ছাঃ) বলেন, ওরা আল্লাহ্র মেহমান। তিনি ওদের ডেকেছেন তাই ওরা এসেছে। এখন তারা প্রার্থনা করবে এবং আল্লাহ্ তা দিয়ে দিবেন'।[১৮]

৮. তিনি বলেন, রামাযানে ওমরাহ করা আমার সাথে হজ্জ করার শামিল'।[১৯]

৯. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি রুকনে ইয়ামানী ও হাজারে আসওয়াদ স্পর্শ করবে, তার সমস্ত গোনাহ্ ঝরে পড়বে'।[২০] তিনি বলেন, যে ব্যক্তি বায়তুল্লাহ্র সাতটি ত্বাওয়াফ করবে ও শেষে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবে, সে যেন একটি গোলাম আযাদ করল'। 'এই সময় প্রতিটি পদক্ষেপ রাখায় ও উঠানোতে একটি করে গোনাহ্ ঝরে পড়ে ও একটি করে নেকী লেখা হয়'।[২১] তিনি বলেন, ত্বাওয়াফ হ'ল ছালাতের ন্যায়। এই সময় কোন কথা বলা যাবে না, নেকীর কথা ব্যতীত'।[২২]

১০. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, অন্যত্র ছালাত আদায়ের চেয়ে আমার মসজিদে ছালাত আদায় করা এক হাযার গুণ এবং মসজিদুল হারামে ছালাত আদায় করা একলক্ষ গুণ উত্তম'।[২৩]

১১. তিনি বলেন, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন হাজারে আসওয়াদকে উঠাবেন এমন অবস্থায় যে, তার দু'টি চোখ থাকবে, যা দিয়ে সে দেখবে ও একটি যবান থাকবে, যা দিয়ে সে কথা বলবে এবং ঐ ব্যক্তির জন্য সাক্ষ্য দেবে, যে ব্যক্তি সঠিক অন্তরে তাকে স্পর্শ করেছে'।[২৪] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, হাজারে আসওয়াদ প্রথমে দুধ বা বরফের চেয়েও সাদা ও মসৃণ অবস্থায় জান্নাত থেকে অবতীর্ণ হয়। অতঃপর বনু আদমের পাপের কারণে তা কালো হ'তে থাকে'।[২৫]

জুলদী হজ্জঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ 'যে ব্যক্তি হজ্জের ইচ্ছা করে, সে যেন দ্রুত সেটা সমাধা করে'।[২৬] যাদের উপরে হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও দেরী করেন, তারা হাদীছটি লক্ষ্য করুন।

বদলী হজ্জঃ

কেউ অন্যের পক্ষ হ'তে বদলী হজ্জ করতে চাইলে তাকে প্রথমে নিজের হজ্জ করতে হবে।[২৭]

সফরের আদবঃ

১. সফরের পূর্বে হাজী ছাহেবগণ যাতায়াত ব্যবস্থা ও মক্কা-মিনা-আরাফা-মুযদালিফা প্রভৃতি অবস্থান সম্পর্কে এবং হজ্জের আরকান-আহকাম ও যাবতীয় নিয়ম-কানূন জেনে নিবেন। বিশেষ করে সফরের দো'আ, ইহরামের দো'আ ও 'তালবিয়াহ্' ভালভাবে মুখস্ত করবেন। এতদ্ব্যতীত ইহরাম বাঁধা, ছালাত জমা করা, ক্বছর করা, তায়াম্মুম করা, মোযা মাসাহ্ করা ইত্যাদি বিষয়গুলির বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত।

২. নিজের হালাল মাল হজ্জের জন্য পৃথক করে নেওয়া। ঋণসমূহ পরিশোধ করা, পরিবারের জন্য অছিয়ত করা বা অছিয়তনামা লিপিবদ্ধ করা ও তাদের প্রতি তাক্বওয়ার নছীহত করা এবং নিজে খালেছ মনে তওবা করা।

---

১১. ছহীহ নাসাঈ হা/২৪৬৮; তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৪।
১২. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৪৫; মিশকাত হা/২৫৩৪।
১৩. ছহীহ নাসাঈ হা/২৪৬৩।
১৪. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৬।
১৫. নাসাঈ, মিশকাত হা/২৫৩৭।
১৬. তিরমিযী, মুওয়াত্ত্বা, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৫০৩।
১৭. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৯৪।
১৮. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৩৯; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১৮২০।
১৯. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫০৯; মুসলিম হা/১২৫৬।
২০. ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭২৯; ছহীহ নাসাঈ হা/২৭৩২।
২১. তিরমিযী ও অন্যান্য, মিশকাত হা/২৫৮০।
২২. তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত হা/২৫৭৬; ইরওয়া হা/১১০২।
২৩. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, ইরওয়া হা/১১২৯।
২৪. ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৩৮২; মিশকাত হা/২৫৭৮।
২৫. ছহীহ তিরমিযী হা/৬৯৫; ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২৭৩৩।
২৬. ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৫২৪; মিশকাত হা/২৫২৩।
২৭. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫২৯।

www.ahlehadeethbd.org

৩. সফরের জন্য যোগ্য, জ্ঞানী, নেককার ও সচেতন সাথী তালাশ করা। একাকী সফর করতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিষেধ করেছেন'।[২৮] সফরে অবশ্যই একজনকে 'আমীর' নিয়োগ করবেন'।[২৯] সকলে সর্বাবস্থায় একত্রে থাকবেন ও একত্রে সব কাজ করবেন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, পৃথক থাকা শয়তানী কাজ'।[৩০]

৪. নিজের পরিবার, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও বিদায় দানকারী বিদ্বানগণের উদ্দেশ্যে নিম্নের দো'আ পাঠ করা-

أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُم وَأَمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ-

'আস্তাঊদি'উল্লা-হা দীনাকুম ওয়া আমা-নাতাকুম ওয়া খাওয়া-তীমা আ'মা-লিকুম'। অর্থঃ 'তোমাদের দ্বীন, তোমাদের আমানত ও তোমাদের শেষ কার্যাবলীকে আল্লাহ্র নিকটে সোপর্দ করলাম'। একজন ব্যক্তি হ'লে 'কুম'-এর স্থলে 'কা' বলবেন।[৩১]

তারাও তার জন্য নিম্নের দো'আ পড়বেন-

زَوَّدَكَ اللهُ التَّقْوَى وَغَفَرَ ذَنْبَكَ وَيَسَّرَ لَكَ الْخَيْرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ-

'যাউয়াদাকাল্লা-হুত্ তাক্বওয়া ওয়া গাফারা যাম্বাকা ওয়া ইয়াস্সারা লাকাল খায়রা হায়ছু মা কুন্তা'। অর্থঃ 'আল্লাহ আপনাকে তাক্বওয়ার পুঁজি দান করুন! আপনার গোনাহ মাফ করুন এবং আপনি যেখানেই থাকুন আপনার জন্য কল্যাণকে সহজ করে দিন'।[৩২]

৫. বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় এই দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ وَلاَحَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّبِاللهِ-

'বিসমিল্লা-হি তাওয়াক্কাল্তু 'আলাল্লা-হি ওয়া লা হাওলা ওয়া লা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লা-হ'। অর্থঃ 'আল্লাহ্র নামে (বের হচ্ছি), তাঁর উপরে ভরসা করছি। নেই কোন ক্ষমতা, নেই কোন শক্তি আল্লাহ ব্যতীত'।[৩৩]

অতঃপর গাড়ীর বা বিমানের সিঁড়িতে পা দিয়ে 'বিসমিল্লাহ', উঠার সময় 'আল্লাহু আকবর' এবং সীটে বসে 'আলহামদুলিল্লাহ' এবং নামার সময় 'সুবহা-নাল্লাহ' বলবেন।[৩৪] গাড়ীতে বা বিমানে সওয়ার হ'য়ে সফরের নিম্নোক্ত দো'অটি পাঠ করবেন-

سُبْحَانَ الَّذِىْ سَخَّرَلَنَا هذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ- اَللّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِىْ سَفَرِنَا هـذَا الْبِـرَّ وَالتَّقْـوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَاتَرْضَى- اَللّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَـفَرَنَا هـذَا وَاطْوِ لَنَا بُعْدَهُ، اَللّهُمَّ أَنْـتَ الصَّاحِبُ فِى السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَـةُ فِى الْأَهْلِ وَالْمَالِ، اَللّهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَـةِ الْمَنْظَرِ وَسُوْءِ الْمُنْقَلَبِ فِى الْمَالِ وَالْأَهْلِ-

উচ্চারণঃ *'সুবহা-নাল্লাযী সাখখারা লানা হা-যা ওয়া মা কুন্না লাহূ মুক্বরেনীনা; ওয়া ইন্না ইলা রব্বিনা লামুনক্বালিবূনা। আল্লা-হুম্মা ইন্না নাসআলুকা ফী সাফারিনা হা-যাল বির্রা ওয়াত তাক্বওয়া ওয়া মিনাল 'আমালে মা তারযা; আল্লা-হুম্মা হাওভিন 'আলাইনা সাফারানা হা-যা ওয়াত্বভে লানা বু'দাহূ, আল্লা-হুম্মা আনতাছ ছা-হিবু ফিস সাফারি ওয়াল খালীফাতু ফিল আহ্লি ওয়াল মা-লি। আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'উযুবিকা মিন ওয়া'ছা-ইস সাফারি ওয়া কাআ-বাতিল মানযারি ওয়া সূইল মুনক্বালাবি ফিল মা-লি ওয়াল আহ্লি'*।

অর্থঃ 'মহা পবিত্র সেই সত্তা যিনি এই বাহনকে আমাদের জন্য অনুগত করে দিয়েছেন। অথচ আমরা একে অনুগত করার ক্ষমতা রাখি না এবং আমরা সবাই আমাদের প্রভুর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী' *(যুখরুফ ১৩)*। হে আল্লাহ! আমরা আপনার নিকটে আমাদের এই সফরে কল্যাণ ও তাক্বওয়া এবং এমন কাজ প্রার্থনা করি, যা আপনি পসন্দ করেন। হে আল্লাহ! আমাদের উপরে এই সফরকে সহজ করে দিন এবং এর দূরত্ব গুটিয়ে দিন। হে আল্লাহ! আপনি এই সফরে আমাদের একমাত্র সাথী এবং পরিবারে ও মাল-সম্পদে আপনি আমাদের একমাত্র প্রতিনিধি। হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকটে পানাহ চাই সফরের কষ্ট, খারাব দৃশ্য এবং মাল-সম্পদ ও পরিবারের নিকটে মন্দ প্রত্যাবর্তন হ'তে'।[৩৫]

৭. গন্তব্য স্থলে অবতরণ করে পড়বেনঃ

أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

উচ্চারণঃ *'আ'উযু বিকালেমা-তিল্লা-হিত তা-ম্মা-তি মিন শার্রি মা খালাক্বা'*।

অর্থঃ 'আল্লাহ যে সব সৃষ্টি করেছেন, সে সবের ক্ষতিকারিতা হ'তে আমি তাঁর পূর্ণ কালেমা সমূহের মাধ্যমে পানাহ চাচ্ছি'।[৩৬]

৮. বায়তুল্লাহ থেকে বেরিয়ে দেশে ফেরার সময় তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' বলবেন। অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেনঃ

---

২৮. বুখারী ফৎহ সহ হা/২৯৯৮; ৬/১৬০।
২৯. ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২৭২।
৩০. ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২৮৮; মিশকাত হা/৩৯১৪।
৩১. ছহীহ আবুদাঊদ হা/২২৬৬, ২২৬৫; মিশকাত হা/২৪৩৬।
৩২. ছহীহ তিরমিযী হা/২৭৩৯।
৩৩. আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪৪৩।
৩৪. তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/২৪৩৪; বুখারী, মিশকাত হা/২৪৫৩।
৩৫. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২০।
৩৬. মুসলিম, মিশকাত হা/২৪২২।

www.ahlehadeethbd.org

لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ، آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللهُ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণঃ *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু: লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর; আ-য়িবূনা তা-ইবূনা 'আ-বিদূনা সা-জিদূনা লি রব্বিনা হা-মিদূনা; ছাদাক্বাল্লা-হু ওয়া'দাহু ওয়া নাছারা 'আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযা-বা ওয়াহদাহু।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্যিকারের উপাস্য নেই, তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সমস্ত রাজত্ব। তাঁরই জন্য যাবতীয় প্রশংসা এবং তিনিই সকল বস্তুর উপরে ক্ষমতাবান'। 'আমরা সফর হ'তে প্রত্যাবর্তন করি তওবাকারী হিসাবে, এবাদতকারী হিসাবে, সিজদাকারী হিসাবে এবং আমাদের প্রভুর জন্য প্রশংসাকারী হিসাবে'। 'আল্লাহ সত্যে পরিণত করেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিকে, জয়ী করেছেন তাঁর বান্দাকে এবং পরাজিত করেছেন একাই সম্মিলিত শক্তিকে'।[৩৭]

৯. নিজ গৃহে প্রবেশকালীন দো'আঃ

اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَ الْمَوْلِجِ وَخَيْرَ الْمَخْرَجِ بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا-

উচ্চারণঃ *আল্লা-হুম্মা ইন্নী আসআলুকা খায়রাল মাওলিজি ওয়া খায়রাল মাখরাজি, বিসমিল্লা-হি ওয়ালাজ্না ওয়া 'আলাল্লা-হি রব্বিনা তাওয়াক্কালনা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকটে প্রার্থনা করছি শুভ প্রবেশের ও শুভ নিষ্ক্রমনের। আল্লাহ্র নামে আমরা প্রবেশ করি এবং আমাদের প্রভু আল্লাহ্র উপরে আমরা ভরসা করি'। অতঃপর গৃহবাসীর উদ্দেশ্যে সালাম দিবে।[৩৮]

হজ্জের প্রকারভেদঃ

হজ্জ তিন প্রকার। তামাত্তু, ক্বিরান ও ইফরাদ।

(১) হজ্জে তামাত্তুঃ হজ্জের মাসে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে বায়তুল্লাহ্র ত্বাওয়াফ ও ছাফা-মারওয়ার সাঈ শেষে মাথা মুণ্ডন করে হালাল হওয়ার মাধ্যমে প্রথমে ওমরাহ্র কাজ সম্পন্ন করা। অতঃপর ৮ই যিলহাজ্জ তারিখে স্বীয় অবস্থানস্থল হ'তে হজ্জের ইহরাম বেঁধে পূর্বাহ্নে মিনায় গমন করা। অতঃপর ৯ই যিলহাজ্জ আরাফায় অবস্থান ও মুযদালিফায় রাত্রি যাপন শেষে ১০ই যিলহাজ্জ সকালে মিনায় প্রত্যাবর্তন করে বড় জামরায় ৭টি পাথর মে কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন শেষে প্রাথমিক হালাল হওয়া অতঃপর মক্কায় গিয়ে সাঈ সহ 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শে পূর্ণ হালাল হওয়া।

(২) হজ্জে ক্বিরানঃ এটি দু'ভাবে হ'তে পারে- (১) এক সাথে ওমরাহ ও হজ্জের ইহরাম বাঁধা। (২) প্রথমে ওমরাহ্র ইহরাম বেঁধে তারপর ওমরাহ্র ত্বাওয়াফ শু করার পূর্বে হজ্জের নিয়ত ওমরাহ্র সঙ্গে শামিল করা।

এই হজ্জের নিয়তকারীগণ যথারীতি ত্বাওয়াফ ও সাঈ শেষে আরাফা-মুযদালিফায় হজ্জের মূল আনুষ্ঠানিকতা সমূহ সেরে মিনায় এসে বড় জামরায় ৭টি পাথর নিক্ষেপ, কুরবানী ও মাথা মুণ্ডন শেষে প্রাথমিক হালাল হবেন। অতঃপর মক্কায় গিয়ে 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' শেষে পূর্ণ হালাল হয়ে বিদায় হবেন।

(৩) হজ্জে ইফরাদঃ শুধু হজ্জের নিয়তে ইহরাম বাঁধা এবং যথারীতি ত্বাওয়াফ, সাঈ ও হজ্জের আনুষ্ঠানিকতা সমূহ শেষ করে হালাল হওয়া।

হজ্জে ক্বিরান ও ইফরাদের একই নিয়ম। পার্থক্য শুধু এই যে, হজ্জে ক্বিরানে 'হাদ্ই' বা পশু কুরবানী প্রয়োজন হবে। কিন্তু হজ্জে ইফরাদে 'হাদ্ই' বা কুরবানীর প্রয়োজন নেই।

হজ্জ-এর রুকন চারটিঃ (১) ইহরাম বাঁধা (২) আরাফা ময়দানে অবস্থান করা (৩) 'ত্বাওয়াফে ইফাযাহ' করা (৪) ছাফা-মারওয়ায় সাঈ করা।

হজ্জ-এর ওয়াজিব ৭টিঃ (১) মীক্বাত হ'তে ইহরাম বাঁধা (২) আরাফা ময়দানে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অবস্থান করা (৩) মুযদালিফায় রাত্রি যাপন করা (৪) আইয়ামে তাশরীক্বের রাত্রিগুলি মিনায় অতিবাহিত করা (৫) ১০ তারিখে জামরাতুল আক্বাবায় ও ১১, ১২, ১৩ তারিখে তিন জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা (৬) মাথা মুণ্ডন করা অথবা সমস্ত মাথার চুল ছোট করা (৭) বিদায়ী ত্বাওয়াফ করা।

'রুকন' তরক করলে হজ্জ বিনষ্ট হয়। 'ওয়াজিব' তরক করলে কাফফারা স্বরূপ একটি বকরী কুরবানী দিতে হয় অথবা ৬ জন মিসকীনকে খাওয়াতে হয় অথবা তিনটি ছিয়াম পালন করতে হয়'।[৩৯]

ওমরাহ্র রুকন ৩টিঃ ইহরাম বাঁধা, ত্বাওয়াফ করা ও সাঈ করা। **ওয়াজিব ২টিঃ** মীক্বাত হ'তে ইহরাম বাঁধা এবং মাথা মুণ্ডন অথবা মাথার সমস্ত চুল ছোট করা।

উল্লেখ্য যে, অনেক হাজী ছাহেব মাসজিদুল হারাম হ'তে সাড়ে ৭ কিলোমিটার দূরে 'মসজিদে আয়েশা' বা তান'ঈম মসজিদ থেকে, আবার কেউ ২২ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত জি'রানা মসজিদ হ'তে ইহরাম বেঁধে বার বার

---

৩৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৪২৫।
৩৮. আবুদাঊদ, ছহীহ আল-কালিমুৎ ত্বাইয়িব হা/৪৮; মিশকাত হা/২৪৪৪।
৩৯. মুওয়াত্ত্বা, বায়হাক্বী ৫/১৯২ পৃঃ; ইরওয়া ৪/২৯৯ পৃঃ হা/১১০০; বুখারী, মুসলিম, ক্বাহত্বানী পৃঃ ৬৪-৬৫।

www.ahlehadeethbd.org

ওমরাহ করে থাকেন। এটি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন কাজ। এ দুই মসজিদের পৃথক কোন গুরুত্ব নেই এবং এখান থেকে মক্কার বাইরের লোকদের ইহরাম বাঁধাও জায়েয নয়।

মীক্বাতঃ ইহরাম বাঁধার স্থানকে 'মীক্বাত' বলা হয়। মীক্বাত সর্বমোট পাঁচটি। মদীনা বাসীদের জন্য 'যুল হুলাইফা', শাম বা সিরিয়া বাসীদের জন্য 'জুহ্ফা', ইরাক বাসীদের 'যাতু ইরক্ব', নাজ্দ বাসীদের জন্য 'ক্বারনুল মানাযিল' এবং পাক-ভারত উপমহাদেশ ও ইয়ামন বাসীদের জন্য **ইয়ালামলাম** পাহাড়। এটি মক্কা হ'তে (উট বা ঘোড়ায়) দুই রাতের পথ।[৪০] মক্কা অভিমুখী আল-লাইছ সড়কে মক্কা হ'তে প্রায় ৯৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই স্থানে বর্তমানে 'মীক্বাত মসজিদ' স্থাপিত হয়েছে।

মদীনা থেকে মক্কায় হজ্জ বা ওমরাহ্র জন্য আসতে গেলে মদীনার ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে 'যুল হুলাইফা' থেকে ইহরাম বাঁধতে হয়। স্থানটি বর্তমানে মসজিদ ও গোসলখানা দ্বারা সুশোভিত। 'হুলাইফা' বনু জাশাম গোত্রের একটি কুয়ার নাম। অথচ এটি বিদ'আতীদের মাধ্যমে 'আবইয়ারে আলী' বা আলীর কুয়া সমূহ নামে পরিচিত হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, হযরত আলী (রাঃ) জিন্ন হত্যা করে উক্ত কুয়ায় নিক্ষেপ করেছিলেন।[৪১] এগুলি অতিভক্তদের ভিত্তিহীন মিথ্যা প্রচার মাত্র।

ইহরাম বাঁধার নিয়মঃ

(১) ইহরামের পূর্বে ওযূ বা গোসলের মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জন করা। তবে মহিলাগণ নাপাক অবস্থাতেও ইহরাম বাঁধতে পারবেন (২) সুগন্ধি ব্যবহার করা (৩) পুরুষদের জন্য সাদা সেলাই বিহীন লুঙ্গী ও চাদর পরিধান করা। মহিলাদের জন্য যেকোন ধরনের শালীন পোষাক পরিধান করা, যা পুরুষদের পোষাকের সদৃশ না হয়।

❁ যে কোন ফরয ছালাতের পরে বা 'তাহ্ইয়াতুল ওযূ' দু'রাক'আত নফল ছালাতের পরে ইহরাম বাঁধা চলে। তবে ইহরাম বাঁধার সাথে সাথে ছালাতের কোন সম্পর্ক নেই।[৪২]

ইহরামের পর নিষিদ্ধ বিষয় সমূহঃ

(১) সুগন্ধি ব্যবহার করা (২) স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্যই মাথার চুল এবং যে কোন উপায়ে শরীরের যে কোন স্থানের পশম উঠানো ও হাত পায়ের নখ কাটা (৩) পশু-পাখী বা যেকোন প্রাণী শিকার করা। এমনকি শিকার ধরতে ইশারা-ইঙ্গিতে সহযোগিতা করা (৪) যাবতীয় যৌনাচার কিংবা বিবাহের প্রস্তাব, বিবাহের আক্দ বা যৌন আলোচনা করা (৫) পুরুষের জন্য পাগড়ী, টুপী ও রুমাল ব্যবহার করা। তবে ছায়ার জন্য ছাতা বা ঐরূপ কিছু ব্যবহার করায় দোষ নেই (৬) পুরুষের জন্য কোন প্রকারের সেলাই করা কাপড় যেমন জুব্বা, পাঞ্জাবী, শার্ট, গেঞ্জি, মোযা ইত্যাদি পরিধান করা (৭) মহিলাদের জন্য মুখাচ্ছাদন ও হাতমোযা ব্যবহার করা। তবে পর পুরুষের সামনে চেহারা ঢেকে রাখা ওয়াজিব (৮) ঝগড়া-বিবাদ করা এবং শরী'আত বিরোধী কোন বাজে কথা ও কাজ করা।

উপরোক্ত কাজগুলির মধ্যে কেবল যৌনমিলনের ফলেই ইহরাম বাতিল হবে। বাকীগুলির জন্য ইহরাম বাতিল হবে না। তবে ফিদইয়া ওয়াজিব হবে। অর্থাৎ কাফফারা স্বরূপ একটি বকরী কুরবানী দিবেন অথবা ৬ জন মিসকীন খাওয়াবেন অথবা তিনদিন ছিয়াম পালন করবেন।

ওমরাহ ও তামাত্তু-র নিয়মাবলী ও প্রয়োজনীয় দো'আ সমূহঃ

১. ওমরাহ ও তামাত্তু হজ্জঃ বাংলাদেশী হাজীগণ সাধারণত তামাত্তু হজ্জ করে থাকেন। ঢাকা হ'তে জেদ্দা বিমানে সাধারণতঃ সাড়ে পাঁচ ঘন্টা লাগে। তামাত্তু হাজীগণ জেদ্দা অবতরণের অন্ততঃ আধা ঘন্টা পূর্বে বিমানের দেওয়া মীক্বাত বরাবর পৌঁছবার সবুজ সংকেত দানের পরপরই ওযূ শেষে ওমরাহ্র জন্য ইহরামের কাপড় পরিধান করে নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেনঃ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'লাব্বায়েক 'ওমরাতান'* (আমি ওমরাহ্র জন্য হাযির)। অতঃপর 'তালবিয়াহ' পাঠ করতে থাকবেন (২) অথবা اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ عُمْرَةً *'আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক ওমরাতান'* (হে আল্লাহ! আমি ওমরাহ্র জন্য হাযির)। (৩) অথবা لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً مُتَمَتِّعًا بِهَا إِلَى الْحَجِّ فَيَسِّرْهَا لِيْ وَتَقَبَّلْهَا مِنِّيْ *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা 'ওমরাতাম মুতামাত্তি'আন বিহা ইলাল হাজ্জ; ফাইয়াসসিরহা লী ওয়া তাক্বাব্বালহা মিন্নী'* (আমি হাযির হে আল্লাহ ওমরাহ্র জন্য; হজ্জের উদ্দেশ্যে উপকার লাভকারী হিসাবে। অতএব তুমি আমার জন্য ওমরাহকে সহজ করে দাও এবং আমার পক্ষ হ'তে তা কবুল করে নাও)

(৪) যারা একই ইহরামে ওমরাহ ও হজ্জ দু'টিই আদায় করবেন, তারা বলবেন, لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ عُمْرَةً وَحَجًّا *'লাব্বায়েক আল্ল-হুম্মা 'ওমরাতান ওয়া হাজ্জান'*। যারা কেবলমাত্র হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধবেন, তারা বলবেন لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ حَجًّا *'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা হাজ্জান'*।

(৫) কিন্তু যারা অসুখের বা অন্য কোন কারণে হজ্জ আদায় করতে পারবেন না বলে আশংকা করবেন, তারা *'লাব্বায়েক ওমরাতান'* অথবা *'লাব্বায়েক হাজ্জান'* বলার পর নিম্নোক্ত শর্তাধীন দো'আ পড়বেন-

فَإِنْ حَبَسَنِيْ حَابِسٌ فَمَحَلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ *'ফাইন হাবাসানী হা-বিসুন, ফা মাহাল্লী হায়ছু হাবাস্তানী'* (অর্থঃ

৪০. *মিরক্বাত ৫/২৭০ পৃঃ।*
৪১. *মিরক্বাত ৫/২৬৯ পৃঃ।*
৪২. *শায়খ আবদুল্লাহ বিন জাসের, আহকামুল হজ্জ (রিয়াদঃ ৩য় সংস্করণ ১৪১২/১৯৯২) পৃঃ ৭০-৭৫।*

www.ahlehadeethbd.org

যদি (আমার হজ্জ বা ওমরাহ পালনে) কিছু বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়, তাহ'লে যেখানে তুমি আমাকে বাধা দিবে (হে আল্লাহ!), সেখানেই আমার হালাল হওয়ার স্থান হবে)। (৬) যারা কারু পক্ষ হ'তে বদলী হজ্জ করবেন, তারা মূল ব্যক্তি পুরুষ হ'লে মনে মনে তার নিয়ত করে বলবেন, لَبَّيْكَ عَنْ فُلاَن *'লাব্বায়েক আন ফুলান'* (অমুকের পক্ষ হ'তে আমি হাযির) অথবা মহিলা হ'লে বলবেন, 'লাব্বায়েক 'আন ফুলা-নাহ'। (৭) সঙ্গে নাবালক ছেলে বা মেয়ে থাকলে (তাদেরকে ওযূ করিয়ে ইহরাম বাঁধিয়ে) তাদের পক্ষ থেকে তাদের অভিভাবক মনে মনে তাদের নিয়ত করে উপরোক্ত দো'আ পড়বেন।[৪৩]

২. **তালবিয়াহঃ** ইহরাম বাঁধার পর থেকে মসজিদুল হারামে পৌঁছা পর্যন্ত ইহরামের কারণে নিষিদ্ধ বস্তু সমূহ হ'তে বিরত থাকবেন এবং সর্বদা নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন, যাকে 'তালবিয়াহ' বলা হয়। পুরুষগণ সরবে[৪৪] ও মহিলাগণ নিম্নস্বরে 'তালবিয়াহ' পাঠ করবেন।-

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَشَرِيْكَ لَكَ-

'লাব্বায়েক আল্লা-হুম্মা লাব্বায়েক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাব্বায়েক, ইন্নাল হাম্‌দা ওয়ান্নি'মাতা লাকা ওয়াল মুল্‌ক; লা শারীকা লাকা'।

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি তোমার দুয়ারে হাযির, আমি তোমার দুয়ারে হাযির, তোমার কোন শরীক নেই। নিশ্চয়ই যাবতীয় প্রশংসা, অনুগ্রহ ও সাম্রাজ্য সবই তোমার; তোমার কোন শরীক নেই'। এর অতিরিক্ত কোন শব্দ বলা ঠিক নয়'।[৪৫] তালবিয়া পাঠ শেষে আল্লাহ্‌র রেযামন্দী অর্জন ও জান্নাত কামনা করে এবং জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য হাদীছে বর্ণিত দো'আ পাঠ করা যাবে।

নিয়তঃ মনে মনে সংকল্প করা ও তালবিয়াহ পাঠ করাই যথেষ্ট। মুখে 'নাওয়াইতুল ওমরাতা' বা 'নাওয়াইতুল হাজ্জা' বলা বিদ'আত।[৪৬] উল্লেখ্য যে, হজ্জ বা ওমরাহ করার জন্য 'তালবিয়াহ' পাঠ ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতের জন্য মুখে নিয়ত পাঠের কোন দলীল নেই।

ফযীলতঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, কোন মুসলমান যখন 'তালবিয়াহ' পাঠ করে, তখন তার ডাইনে-বামে, পূর্বে-পশ্চিমে দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পাথর, গাছ ও মাটির ঢেলা সবকিছু তার সাথে 'তালবিয়াহ' পাঠ করে'।[৪৭]

৩. **মসজিদুল হারামে প্রবেশের দো'আঃ** কা'বা চত্বরে পৌঁছে 'তালবিয়া' পাঠ বন্ধ করবেন ও মাসজিদুল হারামে প্রবেশ করার সময় প্রথমে ডান পা রেখে বলবেন-

بِسْمِ اللهِ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ، أَعُوْذُبِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَبِسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ-

উচ্চারণঃ *বিস্‌মিল্লা-হি ওয়াছছালা-তু ওয়াসসালা-মু 'আলা রাসূলিল্লা-হি; আল্লা-হুম্মাগ্‌ফিরলী যুনূবী ওয়াফতাহ্‌ লী আবওয়া-বা রাহমাতিকা; আ'উযু বিল্লা-হিল 'আযীম, ওয়াবিওয়াজহিহিল কারীম, ওয়াবিসুলত্বা-নিহিল ক্বাদীমি মিনাশ শাইত্বা-নির রাজীম।*

অর্থঃ 'আল্লাহ্‌র নামে প্রবেশ করছি। দরূদ ও সালাম রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর বর্ষিত হৌক। হে আল্লাহ! তুমি আমার পাপ সমূহ ক্ষমা কর এবং আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা সমূহ খুলে দাও। মহান ও মহীয়ান আল্লাহ এবং তাঁর মর্যাদাশীল সত্তা ও চিরন্তন কর্তৃত্বের আশ্রয় প্রার্থনা করছি বিতাড়িত শয়তান হ'তে'।

৪. **ত্বাওয়াফঃ** অতঃপর সোজা মাত্বাফে গিয়ে কা'বার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত 'হাজারে আসওয়াদ' (কালো পাথর) বরাবর সবুজ বাতির নীচ থেকে কা'বা ঘরকে বামে রেখে ত্বাওয়াফ (চক্র) শুরু করবেন। একে 'ত্বাওয়াফে কুদূম' বা আগমনী ত্বাওয়াফ বলে। এই ত্বাওয়াফের সময় পুরুষেরা 'ইযত্বিবা' করবেন। অর্থাৎ ডান বগলের নীচ দিয়ে ইহরামের কাপড় বাম কাঁধের উপরে উঠিয়ে রাখবেন ও ডান কাঁধ খোলা রাখবেন। তবে অন্যান্য ত্বাওয়াফ যেমন ত্বাওয়াফে ইফাযাহ, ত্বাওয়াফে বিদা' ইত্যাদির সময় এবং ছালাতের সময় সহ অন্য সকল অবস্থায় মুহরিম তার উভয় কাঁধ ঢেকে রাখবেন। হাজারে আসওয়াদ থেকে প্রতিটি ত্বাওয়াফ শুরু হবে ও সেখানে এসেই শেষ হবে। ত্বাওয়াফের শুরুতে 'হাজারে আসওয়াদ'-এর দিকে হাত ইশারা করে বলবেন- بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ 'বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবর' (আল্লাহ্‌র নামে শুরু করছি। তিনি সবচাইতে বড়')। অথবা শুধু 'আল্লাহু আকবর' বলবেন।[৪৮] ভিড় কম থাকার সুযোগ নেই। তবুও সুযোগ পেলে ত্বাওয়াফের শুরুতে বা শেষে 'হাজারে আসওয়াদ' চুম্বন করবেন ও নিম্নোক্ত দো'আ পড়বেন-

بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ، أَللَّهُمَّ إِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَوَفَاءً بِعَهْدِكَ وَاتِّبَاعًا لِسُنَّةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

---

৪৩. ক্বাহত্বানী, পৃঃ ৫২-৫৫।
৪৪. মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/২৫৪৯।
৪৫. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৪১।
৪৬. ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৪৬৪ পৃঃ।
৪৭. তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/২৫৫০।
৪৮. বায়হাক্বী ৫/৭৯ পৃঃ।

www.ahlehadeethbd.org

উচ্চারণঃ *বিসমিল্লা-হি ওয়াল্লা-হু আকবার; আল্লা-হুম্মা ঈমা-নাম বিকা ওয়া তাছদীক্বাম বিকিতা-বিকা ওয়া ওয়াফা-আম বি 'আহদিকা ওয়া ইত্তিবা'আন লিসুন্নাতি নাবিইয়িকা মুহাম্মাদিন ছাল্লাল্লা-হু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামা।*

অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আপনার প্রতি ঈমান এনে এবং আপনার কিতাবের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ও আপনার নিকটে কৃত ওয়াদা পূরণের উদ্দেশ্যে এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসরণে (আমি এই কর্তব্য পালন করছি)'।[৪৯]

মোট ৭টি ত্বাওয়াফ বা চক্র হবে। প্রথম তিন চক্রে 'রমল' বা একটু জোরে চলতে হবে এবং শেষের চার চক্রে স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। মহিলাগণ সর্বদা স্বাভাবিক গতিতে চলবেন।[৫০]

অতঃপর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত 'রুকনে ইয়ামানী' থেকে 'হাজারে আসওয়াদ' পর্যন্ত দক্ষিণ দেওয়াল এলাকায় পৌঁছে প্রতি চক্রে এই দো'আ পড়তে হয়-

رَبَّنَا آتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ-

উচ্চারণঃ *'রব্বা-না আ-তিনা ফিদ্দুনইয়া হাসানাতাঁও ওয়া ফিল আ-খিরাতে হাসানাতাঁও ওয়া ক্বিনা 'আযা-বান্না-রি'।*

অর্থঃ 'হে আমাদের পরওয়ারদেগার! আমাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল দান করুন এবং জাহান্নামের শাস্তি হ'তে আমাদেরকে রক্ষা করুন'।[৫১] এই সময় ডান হাত দিয়ে 'রুকনে ইয়ামানী' স্পর্শ করবেন ও বলবেন بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ 'বিসমিল্লা-হি, ওয়াল্লা-হু আকবর'। তবে চুমু দিবেন না। ভিড়ের জন্য সম্ভব না হ'লে স্পর্শ করার দরকার নেই বা ওদিকে ইশারা করে 'আল্লাহু আকবর' বলারও প্রয়োজন নেই। কেবল উপরোক্ত দো'আ পড়ে চলে যাবেন।

উল্লেখ্য যে, কা'বার উত্তর পার্শ্বে দেওয়াল ঘেরা 'হাতীম'-এর বাহির দিয়ে ত্বাওয়াফ করতে হয়। ভিতর দিয়ে গেলে ঐ ত্বাওয়াফ বাতিল হবে ও পুনরায় আরেকটি ত্বাওয়াফ করতে হবে।

এইভাবে সাত ত্বাওয়াফ শেষে মাক্বামে ইবরাহীমের পিছনে বা ভিড়ের কারণে অসম্ভব হ'লে হারাম শরীফের যেকোন স্থানে সংক্ষিপ্তভাবে নীররে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করবেন। উক্ত ছালাতে সূরায়ে ফাতিহা শেষে প্রথম রাক'আতে 'সূরা কাফেরূণ' এবং দ্বিতীয় রাক'আতে 'সূরা ইখলাছ' পাঠ করবেন। অতঃপর যমযম-এর পানি পান করে পাশেই ছাফা পাহাড়ে উঠে যাবেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যমযমের পানি দাঁড়িয়ে পান করেছেন ও কিছু মাথায়ও দিয়েছেন।[৫২]

৫. **সাঈঃ** অতঃপর ছাফা-মারওয়ার মধ্যে সাতবার সাঈ করবেন। দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী দুই সবুজ দাগের মধ্যে একটু জোরে দৌড়াবেন। তবে মহিলাগণ স্বাভাবিক গতিতে চলবেন। শুরুতে ছাফা পাহাড়ে ওঠার সময় বলবেন- إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ *'ইন্নাছ ছাফা ওয়াল মারওয়াতা মিন শা'আ-ইরিল্লা-হ'*। অর্থঃ 'নিশ্চয়ই ছাফা ও মারওয়া আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহের অন্যতম' *(বাক্বারাহ ১৫৮)*। অতঃপর ছাফা পাহাড়ে উঠে কা'বা-র দিকে মুখ করে দু'হাত উঠিয়ে তিনবার 'আল্লা-হু আকবার' বলে তিনবার নিম্নের দো'আ পাঠ করবেন-

لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ قَدِيْرٌ، لاَ إِلهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ، أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ-

উচ্চারণঃ *লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহূ লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু; ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লে শাইয়িন ক্বাদীর; লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু ওয়াহদাহূ লা শারীকা লাহূ, আনজাযা ওয়া'দাহূ ওয়া নাছারা 'আবদাহূ ওয়া হাযামাল আহ্‌যা-বা ওয়াহদাহূ'।*

অর্থঃ 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই জন্য সকল রাজত্ব ও তাঁরই জন্য সকল প্রশংসা। তিনিই জীবন ও মৃত্যু দান করেন এবং তিনি সকল কিছুর উপরে ক্ষমতাশালী'। 'আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রকৃত উপাস্য নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি তাঁর ওয়াদা পূর্ণ করেছেন ও স্বীয় বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই শত্রু দলকে ধ্বংস করেছেন'। এই সাথে দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ কামনা করে অন্যান্য দো'আও পড়া যাবে।[৫৩]

ছাফা থেকে মারওয়া পর্যন্ত এক সাঈ, মারওয়া থেকে ছাফা পর্যন্ত আরেক সাঈ। এমনি করে ছাফা থেকে সাঈ শুরু হ'য়ে মারওয়াতে গিয়ে সপ্তম সাঈ শেষ হবে ও সেখান থেকে ডান দিকে বেরিয়ে পাশেই সেলুনে গিয়ে মাথা মুণ্ডন করবেন অথবা সমস্ত চুল ছেটে খাটো করবেন। মহিলাগণ তাদের চুলের বেনী হ'তে অঙ্গুলীর অগ্রভাগ সম সামান্য একটু চুল কেটে ফেলবেন'। ওমরাহ্‌র পরে হজ্জের সময় নিকটবর্তী হ'লে চুল খাটো করাই উত্তম। পরে হজ্জের সময় মাথা মুণ্ডন করবেন। এরপর হালাল হয়ে যাবেন ও ইহরাম খুলে স্বাভাবিক পোষাক পরবেন।

---

৪৯. বায়হাক্বী ৫/৭৯ পৃঃ।
৫০. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৬৬।
৫১. বাক্বারাহ ২০১; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৬৬; মিশকাত হা/২৫৮১।
৫২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪২৬৮; আহমাদ ৩/৩৯৪ পৃঃ, ক্বাহত্বানী পৃঃ ৯৩।
৫৩. মুসলিম, মিশকাত হা/২৫৫৫; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৪৮; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৪৯৪।

www.ahlehadeethbd.org

'সাঈ' অর্থ দৌড়ানো। তৃষ্ণার্ত মা হাজেরা শিশু ইসমাঈলের ও নিজের পানি পানের জন্য মানুষের সন্ধানে পাগলপরা হয়ে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়ে উঠে দেখতে চেয়েছিলেন কোন ব্যবসায়ী কাফেলার সন্ধান মেলে কি-না। সেই কষ্টকর ও করুণ স্মৃতি কল্পনা করেই এই সাঈ করতে হয়।

প্রতিবার ছাফা ও মারওয়াতে উঠে কা'বামুখী হয়ে হাত উঠিয়ে পূর্বের দো'আটি পাঠ করবেন। তবে ত্বাওয়াফ ও সাঈ অবস্থায় নির্দিষ্ট কোন দো'আ নেই। বরং যার যা দো'আ মুখস্ত আছে, তাই নীরবে পড়বেন। অবশ্যই আ ছহীহ হাদীছে বর্ণিত দো'আ হওয়া বাঞ্ছনীয়। বান্দা তার প্রভুর নিকটে তার মনের সকল কথা নিবেদন করবেন। আল্লাহ বান্দার হৃদয়ের খবর রাখেন। ইবনু মাস'ঊদ ও ইবনু ওমর (রাঃ) এই সময় পড়েছেনঃ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ *'রব্বিগফির ওয়ারহাম'* (হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা কর ও রহম কর)।[৫৪] সাঈ-র জন্য ওযূ বা পবিত্রতা শর্ত নয়, তবে মুস্তাহাব।[৫৫] এই সময় অধিকহারে 'সুবহা-নাল্লাহ' 'আল-হামদুলিল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' পড়বেন বা কুরআন তেলাওয়াত করবেন।

৫৪. বায়হাক্বী ৫/৯৫ পৃঃ।
৫৫. ফাতাওয়া ইবনু বায ৫/২৬৪ পৃঃ।

উল্লেখ্য যে, ত্বাওয়াফ ও সাঈ-র সময় একজন দলনেতা ব বের করে জোরে জোরে পড়তে থাকেন ও তার সাথী পিছে পিছে সরবে তা উচ্চারণ করতে থাকে। *এ প্রথা বিদ'আত*। এটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। অর্থ না বুঝে এভা উচ্চৈঃস্বরে দো'আ পাঠ করার মধ্যে যেমন খুশূ-খুযূ থা না, তেমনি তা নিজ হৃদয়ে কোনরূপ রেখাপাত করে না ফলে এভাবে তোতাপাখির বুলি আওড়ানোর মধ্যে কোনরূ নেকী লাভ হবে না। সর্বোপরি অন্যের নীরব দো'আ খুশূ-খুযূ-তে বিঘ্ন সৃষ্টি করার দায়ে নিঃসন্দেহে তাবে গোনাহগার হ'তে হবে।

মহিলাদের জ্ঞাতব্যঃ মহিলাগণ মাহরাম সঙ্গী ব্যতীত কো গায়ের মাহরাম ব্যক্তিকে সাথে নিয়ে হজ্জ বা ওমরাহ করতে পারবেন না।[৫৬] ঋতুবতী ও নেফাসওয়ালী মহিলাগণ ত্বাওয়াফ (ও ছালাত) ব্যতীত হজ্জ ও ওমরাহ্র সবকিছু পালন করবেন।[৫৭] যদি ওমরাহ্র ইহরাম বাঁধার সময়ে ব পরে নাপাকী শুরু হয় এবং ৮ তারিখের পূর্বে পাক না হয়, তাহ'লে নিজ অবস্থানস্থল থেকেই হজ্জের ইহরাম বাঁধবেন এবং তিনি তখন ওমরাহ ও হজ্জ মিলিতভাবে ক্বিরান হজ্জকারিনী হবেন। পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত তিনি ত্বাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের বাকী সব অনুষ্ঠান পালন করবেন।

[চলবে]

৫৬. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫।
৫৭. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৭২।

লেখকদের প্রতি আরয

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

www.ahlehadeethbd.org

ঈদায়নের তাকবীর সংখ্যাঃ ছহীহ হাদীছ মতে ১২টি না ৬টি?

মুযাফফর বিন মুহসিন

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২) حدثنا ابن وهب أخبرنى ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِيْ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى سَبْعًا وَخَمْسًا سِوَى تَكْبِيْرَتَيْ الرَّكُوْعِ-

(২) 'আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার ছালাতে রুকূর দুই তাকবীর ছাড়া প্রথমে সাত আর পরে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।

হাদীছটি উপরোক্ত ধারাবাহিক সনদে আবুদাঊদ[৭৮] ইবনু মাজাহ[৭৯] দারাকুৎনী[৮০] বায়হাক্বী[৮১] এবং ত্বাহাবীতে দু'টি[৮২] সহ ৬টির অধিক হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটির সনদ ছহীহ। যদিও এর সনদে 'আব্দুল্লাহ ইবনু লাহী'আহ' রয়েছে। কারণ তার সম্পর্কে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হ'ল- আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব যদি ইবনু লাহী'আহ থেকে আর তিনি যদি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে কোন হাদীছ বর্ণনা করেন তাহ'লে তা ছহীহ বলে প্রমাণিত হবে। আলোচ্য হাদীছটি এই ধারাবাহিকতায় বর্ণিত হয়েছে।

মূল ঘটনা হ'ল- শেষ বয়সে ইবনু লাহী'আর বাড়ীতে আগুন লাগার কারণে তার সংরক্ষিত হাদীছের নুসখার বিভিন্ন অংশ পুড়ে নষ্ট হয়ে যায়। সেই থেকে তার বর্ণনায় এলোমেলো ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়।[৮৩] কিন্তু এই ঘটনার পূর্বের বর্ণনাগুলো মুহাদ্দিছগণের নিকট ছহীহ হিসাবে প্রমাণিত। আর সনদে বর্ণিত ইবনু ওয়াহাব যেমন ইবনু লাহী'আহ থেকে উক্ত ঘটনার পূর্বে বর্ণনা করেছেন, ইবনু লাহী'আহও তেমনি খালেদ ইবনু ইয়াযীদ থেকে পূর্বেই হাদীছ শুনেছেন। ফলে এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে ছহীহ। আবার উক্ত ধারাবাহিক সনদ ও শর্ত ছাড়া যে সমস্ত বর্ণনা এসেছে তা মুহাদ্দিছগণের নিকট যঈফ বলে প্রমাণিত। মুহাদ্দিছ আব্দুল গণী বিন সাঈদ আল-আযদী বলেন,

إذا روى العبادلة عن ابن لهيعة فهو صحيح ابن المبارك وابن وهب والمقرى وذكر الساجي وغيره مثله-

'ইবনু লাহী'আহ থেকে যখন 'আবাদিলাহ' অর্থাৎ ইবনুল মুবারক, ইবনু ওয়াহাব এবং মুক্বাররী বর্ণনা করবেন তখন তা ছহীহ সাব্যস্ত হবে'। ইমাম সাজী সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণও অনুরূপ কথা বলেছেন।[৮৪] ইবনু হিব্বান বলেন,

وكان أصحابنا يقولون سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة عبد الله بن وهب وابن المبارك وعبد الله بن يزيد المقرى وعبد الله بن مسلمة القعنبى فسماعهم صحيح-

'আমাদের সাথীরা বলতেন, 'আবাদিলাহ' অর্থাৎ আবদুল্লাহ বিন ওয়াহাব, আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক, আব্দুল্লাহ ইবনু ইয়াযীদ আ-মুক্বাররী এবং আব্দুল্লাহ বিন মাসলামা আল-কা'নাবীর ন্যায় ইবনু লাহী'আর কিতাব-পত্র পুড়ে যাওয়ার পূর্বে যারা তার থেকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের বর্ণিত হাদীছ ছহীহ'।[৮৫]

ইবনুল ফাল্লাস বলেন, من كتب عنه قبل إحراقها مثل ابن المبارك والمقرئ فسماعهم أصح 'ইবনুল মুবারক ও মুক্বাররীর ন্যায় ইবনু লাহী'আহ থেকে যারা তার কিতাব-পত্র পুড়ে যাওয়ার পূর্বেই হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাদের হাদীছ সর্বাধিক ছহীহ'। আবু যুর'আহ, ইমাম নাসাঈ প্রমুখ মুহাদ্দিছগণও অনুরূপ বলেছেন।[৮৬] এজন্যই ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) উক্ত হাদীছের শেষে মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াহইয়ার বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, هذا هو المحفوظ لأن ابن وهب قديم السماع من ابن لهيعة 'এই হাদীছ নিরাপদ, কেননা ইবনু লাহী'আহ থেকে ইবনু ওয়াহাব অনেক পূর্বেই হাদীছ শুনেছেন'।[৮৭]

শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, الأرجح عندى روايته عن خالد بن يزيد عن ابن شهاب لأنها رواية ابن وهب عنه وهى صحيحة 'আমার নিকট ইবনু শিহাব থেকে খালেদ ইবনু ইয়াযীদের হাদীছই সর্বাধিক প্রাধান্যযোগ্য। কারণ তার থেকে ইবনু ওয়াহাবের হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আর সেটা অবশ্যই ছহীহ'।[৮৮] দারাকুৎনীর টীকাকার মজদী বিন

৭৮. *আবুদাঊদ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৩, হা/১১৫০।*
৭৯. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১০৬৫।*
৮০. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৬, হা/১৭১০।*
৮১. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৫।*
৮২. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৯৯।*
৮৩. *তাক্বরীবুত তাহযীব, পৃঃ ৩১৯; রাবী নং ৩৫৬৩।*
৮৪. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, তাহযীবুত তাহযীব, ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৩৩৪।*
৮৫. *মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৮২।*
৮৬. *মীযানুল ই'তিদাল, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪৭৭।*
৮৭. *বায়হাক্বী; ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৫-এর আলোচনা দ্রঃ।*
৮৮. *ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৭-১০৮, হা/৬৩৯।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

মানছূর আশ-শাওরী আলোচ্য হাদীছ সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, إسناده حسن 'এর সনদ হাসান'।[৮৯] কিন্তু একই রাবী থেকে এর বিপরীত সনদে বর্ণিত অন্য দু'টি হাদীছকে তিনি যঈফ বলেছেন।[৯০] আলবানী (রহঃ) পূর্ণাঙ্গ আলোচনা করে সর্বশেষ মন্তব্য করেন فالإسناد صحيح 'সুতরাং এর সনদ ছহীহ'।[৯১]

উল্লেখ্য যে, ১২ তাকবীর সম্পর্কে আয়েশা (রাঃ) থেকে ২০টিরও অধিক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। তার মধ্যে উপরোক্ত ধারাবাহিক সনদ ছাড়াও ইবনু লাহী'আহ থেকে আরো অনেক হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আবুদাঊদ[৯২], হাকেমে দু'টি[৯৩], বায়হাক্বী[৯৪], দারাকুৎনীতে দু'টি[৯৫] এবং ত্বাবরাণী কবীরে[৯৬] বর্ণিত হয়েছে। যা সনদগত ভাবে যঈফ। তাই ইমাম বুখারীও যঈফ বলেছেন। তবে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে একই রাবী থেকে ছহীহ হাদীছ থাকার কারণে মুহাদ্দিছগণের মূলনীতি অনুযায়ী শাওয়াহেদ হিসাবে হাদীছগুলো পরস্পরকে শক্তিশালী করে। তাই তাঁরা এই হাদীছগুলোকেও ছহীহ বলেছেন।[৯৭] অতএব ১২ তাকবীর সম্পর্কে বর্ণিত আয়েশা (রাঃ)-এর সমস্ত হাদীছই ছহীহ।

(৩) عن كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَبَّرَ فِيْ الْعِيْدَيْنِ فِيْ الْأُوْلَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ وَالْأَخِرَةِ خَمْسًا قَبْلَ الْقِرَائَةِ-

(৩) 'কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ স্বীয় পিতা হ'তে তিনি তার দাদা (আমর ইবনু আওফ আল-মুযানী বাদরী) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দুই ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত ও দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।

হাদীছটি তিরমিযীতে একটি সনদে[৯৮], ইবনু মাজাতে একটি[৯৯], ছহীহ ইবনে খোযায়মাতে দু'টি[১০০], দারাকুৎনীতে একটি[১০১], বায়হাক্বীতে একটি[১০২], ত্বাহাবীতে একটি[১০৩] শারহুস সুন্নাতে একটি[১০৪] এবং ইবনু আদী[১০৫] সহ ৮-এর অধিক হাদীছ গ্রন্থে ১০টির বেশী হাদীছ বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ হাদীছটি ছহীহ বা হাসান। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, حديث جد كثير حديث حسن وهو أحسن شيئ روى فى هذا الباب عن النبى صلى الله عليه وسلم 'কাছীর কর্তৃক তার দাদার বর্ণিত হাদীছটি হাসান এবং এটিই ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে রাসূল (ছাঃ) থেকে বর্ণিত সর্বাধিক সুন্দর বর্ণনা'।[১০৬] অন্যত্র তিনি বলেন,

سألت محمدا يعنى البخارى عن هذا الحديث فقال ليس فى هذا الباب شيئ أصح من هذا وبه أقول-

'আমি এ সম্পর্কে আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, ঈদের ছালাতের তাকবীর সম্পর্কে এর চাইতে অধিক আর কোন ছহীহ বর্ণনা নেই। আমিও এই ১২ তাকবীরের কথাই বলি'।[১০৭]

উল্লেখ্য যে, উক্ত হাদীছের রাবী কাছীর ইবনু আব্দুল্লাহ সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণ সমালোচনা করলেও শাওয়াহেদ হিসাবে শক্তিশালী বলেই ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন। আর ইমাম বুখারী (রহঃ) এ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞাত বর্ণনা সমূহের মধ্যে এটাকেই সর্বাধিক ছহীহ বলেছেন। সর্বশেষ তাহক্বীক্ব হিসাবে শায়খ আলবানীও শাওয়াহেদের কারণে ছহীহ তিরমিযী ও ছহীহ ইবনু মাজাতে হাদীছটিকে ছহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১০৮] অতএব এ হাদীছকে দুর্বল বলে প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ অন্যায়।

(৪) عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال فى تكبير العيدين فى الركعة الأولى سبعا فى الثانية خمس تكبيرات-

(৪) ইবনু ওমর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, 'তিনি ঈদায়নের তাকবীর সম্পর্কে বলেছেন, প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতে হবে'।

হাদীছটি তারীখে বাগদাদ[১০৯] এবং তারীখে ইবনে আসাকিরে[১১০] শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে।

---

৮৯. *দারাকুৎনী, হা/১৭১০।*
৯০. *দ্রঃ দারাকুৎনী, হা/১৭০৪ ও ১৭০৫।*
৯১. *ইরওয়া, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৮।*
৯২. *আবুদাঊদ, পৃঃ ১৬৩, হা/১১৪৯।*
৯৩. *মুস্তাদরাক হাকেম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৩৮, হা/১১০৮ ও ১১০৯।*
৯৪. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৫, হা/৬১৭৪।*
৯৫. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫, হা/১৭০৪, ১৭০৫।*
৯৬. *ত্বাবরাণী কবীর, ৩/২৪৬।*
৯৭. *দ্রঃ ছহীহ আবুদাঊদ হা/১১৪৯; ছহীহ ইবনু মাজাহ, হা/১০৬৫; বিস্তারিত দ্রঃ ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১০৬-১০৮।*
৯৮. *তিরমিযী, পৃঃ ১১৯, হা/৫৪২।*
৯৯. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১০৬৪।*
১০০. *ছহীহ ইবনে খোযায়মাহ, ২/৩৪৬, হা/১৪৩৮ ও ১৪৩৯।*
১০১. *দারাকুৎনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৭, হা/১৭১৫।*
১০২. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, হা/৬১৭৩।*
১০৩. *ত্বাহাবী, ২য় খণ্ড,পৃঃ ৩৯৯।*
১০৪. *শারহুস সুন্নাহ ৪/৩০৮।*
১০৫. *ইবনু আদী, ২/২৭৩।*
১০৬. *তিরমিযী, পৃঃ ১১৯, হা/৫৪২।*
১০৭. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৪, হা/৬১৭৩-এর আলোচনা দ্রঃ।*
১০৮. *ছহীহ তিরমিযী হা/৪৪২; ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/১০৬৪।*
১০৯. *তারীখে বাগদাদ, ১০ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৪।*
১১০. *তারীখে ইবনে আসাকির, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৬৫।*

www.ahlehadeethbd.org

Contents

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ উক্ত হাদীছও ছহীহ। শায়খ আলবানী (রহঃ) সহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ এর সনদকে ছহীহ বলেছেন। উল্লেখ্য যে, ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে ত্বাহাবী, দারাকুৎনী ও বাযযারে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে এবং তিরমিযী ও হাকেম যার ইঙ্গিত দিয়েছেন তার সনদ যঈফ। তবে উক্ত বিষয়ে একই রাবী থেকে ছহীহ হাদীছ থাকার কারণে শাওয়াহেদ হিসাবে নিঃসন্দেহে তা ছহীহ।[১১১]

১২ তাকবীর সম্পর্কে আরো অন্যান্য ছহীহ হাদীছঃ

১২ তাকবীর সম্পর্কে ছহীহ সনদে আরো যে সমস্ত হাদীছ বর্ণিত হয়েছে তার আংশিক নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'ল- (১) আলী (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ, যা যিয়া মাক্বদেসী (রহঃ) ছহীহ সনদে বর্ণনা করেছেন।[১১২] আলবানী (রহঃ) এ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে বলেন, وبالجملة فالحديث بهذه الطرق صحيح 'মোটকথা এ সমস্ত সনদে বর্ণিত হাদীছ ছহীহ'।[১১৩] (২) আব্দুর রহমান বিন সা'দ ইবনু আম্মার বর্ণিত হাদীছ, যা ইবনু মাজাহ[১১৪], বায়হাক্বী[১১৫] এবং দারেমীতে[১১৬] বর্ণিত হয়েছে। এই হাদীছও ছহীহ।[১১৭] এছাড়া আবু হুরায়রা[১১৮], ইবনু আব্বাস[১১৯], আবদুর রহমান বিন আওফ[১২০], জাবের, আব্দুল্লাহ বিন মুহাম্মাদ, ওয়াক্বেদুল লায়ছী সহ আরো অন্যান্য ছাহাবী থেকেও মারফূ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু অব্দিল বার্র বলেন,

روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة حسان أنه كبر فى العيدين سبعا فى الأولى وخمسا فى الثانية من حديث عبد الله بن عمرو وابن عمر وجابر وعائشة وأبى واقد وعمرو بن عوف المزنى ولم يرو عنه من وجه قوى ولاضعيف خلاف هذا وهو أولى ما عمل به-

'নবী করীম (ছাঃ) হ'তে অনেক হাদীছ হাসান সনদে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি ইদায়নের ছালাতে প্রথম রাক'আতে সাত এবং দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন। যা আব্দুল্লাহ বিন আমর, ইবনু ওমর, জাবের, আয়েশা, আবু ওয়াক্বেদ, আমর বিন আওফ প্রমুখের হাদীছে বর্ণিত হয়েছে। তাঁর থেকে এর বিপরীত কোন কিছুই বর্ণিত হয়নি, তা শক্তিশালী সনদে হোক আর দুর্বল সনদে হোক। আর এটাই সর্বোত্তম, যার উপরে স্বয়ং রাসূল (ছাঃ) আমল করেছেন'।[১২১]

ছাহাবায়ে কেরাম থেকে বর্ণিত ছহীহ আছার সমূহঃ

১২ তাকবীর সম্পর্কে ছহীহ সনদে ছাহাবায়ে কেরাম থেকে যে সমস্ত আছার বর্ণিত হয়েছে তার কতিপয় নিম্নে পেশ করা হ'ল-

(১) عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبى هريرة فكبر فى الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفى الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة-

(১) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ)-এর গোলাম নাফে' থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আমি একদা ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর-এর ছালাতে আবু হুরায়রা (রাঃ)-এর সাথে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিলেন'।

আছারটি মুওয়াত্ত্বা মালেক,[১২২] ফিরইয়াবী,[১২৩] বায়হাক্বী,[১২৪] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ,[১২৫] মুসনাদে আহমাদ[১২৬] এবং ত্বাহাবী সহ অন্যান্য হাদীছ গ্রন্থে[১২৭] শক্তিশালী সনদে বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ আছার সমূহের মধ্য হ'তে এর সনদ সর্বাধিক ছহীহ। যাকে ইমাম মালেক, বুখারী, তিরমিযী, বায়হাক্বী, দারাকুৎনী, শায়খ আলবানীসহ অন্যান্য মুহাদ্দিছগণ ছহীহ বলেছেন।[১২৮] ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, لاشك فى صحته موقوفا على أبى هريرة 'মওকূফ সূত্রে বর্ণিত আবু হুরায়রাহ (রাঃ)-এর এই হাদীছ ছহীহ হওয়ার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই'।[১২৯]

(২) عن نافع بن أبى نعيم قال سمعت نافعا قال قال عبد الله بن عمر التكبير فى عيدين سبع و خمس-

(২) নাফে' ইবনু আবী নু'আইম বলেন, আমি নাফে' (রাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, আব্দুল্লাহ ইবনু (রাঃ) বলেছেন, 'দুই

১১১. *আলবানী, ইরওয়াউল গালীল, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।*
১১২. *আল-মুনতাক্বা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১২৪।*
১১৩. *ইরওয়া ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।*
১১৪. *ইবনু মাজাহ, পৃঃ ৯১, হা/১২৯২।*
১১৫. *বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৬, হা/৬১৭৮।*
১১৬. *দারেমী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪০১, হা/১৫৬৭।*
১১৭. *দ্রঃ ছহীহ ইবনু মাজাহ, ১/৩৮৪, হা/১০৬২।*
১১৮. *মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৭; হাকেম ১/৪৩৮, হা/১১০৮।*
১১৯. *ত্বাবরানী কবীর ১০/২৯৪; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৩৬।*
১২০. *মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ২/২০৪।*
১২১. *ইবনু কুদামা আল-মুগনী ২/২৩৬; মাস'আলা নং ১৪১৪; মির'আত, ৫/৫৩ পৃঃ।*
১২২. *মুওয়াত্ত্বা মালেক, পৃঃ ১০৮-১০৯।*
১২৩. *ফিরইয়াবী ২/১৩৪।*
১২৪. *বায়হাক্বী ৩/৪০৬, হা/৬১৭৯।*
১২৫. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ ২/৭৯।*
১২৬. *মুসনাদে আহমাদ ২/৩৫৭।*
১২৭. *ত্বাহাবী ২/৩৯৯।*
১২৮. *দ্রঃ নাছবুর রাইয়াহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৮; তালখীছুল হাবীর ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১; ইরওয়া ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১০।*
১২৯. *শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ ৪/১৫।*

www.ahlehadeethbd.org

ঈদের তাকবীর (প্রথম রাক'আতে) সাত এবং (দ্বিতীয় রাক'আতে) পাঁচ হবে'। আছারটি ত্বাহাবী[১৩০] এবং মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাতে[১৩১] সহ অন্যান্য কতিপয় হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ এর সনদও ছহীহ। আলবানী (রহঃ) বলেন, سنده صحيح 'এর সনদ ছহীহ'।[১৩২]

(৩) عن عمار بن عمار أن ابن عباس كبر فى عيد ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى وخمسا فى الآخرة-

(৩) আম্মার ইবনু আবী আম্মার বর্ণনা করেন, 'ইবনু আব্বাস (রাঃ) ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। প্রথম রাক'আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।

আছারটি বায়হাক্বী,[১৩৩] মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ[১৩৪] সহ অন্যান্য গ্রন্থেও বর্ণিত হয়েছে।

বিশুদ্ধতার প্রমাণঃ এ আছারটির সনদও ছহীহ। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, هذا إسناد صحيح 'এই সনদ ছহীহ'।[১৩৫]

আলবানী বলেন, سنده صحيح على شرط مسلم 'মুসলিমের শর্তানুযায়ী এর সনদ ছহীহ'।[১৩৬]

উল্লেখ্য যে, ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর পক্ষ থেকে ৭, ৯, ১১, ১২ ও ১৩ তাকবীরের বর্ণনা থাকলেও ১২ বা তাকবীরে তাহরীমা সহ ১৩ তাকবীরের আছারই অধিক এবং মুহাদ্দিছগণের নিকটে সর্বাধিক ছহীহ (والرواية الأولى أصح عندى لجلالة عطاء وحفظه ومتابعة عمار له)[১৩৭] তাছাড়া ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে যে সমস্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার সবই ১২ তাকবীরের পক্ষে।[১৩৮] আর অন্যান্য বিরোধী বর্ণনাগুলো মূলতঃ কূফা ও বছরার অধিবাসীদের থেকে ইবনু আব্বাসের নামে বর্ণনা করা হয়েছে মাত্র। এর কারণ হ'ল, তিনি কিছুদিন সেখানে প্রশাসনিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন।

এছাড়া জাবের বিন আবদুল্লাহ (রাঃ) সহ অন্যান্য ছাহাবী থেকেও ১২ তাকবীরের আছার বর্ণিত হয়েছে।[১৩৯] উপরোক্ত আছার সমূহ সবই ছহীহ ও হাসান পর্যায়ের। তবে আরো অনেক ছাহাবী থেকে ছহীহ ও যঈফ আছার বর্ণিত হয়েছে,[১৪০] যা কলেবর বৃদ্ধির আশংকায় এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হ'ল না।

প্রসিদ্ধ তিন ইমামের বর্ণনা ও আমলঃ

প্রচলিত মাযহাব সমূহের প্রসিদ্ধ চার মাযহাবের চার ইমামের মধ্যে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) ছাড়া বাকী তিন ইমামই ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন এবং উক্ত মর্মে ফায়ছালা দিতেন। ইমাম মালেক (৯৩-১৭৯) তাঁর হাদীছ গ্রন্থ 'মুওয়াত্ত্বা'য় ১২ তাকবীরের হাদীছ উল্লেখ করে বলেন, وهو الأمر عندنا 'এটাই আমাদের নিকট পালনীয়'।[১৪১] অন্যত্র তিনি বলেন,

وتكبير العيدين سواء التكبير قبل القراءة فى الأولى سبعا وفى الأخرة خمسا فى كلتا الركعتين التكبير قبل القراءة '

'দুই ঈদের তাকবীর একই রকম হবে। প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ। দুই রাক'আতেই ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীর দিতে হবে'।[১৪২]

ইমাম শাফেঈ (১৫০-২০৪) তাঁর 'কিতাবুল উম্ম' গ্রন্থে ১২ তাকবীরের হাদীছ উল্লেখ করে বলেছেন,

التكبير هو سبع فى الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس فى الثانية غير تكبيرة القيام-

'ঈদের ছালাতে তাকবীর হ'ল, প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়া সাত তাকবীর আর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়া পাঁচ তাকবীর'।[১৪৩]

ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল (১৬৪-২৪১) তাঁর বিশ্ববিখ্যাত হাদীছ গ্রন্থ মুসনাদে আহমাদে ১২ তাকবীরের হাদীছ বর্ণনা করে বলেন, وأنا أذهب إلى هذا 'আমিও এর প্রতিই আমল করি'।[১৪৪] ইমাম তিরমিযী (রহঃ) ১২ তাকবীরের হাদীছ পেশ করে পর্যালোচনায় বলেন, وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق. 'মালেক ইবনু আনাস, শাফেঈ, আহমাদ এবং ইসহাক্বও এ কথাই বলেন'।[১৪৫]

ইমাম আবু হানীফার দুই ছাত্র আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (রহঃ)-এর আমল ও বক্তব্যঃ

আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ তাদের উসতায ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর যে এক-তৃতীয়াংশ মাসআলার

---

১৩০. *ত্বাহাবী, ২/৩৯৯।*
১৩১. *মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, ২/৮১।*
১৩২. *ইরওয়াউল গালীল, ৩/১১০।*
১৩৩. *বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮০।*
১৩৪. *ইবনু আবী শায়বাহ ২য় খণ্ড, পৃঃ ৮১।*
১৩৫. *বায়হাক্বী ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০৭।*
১৩৬. *ইরওয়াউল গালীল ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১১১।*
১৩৭. *ইরওয়া ৩/১১২।*
১৩৮. *দ্রঃ বায়হাক্বী, ৩য় খণ্ড,পৃঃ ৪০৭, হা/৬১৮১; ইবনু আবী শায়বাহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৭৯; ইমাম শাফেঈ, কিতাবুল উম্ম ১/২৩৬।*
১৩৯. *বায়হাক্বী ৩/৪১১, হা/৬১৭৮।*
১৪০. *মুসনাদে ইমাম শাফেঈ, ১/২০৯।*
১৪১. *মুওয়াত্ত্বা, পৃঃ ১০৮-১০৯।*
১৪২. *মুদাওয়ানাতুল কুবরা, ১/১৬৯।*
১৪৩. *কিতাবুল উম্ম, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৫৫; মুসলিম শরহে নববী সহ ১/২৯০।*
১৪৪. *মুসনাদে আহমাদ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮০, হা/৬৬৮৮।*
১৪৫. *তিরমিযী হা/৫৩৪-এর আলোচনা।*

www.ahlehadeethbd.org

বিরোধিতা করেছেন[১৪৬] তার অন্যতম হ'ল- ঈদায়নের তাকবীর। তাঁরা উভয়েই ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন। ইমাম মুহাম্মাদ (রহঃ) ৪ ও ৯ তাকবীরের প্রচলিত অনেক বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁর হাদীছ গ্রন্থ 'মুওয়াত্ত্বা'য় ঈদের তাকবীর সংক্রান্ত যে হাদীছটি বর্ণনা করেছেন সেটি ১২ তাকবীরের হাদীছ।[১৪৭] আল্লামা আলাউদ্দীন আল-কাসানী হানাফী তার 'বাদায়িউস সানাঈ' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, عن أبي يوسف أنه يكبر ثنتى عشرة تكبيرة سبعا فى الأولى وخمسا فى الثانية 'আবু ইউসুফ হ'তে বর্ণিত আছে যে, তিনি ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতেন। তার মধ্যে প্রথম রাক'আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১৪৮] হানাফী মাযহাবের অন্যতম গ্রন্থ 'দুররে মুখতারে' রয়েছে, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন।[১৪৯]

হাদীছের ইমামগণের বর্ণনা ও আমলঃ

হাদীছের ইমামগণের মধ্যে ইমাম বুখারী, মুসলিম ও নাসাঈ (রহঃ) ঈদায়নের তাকবীর সংক্রান্ত কোন হাদীছ তাঁদের গ্রন্থে বর্ণনা করেননি। তবে ১২ তাকবীরের হাদীছগুলো ছহীহ হওয়ার পক্ষে তাঁরা জোরালো বক্তব্য পেশ করেছেন এবং এর প্রতি আমল করেছেন। অবশিষ্ট প্রায় সকল ইমামই তাঁদের হাদীছ গ্রন্থে তাকবীর সংক্রান্ত হাদীছ বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী ও ইবনু মাজাহ কেবল ১২ তাকবীরের হাদীছ সমূহ বর্ণনা করেছেন। এ সংক্রান্ত অন্য কোন বর্ণনা তাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। ইমাম আবুদাঊদ ১২ তাকবীর সংক্রান্ত পরস্পর চারটি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর তিনি 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর' মর্মে একটি বর্ণনা পেশ করেছেন। কারণ হ'ল, এ বর্ণনাটি তাঁর দৃষ্টিতেই অপেক্ষাকৃত দুর্বল এবং তা ধর্তব্য নয়, যার ত্রুটি সম্পর্কে নিবন্ধের শুরুতে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ছহীহ ইবনে খোযায়মা, দারাকুৎনী, হাকেম, দারেমী, মালেক মুওয়াত্ত্বা, মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, ইবনুল জারূদ ইত্যাদি হাদীছের গ্রন্থ সমূহে তাঁরা কেবল ১২ তাকবীরের হাদীছগুলোকে নিয়ে এসেছেন। এর বিপরীত কোন বর্ণনা তাঁরা স্থান দেননি। বরং তাদের নিকট সেগুলো গ্রহণযোগ্য নয় বলেই অনুমিত হয়। ইমাম বায়হাক্বী তার 'সুনানুল কুবরা' গ্রন্থে প্রথমে ১২ তাকবীর সম্পর্কে প্রায় ১৫টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। অতঃপর পৃথকভাবে 'খবরের' অধ্যায় রচনা করে 'জানাযার তাকবীরের ন্যায় ঈদের তাকবীর' মর্মে কয়েকটি বর্ণনা পেশ করে সেগুলোকে যঈফ সাব্যস্ত করে এবং বিভিন্ন দোষে অভিযুক্ত করে প্রত্যাখ্যানযোগ্য প্রমাণ করেছেন। এছাড়া ৯ বা অন্য কোন সংখ্যা বিষয়ে কিছু বর্ণনা করেননি। আর মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বাহ, মুছান্নাফ আব্দুর রাযযাক ও ত্বাহাবীতে বিভিন্ন প্রকারের অনেক বর্ণনা থাকলেও তার সিংহভাগই ১২ তাকবীরের এবং তাঁরা সেগুলোকে প্রথমেই বর্ণনা করেছেন। মোটকথা ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দেওয়াই যে সুন্নাত এবং সর্বাধিক বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য তা মুহাদ্দিছগণের বর্ণনা দেখেই স্পষ্ট হয়। সচেতন মহলের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট।

সার-সংক্ষেপঃ

উপরোক্ত আলোচনায় যা প্রমাণিত হয়েছে তা হ'ল, রাসূল (ছাঃ), চার খলীফা, ছাহাবায়ে কেরাম, ওমর বিন আব্দুল আযীয সহ অন্যান্য তাবেঈ, প্রসিদ্ধ তিন ইমাম, ইমাম আবু হানীফার প্রধান দুই শিষ্য সহ হাদীছের ইমামগণ সকলেই ১২ তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করতেন এবং উক্ত মর্মে ফায়ছালা প্রদান করতেন। মূলতঃ মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই ১২ তাকবীরের আমলই চালু ছিল। অতঃপর মাযহাবী কোন্দল ও প্রশাসনিক দাপটে ৬ তাকবীরের এই ভিত্তিহীন আমল কূফা-বছরা থেকে বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। এ বিষয়ে আলোচনা দেখুন মুহতারাম আমীরে জামা'আত প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রণীত সংক্ষিপ্ত অথচ সারগর্ভ নিবন্ধ **'তাকবীরাতুল ঈদায়ন'** *(মাসিক আত-তাহরীক জানুয়ারী '৯৯)* এবং **'মাসায়েলে কুরবানী'** বই । যা বর্ধিত কলেবরে জানুয়ারী ২০০৫ সালে প্রকাশিত হয়েছে। সেই সাথে ব্যাপক ভিত্তিক আলোচনা দেখুন মাওলানা খলীলুর রহমান বিন ফযলুর রহমান রচিত '১২ তাকবীরের পক্ষে ১৫২টি হাদীস ৬ তাকবীরের হাদীস কোথায়'? শীর্ষক পুস্তক।

ইমাম বাগাভী (৪৩৬-৫১৬হিঃ) বলেন,

وهذا قول أكثر أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم أنه يكبر فى صلاة العيد فى الأولى سبعا سوى تكبيرة الافتتاح فى الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام قبل القراءة روى ذلك عن أبى بكر وعمر وعلى وابن عمر وابن عباس وأبى هريرة وأبى سعيد الخدرى وقول أهل المدينة وبه قال الزهرى وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق-

'পাণ্ডিত্যপূর্ণ অধিকাংশ ছাহাবী সহ তাঁদের পরবর্তীদেরও ঐ একই বক্তব্য হ'ল যে, রাসূল (ছাঃ) ঈদের ছালাতে প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমা ছাড়াই সাত তাকবীর দিতেন। আর দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ছাড়াই পাঁচ তাকবীর দিতেন। এটাই আবুবকর,

১৪৬. *শারহু বেক্বায়াহ-এর মুক্বাদ্দামা (দিল্লী ছাপাঃ ১৩৭২), পৃঃ ২৮।*
১৪৭. *মুওয়াত্ত্বা মুহাম্মাদ, পৃঃ ১৪১।*
১৪৮. *বাদায়িউস সানাঈ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২০।*
১৪৯. *দুররে মুখতার, ৩/৫০।*

www.ahlehadeethbd.org

ওমর, আলী, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু হুরায়রা, আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত হয়েছে। মদীনাবাসীরও এই বক্তব্য। ইমাম যুহরী, ওমর ইবনু আব্দুল আযীয, ইমাম মালেক, আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্বেরও এই বক্তব্য' *(শারহুস সুন্নাহ ৪/৩০৯, হা/১১০৬)*।

১২ তাকবীরের আমল যে অতি ব্যাপক এবং তা যে সর্বত্র ও সর্বমহলে চালু ছিল তা হাফেয ইরাক্বীর বক্তব্যে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে। যেমন তিনি বলেন,

(إنه يكبر فى الأولى سبعا قبل القراءة وفى الثانية خمسا قبل القرءة) وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين والأئمة قال وهو مروى عن عمر وعلى وأبى هريرة وأبى سعيد وجابر وابن عمر وابن عباس وأبى أيوب وزيد بن ثابت وعائشة وقول الفقهاء السبعة من أهل المدينة وعمر بن عبد العزيز والزهرى ومكحول وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى وأحمد وإسحاق-

(রাসূল (ছাঃ) প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর দিতেন) 'ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ও ইমামগণের অধিকাংশেরও এই বক্তব্য। তিনি আরো বলেন, এই ১২ তাকবীরের হাদীছ ওমর, আলী, আবু হুরায়রাহ, আবু সাঈদ, জাবের, ইবনু ওমর, ইবনু আব্বাস, আবু আইউব, যায়েদ বিন ছাবেত, আয়েশা প্রমুখ থেকে বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া মদীনার সাতজন বিশিষ্ট ফক্বীহ, ওমর বিন আব্দুল আযীয, যুহরী, মাকহূল প্রমুখেরও এই বক্তব্য। ইমাম মালেক, আওযাঈ, শাফেঈ, আহমাদ ও ইসহাক্বও ঐ একই কথা বলেন'।[১৫০]

ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (৬১১-৭২৮ হিঃ)-কে ঈদের তাকবীর সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন,

أما التكبير فى الصلاة فيكبر المأموم تبعا للإمام وأكثر الصحابة رضى الله عنهم والأئمة يكبرون سبعا فى الأولى وخمسا فى الثانية-

'ঈদের ছালাতে ইমামের অনুসরণে মুক্তাদী তাকবীর দিবে। ছাহাবায়ে কেরাম ও ইমামগণের অধিকাংশই প্রথম রাক'আতে সাত আর দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ তাকবীর দিতেন'।[১৫১]

ইমাম শাওকানী ঈদের তাকবীরের সংখ্যা বিষয়ে দশ প্রকারের বর্ণনা পেশ করে ১২ তাকবীর সংক্রান্ত প্রথম প্রকারের পক্ষে বর্ণিত হাদীছ সমূহকে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ করেছেন এবং অন্যগুলো সম্পর্কে ত্রুটি বর্ণনা করে সব শেষে বলেছেন, وأرجح هذه الأقوال أولها 'উপরোক্ত বক্তব্য সমূহের মধ্যে আমি প্রথমটিকে (১২ তাকবীর) অগ্রাধিকার দিয়ে থাকি'।[১৫২] ইমাম ননবী বলেন,

والسنة أن يكبر فى الأولى سبع تكبيرات سوى تكبيرات الإحرام وتكبيرة الركوع وفى الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام والركوع-

'সুন্নাত হ'ল প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর ছাড়াই সাত তাকবীর দেওয়া এবং দ্বিতীয় রাক'আতে দাঁড়ানোর তাকবীর ও রুকূর তাকবীর ছাড়াই পাঁচ তাকবীর দেওয়া'।[১৫৩]

ঈদের ছালাতে ১২ তাকবীর দিতে হবে কেন মর্মে সঊদী আরবের ফাতাওয়া বোর্ডকে প্রশ্ন করা হ'লে বোর্ড প্রধান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায (রহঃ) সহ অন্যান্য সদস্যগণ এ মর্মে সম্মিলিত সিদ্ধান্ত পেশ করেন যে,

ما شرعه النبى صلى الله عليه وسلم لنا من التكبير ست تكبيرات أو سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة فى الركعة الأولى من صلاة العيدين وخمس تكبيرات قبل قراءة الفاتحة فى الركعة الثانية من صلاة العيدين .. فعلينا أن نؤمن بتشريع الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ونستسلم له ونسمع ونطيع-

'ছালাতুল ঈদায়নের তাকবীর বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের জন্য যা নির্ধারণ করেছেন তাহ'ল, প্রথম রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে তাকবীরে তাহরীমার পর সাত অথবা ছয় তাকবীর। আর দ্বিতীয় রাক'আতে ক্বিরাআতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর।.. অতএব আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক নির্ধারিত শরী'আতের প্রতি ঈমান আনা, তার কাছে আত্মসমর্পণ করা, শ্রবণ করা ও আনুগত্য করা আমাদের উপর অপরিহার্য কর্তব্য'।[১৫৪]

অতএব সাধারণ কোন ব্যক্তির নিকটও তাকবীরের বিষয়টি অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সেই সাথে ছয় তাকবীরের প্রচলিত আমলটি যে প্রকৃতপক্ষেই ভিত্তিহীন তাও প্রমাণিত হয়েছে। কারণ রাসূল (ছাঃ), চার খলীফা, ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনদের মধ্যে এবং হিজায তথা মক্কা-মদীনায় এর অস্তিত্ব ছিল না, আজও নেই। বরং এই আমল ছিল কূফা ও বছরা কেন্দ্রীক। আর তারাই কয়েকজন ছাহাবীর নাম দিয়ে এটি প্রচার করেছে।

---

১৫০. *শামসুল হক্ব আযীমাবাদী, আওনুল মা'বূদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১০, হা/১১৫০- এর আলোচনা দ্রঃ।*

১৫১. *ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৪তম খণ্ড, পৃঃ ২২০।*

১৫২. *নায়লুল আওত্বার, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৯৮-৩০০।*

১৫৩. *ইমাম নববী, শারহুল মুহাযযাব, ৫/২০।*

১৫৪. *ফাতাওয়া আল-লাজনাতুদ দায়েমা লিল বহূছিল ইলমিয়াহ ওয়াল ইফতা (রিয়ায ছাপাঃ ২০০২/১৪২৩), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৯-৩০০, ফৎওয়া নং ১৭৩২।*

www.ahlehadeethbd.org

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, তাহ'লে ছয় তাকবীরের এই ভিত্তিহীন বিষয়ের উপর মানুষ কেন আমল করছে? এক কথায় এর উত্তর হ'ল, মাযহাবী গোঁড়ামী ও 'মাযহাব মানা ফরয' এই ঐতিহাসিক মিথ্যা কৌশল। সুতরাং কুরআন-হাদীছে থাক বা না থাক, সত্য হোক আর মিথ্যা হোক মাযহাবে যা চালু আছে তাই করতে হবে। কুরআন হাদীছে পারদর্শী ব্যক্তিও তা করবে। এছাড়া 'হানাফী মাযহাবের লোকসংখ্যাই বেশী', 'আমরা হানাফী মাযহাবের অনুসারী অন্যদের সাথে পার্থক্য তো থাকবেই', 'মাযহাব ছাড়া ইসলাম মানা যায় না' এসমস্ত মিথ্যা বেসাতী করে মানুষকে কুরআন-সুন্নাহর প্রতি আমল করা হ'তে বিরত রাখা হয়। অথচ এ সমস্ত কূটচালের সাথে ইসলামের কোনরূপ বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আল্লাহ আমাদের হেফাযত করুন!

উপসংহারঃ

নিবন্ধের সমাপ্তিলগ্নে সুধী পাঠকদের উদ্দেশ্যে দু'টি কথা পেশ করে ইতি টানতে চাই। তা হ'ল- মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই নিঃশর্তভাবে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে। আর মানুষের রচনা করা অন্য সকল কিছুকে নির্দ্বিধায় পরিহার করবে। অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে এবং অনুসরণীয় মাযহাব বা পথ হিসাবে সরাসারি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর মাযহাবকে আঁকড়ে ধরবে, অন্য কোন ব্যক্তি বা ইমামকে এবং তার মাযহাবকে আস্তাকুঁড়ে ছুড়ে মারবে। রাসূলের ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী তাঁর মৃত্যুর পর পরই বিভিন্ন মহল ধর্মের নামে অনেক কিছুই সৃষ্টি করেছে আরো করবে। তাই সে শুধু রাসূলের দেওয়া বিধানের অনুসরণ করবে আর অন্য সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করবে। বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মহল রাসূল (ছাঃ)-এর নামে অসংখ্য মনগড়া মিথ্যা হাদীছ রচনা করবে এটাও তাঁর অন্যতম ভবিষ্যদ্বাণী। তাই মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই কেবল ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে আর অন্য সব জাল-যঈফ বর্ণনা, উদ্ভট-কল্পিত কাহিনী বর্জন করবে। এক শ্রেণীর আলেম নিজেদের রচিত মিথ্যা তথ্য দ্বারা মানুষকে আহ্বান করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে এটাও তাঁর অশনি সংকেত। তাই সতর্কতার সাথে স্পষ্ট দলীলসহ প্রকৃত আলেমের আহ্বানে সাড়া দিবে আর অন্যদেরকে দ্ব্যর্থহীনভাবে প্রত্যাখ্যান করবে। মুসলিম ব্যক্তি মাত্রই নির্ভরযোগ্য হাদীছের গ্রন্থ সমূহ হ'তে ছহীহ দলীল গ্রহণ করবে, অন্য কোন দল ও মাযহাব ভিত্তিক রচিত যাবতীয় গ্রন্থ সমূহকে পরিত্যাগ করবে। ঈদের তাকবীর সহ শরী'আতের সকল বিষয়কে উক্ত মানদণ্ডে পরিমাপ করলে কোন প্রকার সমস্যা থাকতে পারে না; বরং এই একটি বিষয় থেকে শিক্ষা নিলে ইনশাআল্লাহ অন্যান্য বিষয়ে বিদ্যমান মতপার্থক্য সব দূর হয়ে যাবে। পরিশেষে সকলের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাই আসুন! দল ও গোষ্ঠীগত যাবতীয় জঞ্জাল পরিহার করে আল্লাহ কর্তৃক সংরক্ষিত অভ্রান্ত বিধান পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে সরাসরি ফায়ছালা গ্রহণ করি এবং আত্মিক প্রশান্তিতে আমল করি ও জান্নাত লাভে ধন্য হই। যেভাবে ৪র্থ শতাব্দী হিজরীতে মাযহাবী দলাদলি সৃষ্টির পূর্বে মুসলমানরা সমাধান নিয়ে আমল করতেন। আল্লাহ তা'আলা আমাদের সেই তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

তথ্য সন্ত্রাসঃ টার্গেট ইসলাম ও মুসলমান

*ইমামুদ্দীন বিন আব্দুল বাছীর**

বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে তথ্য সন্ত্রাস চলছে তার মূল টার্গেট ইসলাম ও মুসলমান। প্রিন্ট মিডিয়া ও ইলেক্ট্রোনিক্স মিডিয়ায় তথ্য সন্ত্রাসের মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিম জাতির গৌরবোজ্জ্বল অস্তিত্বকে হুমকির সম্মুখীন করার জন্যই এই হীন পরিকল্পনা। অধুনা পৃথিবীতে দু'চোখ মেলে তাকালে দেখতে পাওয়া যায়, বিশ্বের যেখানেই মুসলমানরা সুশৃংখলভাবে স্বীয় ধর্মকর্ম পালন করছে সেখানেই মিডিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্যে ইচ্ছামত সংযোজন-বিয়োজন করে বিশ্ববাসীর নিকট পরিবেশন করা হচ্ছে। গোয়েবলসীয় কায়দায় এসব প্রচারিত হবার ফলে পর্যায়ক্রমে তা মানুষের হৃদয়ে আসন গেড়ে বসে। এভাবে সুকৌশলে আঘাত হানা হচ্ছে ইসলাম ও মুসলমানদের উপর। মুসলমানদের ঘায়েল করার মানসে বর্তমানে সবচেয়ে কার্যকারী অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করা হচ্ছে এই তথ্য সন্ত্রাসকে।

তথ্যের মাধ্যমে যে সন্ত্রাস সৃষ্টি করা হয় তা তথ্য সন্ত্রাস।[১] অন্য কথায় 'মিডিয়া জগতে একচ্ছত্র আধিপত্য যারা বিস্তার করেছেন, তারা নিজেদের খেয়াল-খুশীমত বিশেষ লক্ষ্য সামনে নিয়ে কোন ঘটনা ঘটিয়ে থাকে। অতঃপর সৃষ্ট ঘটনা থেকে বিচিত্র তথ্য বের করে নানা বর্ণে রঞ্জিত করে টার্গেটকে ধরাশায়ী করার জন্য বিশ্বময় ভীষণ হৈচৈ শুরু করে এ কথা বুঝাবার বা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, তাদের উদ্ঘাটিত ও প্রচারিত তথ্যই সঠিক। এই প্রক্রিয়ার নামও তথ্য সন্ত্রাস'।[২] তথ্য সন্ত্রাসের কয়েকটি ঘটনা অত্র প্রবন্ধে আলোচনা করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

১. ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস শুধু বর্তমান সময়ে নয়; বরং ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই ইসলাম বিদ্বেষীরা করে আসছে। তথ্য সন্ত্রাসীরা ওহুদের যুদ্ধে মহানবী (ছাঃ)-এর শাহাদতের ভুয়া খবর প্রচার করে মুসলিম সেনাবাহিনীতে ভীতি সঞ্চার করতে ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি নিম্নরূপ-

মুছ'আব ইবনু ওমায়ের (রাঃ) অসাধারণ বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে যুদ্ধ করছিলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি ইবনু কোমআহ ও অন্যান্যদের আঘাত প্রতিরোধ করছিলেন। তাঁর হাতেই ছিল ইসলামের পতাকা। শত্রু সৈন্যরা তাঁর ডান হাতে এমন আঘাত করে যে, তাঁর হাত কেটে যায়। তিনি তখন বাম হাতে পতাকা তুলে ধরেন।

---

* *আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।*

১. *জহুরী, তথ্য সন্ত্রাস (ঢাকাঃ উতলু প্রকাশন, প্রথম প্রকাশঃ মার্চ ১৯৯৯ইং), পৃঃ ৭।*

২. *তদেব।*

কিন্তু শত্রুদের হামলায় বাম হাতও কেটে যায়। তিনি তখন বাহু দিয়ে ইসলামের পতাকা বুকের সাথে জড়িয়ে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেন এবং সেই অবস্থায় শাহাদত বরণ করেন। তাঁর হত্যাকারী ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু কোমআহ।

এই দুর্বৃত্ত মুছ'আব (রাঃ)-কে মনে করেছিল মুহাম্মাদ (ছাঃ)। মুছ'আব (রাঃ)-এর চেহারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারার সাথে কিছুটা মিল ছিল। মুছ'আব (রাঃ)-কে হত্যা করার পর ইবনু কোমআহ কাফেরদের কাছে গিয়ে চিৎকার করে বলছিল, মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হত্যা করা হয়েছে।[৩]

ইবনু কোমআহ কর্তৃক নবী করীম (ছাঃ)-এর নিহত হওয়ার খবর মুহূর্তের মধ্যে মুসলমান ও কাফেরদের কাছে পৌঁছে গেল। এটা ছিল খুবই নাজুক মুহূর্ত। এতে নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছ থেকে দূরে যুদ্ধরত ছাহাবীগণের মনোবল ভেঙ্গে পড়ল। অনেকেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়লেন। চরম বিশৃংখলা দেখা দিল। তবে একটা লাভ হ'ল এই যে, কাফেরদের হামলা সাময়িকভাবে থেমে গেল। কেননা তারা ভেবেছিল তাদের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয়ে গেছে। বহুসংখ্যক মুশরিক মুসলমানদের উপর হামলা বন্ধ করে দিয়ে শহীদদের লাশের উপর মনের পৈশাচিক ঝাল মিটাচ্ছিল। তারা শহীদদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে ফেলছিল।[৪]

নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীগণের কাছে নিরাপদ আশ্রয়ের লক্ষ্যে পা বাড়ালেন। এ সময় প্রথমে কা'ব ইবনু মালেক (রাঃ) তাঁকে চিনে ফেললেন। আনন্দে চিৎকার করে তিনি বললেন, 'ওহে মুসলমানরা, তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তিনি হ'লেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)'। নবী (ছাঃ) তাকে চুপ করার ইঙ্গিত দিলেন, যাতে শত্রুরা তাঁকে চিনতে না পারে। কিন্তু মুসলমানরা সেই আওয়ায শুনে ফেলায় অল্পক্ষণের মধ্যে ছাহাবীগণ প্রিয়নবী (ছাঃ)-এর কাছে আসতে শুরু করলেন। কিছুক্ষণের মধ্যে ত্রিশজন ছাহাবী উপস্থিত হ'লেন। এরপর মহানবী (ছাঃ) নিবেদিত প্রাণ কয়েকজন ছাহাবীর বেষ্টনীর মধ্য দিয়ে পাহাড়ের ঘাটিতে অবস্থিত মুসলমানদের শিবিরে গিয়ে পৌঁছলেন।[৫]

এই ছিল সে দিনের ঘটনার সার-সংক্ষেপ। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, যেহেতু মহানবী (ছাঃ) ইসলামের ধারক-বাহক সেহেতু তিনি শহীদ হ'লে মুসলমানরা এমনিতেই ভেঙ্গে পড়বে। তাই এরূপ ভুয়া সংবাদ পরিবেশন করে মুসলমানদেরকে দুঃশ্চিন্তায় ফেলে যুদ্ধে বিজয় লাভ করাই ছিল তাদের টার্গেট।

২. কোন ব্যক্তিকে সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার একটি বড় মাধ্যম হ'ল তাকে পাগল আখ্যা দেয়া। কেননা কোন মানুষ পাগলরূপে সমাজে চিত্রিত হ'লে তার কোন বিষয়ই মানুষ গ্রহণ করে না এবং তাকে মূল্যায়নও করে না। ইসলামের প্রথম পর্যায়ে এই সুযোগটি গ্রহণ করেছিল তৎকালীন ইসলাম বিদ্বেষী কাফির, মুশরিক গোষ্ঠী। তারা মহানবী (ছাঃ)-কে সমাজের কাছে অগ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য পাগল আখ্যা দিয়ে ব্যাপক প্রচার ও প্রসার করে।[৬]

তারা এরূপ প্রচার-প্রোপাগান্ডা সমাজের বুকে ছড়াতে থাকলে মহান আল্লাহ এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে বলেন, 'নূন, শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের, যা তারা লিপিবদ্ধ করে! আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উন্মাদ নন। আপনার জন্য অবশ্যই রয়েছে অশেষ পুরস্কার। আপনি অবশ্যই মহান চরিত্রের অধিকারী। সত্ত্বর আপনি দেখে নিবেন এবং তারাও দেখে নিবে। কে তোমাদের মধ্যে বিকারগ্রস্ত' *(কলম ১-৬)*।

ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যিমাদ' নামে এক ব্যক্তি মক্কায় আসল। সে মন্ত্র দ্বারা জিন-ভূতের ঝাড়ফুঁক করত। সে মক্কার নির্বোধ কাফেরদের নিকট শুনতে পেল যে, মুহাম্মাদ পাগল হয়ে গেছে। তাই সে ইচ্ছা করল আমি তার চিকিৎসা করব এবং আশা করা যায় সে সুস্থতা লাভ করবে। ফলে সে মহানবী (ছাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি জিন-ভূতের ঝাড়ফুঁক করি বিধায় তোমার চিকিৎসা করব। একথা শুনে মহানবী (ছাঃ) হামদ-না'ত পড়ে এক সংক্ষিপ্ত সারগর্ভ ভাষণ দেন। এতে যিমাদ পুনরায় বাক্যগুলি শুনার আগ্রহ প্রকাশ করে। তিনবার শুনার পর মন্তব্য করে, আমি গণকের কথা শুনেছি, জাদুকরের কথা শুনেছি এবং কবিদের কথাও শুনেছি। কিন্তু আপনার মত এমন বাক্য কোনদিন শুনিনি। যার প্রতিটি বাক্য অথৈ সাগরের তলদেশ পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। অতঃপর যিমাদ মহানবী (ছাঃ)-এর হাতে হাত রেখে ইসলাম গ্রহণ করে।[৭] এভাবে মহানবী (ছাঃ)-এর নামে নানা প্রকার তথ্য সন্ত্রাস বা মিথ্যাচার করা হয়। অবশ্য মহান আল্লাহ সবগুলি তাঁকে অহি-র মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন।

৩. ৬ষ্ঠ হিজরীতে মহানবী (ছাঃ) বনু মুস্তালিক যুদ্ধে গমন করেন, তখন তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রাঃ) সাথে ছিলেন। তাঁকে একটা পর্দা বিশিষ্ট আসনে উটের পিঠে বহন করা হ'ত। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদীনায় ফেরার পথে এক মুনযিলে কাফেলা বিশ্রাম নেওয়ার পর শেষ রাতের কিছু পূর্বে ঘোষণা করা হয়, কাফেলা কিছুক্ষণের মধ্যেই

---

৩. *ছফিউর রহমান মুবারকপুরী, আর-রাহীকুল মাখতূম (বৈরুতঃ দারুল মুওয়াইয়িদ, ১৪১৬/১৯৯৬), পৃঃ ২৭২।*
৪. *তদেব, পৃঃ ২৭২-২৭৩।*
৫. *তদেব, পৃঃ ২৭৩-২৭৪।*
৬. *হাফেয ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (মদীনা মুনাওয়ারাঃ মাকতাবাতুল উলূম ওয়াল হিকাম, ১৪১৩/১৯৯৩), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২৮; মুফতী মুহাম্মাদ শফী, তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন (সংক্ষিপ্ত), পৃঃ ১৩৯৫।*
৭. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬০।*

www.ahlehadeethbd.org

রওয়ানা হবে। বিধায় প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়েশা (রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে জঙ্গলে যান। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হার ছিঁড়ে পড়ে যায় এবং হারিয়ে যায়। তা খুঁজতে দেরী হয়। ইতিমধ্যে কাফেলা স্থান ত্যাগ করে। তাঁর আসনটি নিত্য দিনের ন্যায় উটের পিঠে উঠানো হয়। তিনি হালকা-পাতলা হওয়ায় কেউ অনুভব কনেনি যে, আয়েশা তাঁর আসনে নেই। তিনি প্রয়োজন সেরে এসে দেখেন কাফেলা স্থান ত্যাগ করেছে। তিনি মনে মনে ভাবলেন মহানবী ও তদীয় সাথীগণ তাঁকে না পেয়ে পুনরায় এই স্থানে খুঁজতে আসবেন। তাই তিনি স্বস্থানে চাদর গায়ে জড়িয়ে বসে পড়লেন। কিছুক্ষণের মধ্যে নিদ্রাকোলে ঢলে পড়লেন।

অপরদিকে ছাফওয়ান ইবনু মু'আত্তাল কাফেলাকে অনুসরণ করে পিছু পিছু আসছিলেন কিছু ছাড়া পড়লে তা নিয়ে আসার জন্য। সকালে এই স্থানে উপস্থিত হয়ে আয়েশা (রাঃ)-কে শুয়ে থাকা অবস্থায় দেখে চিনতে পারেন। কারণ তিনি পর্দার বিধান নাযিলের পূর্বে আয়েশা (রাঃ)-কে দেখেছিলেন। তাঁকে দেখে বিচলিত কণ্ঠে তার মুখ থেকে 'ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন' উচ্চারিত হয়। এই বাক্যে আয়েশা (রাঃ)-এর ঘুম ভেঙ্গে গেলে তিনি মুখ ঢেকে ফেললেন। ছাফওয়ান তাঁকে স্বীয় উটে বসালেন। আয়েশা (রাঃ) তাতে সওয়ার হ'লেন এবং ছাফওয়ান উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চললেন। এক পর্যায়ে কাফেলার সাথে মিলিত হ'লেন।

আব্দুল্লাহ ইবনু উবাই ছিল দুশ্চরিত্র, মুনাফিক ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শত্রু। সে এটাকে সুবর্ণ সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করল। সে একে কেন্দ্র করে মিথ্যাচার শুরু করল এবং আবোল-তাবোল বলতে লাগল। সরলপ্রাণ কিছু মানুষ তার কানকথায় সাড়া দিয়ে আলোচনায় মেতে উঠল।

যখন এই মুনাফিক রটিত অপবাদের চর্চা হ'তে লাগল, তখন স্বয়ং মহানবী (ছাঃ) খুবই দুঃখিত হ'লেন। আর আয়েশা (রাঃ)-এর দুঃখেরতো সীমা-ই ছিল না। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা আয়েশা (রাঃ)-এর পবিত্রতা ও অপবাদ রটনাকারীদের শাস্তির বর্ণনা দিয়ে পবিত্র কুরআনে আয়াত নাযিল করেন।[৮]

মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদের একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্য খারাপ মনে কর না; বরং এটা তোমাদের জন্য মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্য ততটুকু আছে, যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্য রয়েছে বিরাট শাস্তি। তোমরা যখন একথা শুনলে, তখন ঈমানদার পুরুষ ও নারীগণ কেন নিজেদের লোক সম্পর্কে উত্তম ধারণা করনি এবং বলনি যে, এটাতো নির্জলা অপবাদ'? *(নূর ১১-১২)*।

এভাবে বেশ ক'টা আয়াতে বিষয়টি সম্পর্কে পরিষ্কার আলোচনা করা হয়। ফলে মহানবী (ছাঃ) অপবাদকারীদের শাস্তি দেন। এসব ঘটনায় ভাববার বিষয় যে, উম্মাহাতুল মুমিনীনের মত মানুষও মিথ্যাচার থেকে রেহাই পাননি। তাঁরা এমনই তথ্য সন্ত্রাসের স্বীকার হয়েছেন যা লজ্জাজনক। অথচ বাস্তবে তার কিছুই ঘটেনি।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ) বহুবার তথ্য সন্ত্রাসের স্বীকার হয়েছেন ইসলাম বিদ্বেষী কালপিটদের হাতে। ঠিক বর্তমানেও ঐ তাদের উত্তরসূরীরা একইভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাস করতে সিদ্ধহস্ত।

৪. বিশ্বের কোথাও কোন সন্ত্রাসী ঘটনা ঘটলে মুসলিম বিশ্ব বিশেষ করে উত্তর আমেরিকায় বসবাসকারী মুসলমানরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেন। রেডিও, টিভি এবং পত্র-পত্রিকার খবরে ঐ সন্ত্রাসী ঘটনার জন্য মুসলিম নাম উচ্চারণের প্রবণতা জোরদার হয়ে উঠতে দেখা যায়। পত্রিকার এসব সাংবাদিক নিজেদেরকে মানবতা ও পেশাদারিত্বের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে যাহির করে। কিন্তু তাদের পক্ষপাতদুষ্ট প্রচারণায় মানবতা ও পেশাদারিত্বের কতটা ক্ষতি হচ্ছে তা তারা বুঝতে অক্ষম। ১৯৯৫ সালের এপ্রিলে যুক্তরাষ্ট্রের ওকলাহোমায় মুরাহ ফেডারেল ভবনে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে আমেরিকা ও কানাডার সকল প্রচার মাধ্যম এ ঘটনার জন্য মুসলমানদেরকে দায়ী করে প্রচারণা চালাতে থাকে। সিএনএন, এবিসি, সিবিএস, এনবিসি ও সিবিসির মতো টিভি নেটওয়ার্কগুলিও মুসলমানদেরকে সন্ত্রাসী এবং ইসলামকে একটি অসহিষ্ণু ধর্ম হিসাবে চিত্রিত করে। যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার অধিকাংশ মানুষ এসব মিথ্যা প্রচারণায় বিশ্বাস করে। ফলে সংখ্যালঘু মুসলমানরা সামাজিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং কোথাও কোথাও সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়। কিন্তু ঐ ঘটনায় জড়িত ছিল দু'জন উগ্র খৃষ্টান এবং আমেরিকান সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্য যাদের পরবর্তীতে ফাঁসী দেয়া হয়।[৯]

৫. ১৯৯৯-এর ৩১ অক্টোবর ম্যাসাচুসেটসের অদূরে সমুদ্র উপকূলে মিসরীয় এয়ার লাইন্সের ফ্লাইট ৯৯০ বিধ্বস্ত হয়। এতে বিমানের ২১৭ জন আরোহীর সকলেই নিহত হয়। ডুবুরীরা বিমানের ভয়েস রেকর্ডার উদ্ধার করে। ভয়েস রেকর্ডারে পাইলটের সর্বশেষ কণ্ঠস্বর বাজিয়ে তদন্তকারীরা

৮. *তাফসীর ইবনে কাছীর, ৩য় খন্ড, পৃঃ ২৬০-২৬৪; তাফসীরে মা'আরেফুল কুরআন, পৃঃ ৯৩২; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৩৩১-৩৩৩।*

৯. *সৈয়দ বদিউদ্দিন সোহরাওয়ার্দী, অনুবাদঃ সাহাদাত হোসেন খান, 'পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে মুসলিম বিদ্বেষ, দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকাঃ ১৯/০৪/২০০১ইং, পৃঃ ১০।*

www.ahlehadeethbd.org

অভিমত দেন যে, পাইলট আত্মহত্যা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং আত্মহত্যার আগে দো'আ পড়ছিলেন। তদন্তকারীদের এ অভিমত প্রচার মাধ্যমে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রচার করা হয়। পাশ্চাত্য সহ বিশ্ব তাই বিশ্বাস করেছে। কিন্তু তারা এটা জানে না যে, মুসলমান যে কোন বিপদ অথবা যাত্রা শুরুর আগে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং নিজেকে আল্লাহর ইচ্ছায় সমর্পণ করে। মিসরীয় পাইলটও দুর্ঘটনার আগে কায়মনোবাক্যে আল্লাহর সাহায্য কামনা করছিলেন। কিন্তু পাশ্চাত্য প্রচার মাধ্যম ভুল ব্যাখ্যা করেছে এবং বলেছে যে, তিনি নাকি আত্মহত্যা করার জন্য বিমান নিয়ে সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে দো'আ পাঠ করছিলেন। ইসলাম সম্পর্কে পাশ্চাত্যের কি বিচিত্র ধারণা![১০]

৬. ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কে বা কারা আমেরিকার 'টুইন টাওয়ার' ধ্বংস করলে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ জন্য দায়ী করে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়েদা নেটওয়ার্ককে। যার পরিণতি ভোগ করতে হয় বিশ্বের দুর্বল মুসলিম রাষ্ট্র আফগানিস্তানকে। মিথ্যা অজুহাতে হাযার হাযার টন বোমা ফেলে মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে আফগানিস্তানকে।[১১]

৭. ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধের পর জাতিসংঘের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে পাশ্চাত্য গণবিধ্বংসী অস্ত্র তথা পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবাণু অস্ত্র ধ্বংস করা এবং এসব মারণাস্ত্র থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে ইরাকের উপর অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে এবং জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শক প্রেরণের মাধ্যমে তাদেরকে প্রায় নিরস্ত্র করে ফেলে। অতঃপর পৈশাচিক কায়দায় যেন হাত-পা বেঁধে মারার মতো করে ইরাকের উপর ২০০৩ সালের ২০ মার্চ অনৈতিক যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় বুশ ও ব্লেয়ার। বুশের ভাষায়, 'সাদ্দাম হোসেনের কাছে গণবিধ্বংসী অস্ত্র রয়েছে এবং এসব অস্ত্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য ভয়াবহ হুমকিস্বরূপ। কারণ অস্ত্রগুলি সন্ত্রাসীদের হাতে পড়তে পারে এবং পাচার হয়ে যুক্তরাষ্ট্রে নিয়ে আসা হ'তে পারে'।[১২]

বুশ সাদ্দাম হোসেন ও তাঁর পুত্রদেরকে ৪৮ ঘণ্টার সময় বেঁধে দেয় দেশ ত্যাগের জন্য। তারা দেশ ত্যাগ না করলে শুরু হয় যুদ্ধ। ক্রুজ, মিসাইল থেকে ক্লাষ্টার বোমা আর সবচেয়ে বিধ্বংসী বোমা বর্ষিত হ'ল ইরাকের শহর ও জনপদে। তিন সপ্তাহ ধরে অবিরাম ও অবিশ্রান্তভাবে মানব ইতিহাসের জঘন্যতম বর্বর হত্যাকাণ্ড চালাতে থাকল ইঙ্গ-মার্কিন সম্মিলিত বাহিনী। দলে দলে বেসামরিক নিরীহ মানুষের প্রাণহানী ঘটতে থাকল, আর ধ্বংস হ'তে থাকল জনপদ ও সুরম্য ভবন সমূহ এবং জনগণের সম্পদরাজী, অসহায় বেসামরিক ইরাকী নারী-পুরুষ-শিশু নির্বিশেষে বিপুল সংখ্যক মানুষ শহীদ হ'তে থাকলেন।[১৩] কিন্তু ইরাকের উপর দখল কায়েম করে আজও তারা গণবিধ্বংসী অস্ত্রের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারল না। অথচ এ সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী গণমাধ্যমে চালান হ'ল নযীরবিহীন তথ্য সন্ত্রাস। মুসলমানদের অপূরণীয় ক্ষতি হ'ল। সফল হ'ল বিদ্বেষীদের সন্ত্রাসী প্রক্রিয়া।

বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তথ্য সন্ত্রাসঃ

গত ২০০২ সালের অক্টোবর মাসের একুশ তারিখ যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত টাইম ম্যাগাজিনে 'ডেডলিকার্গো' শিরোনামে এক মিথ্যুক সাংবাদিক এলেক্স পেরি বাংলাদেশের বিরুদ্ধে তালেবান, আল-কায়েদা জঙ্গীবাদের সাথে সম্পৃক্ততার কথা বলে একটি বানাওয়াট সংবাদ ছাপে। জানা যায় যে, টাইম ম্যাগাজিনে প্রকাশিত এলেক্স পেরির ঐ সংবাদটির উৎসও ভারতের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে সংশ্লিষ্ট। পেরির ঐ সাজানো সংবাদে বলা হয় যে, 'এমভি মক্কা' নামক একটি রহস্যময় জাহাজ থেকে অনেক অস্ত্র ও গোলাবারুদ চট্টগ্রামের উখিয়া এলাকার মত জনবহুল এলাকায় নামানো হয়। পাগড়ীধারী, লম্বা দাড়ি এবং ঐতিহ্যবাহী ইসলামী পোষাক পরিহিত লোকজন পাঁচটা লঞ্চে করে ঐ জাহাজ থেকে মারাত্মক মারণাস্ত্র খালাস করে। এলেক্স পেরি তার সাজানো গল্পে আল-কায়েদা, তালেবান, বিন লাদেন, আবু ছালেম, আলি জাওয়াহারী, ইয়েমেন, আফগানিস্তান, রিয়াদ, মক্কা, কাশ্মীর, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড সবকে একাকার করে একটি ডাহা মিথ্যা সংবাদকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালিয়েছে।

এদিকে বিদেশী সংবাদ মাধ্যম যখন বাংলাদেশ বিরোধী প্রচারণায় লিপ্ত তখন এদেশের কয়েকটি জাতীয় দৈনিক তাদের সুরে সুর মিলায়, লিপ্ত হয় দেশ বিধ্বংসী প্রচারণায়, হাত মিলায় বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী কুচক্রীদের সাথে। এমনকি একটি জাতীয় দৈনিক বার্টিল লিন্টনার নামক জনৈক সাংবাদিক লিখিত বাংলাদেশের স্বার্থের পরিপন্থী 'রিভিউ'র "Be aware of Bangladesh" এবং "Cocoon of Terroism" শীর্ষক সাজানো সংবাদকে অভিনন্দন জানিয়ে উৎফুল্লভাবে সম্পাদকীয় কলাম ছাপে। একই পত্রিকার জনৈক মহিউদ্দীন 'থ্যাংক ইউফার ইস্টার্ণ ইকনোমিক' রিভিউ' শিরোনামে এক দীর্ঘ তোষামোদী নিবন্ধে দেশ ও জাতির দুশমন লিন্টনারের ঐ রিপোর্টকে অভিনন্দন জানায়। দেশ- বিদেশের সব বিবেকবান

১০. *প্রাগুক্ত।*
১১. *ইসলামিক ফাউণ্ডেশন প্রত্রিকা, ঢাকা, ৪৩ বর্ষ, ৩য় সংখ্যা জানুয়ারী-মার্চ ২০০৪, পৃঃ ৮।*
১২. *সৈয়দ মুশতাক মোরশেদ, ভাষান্তরঃ মুহাম্মাদ নূরুল হোসেন, 'অযৌক্তিক যুদ্ধের কবলে ইরাক' (দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকাঃ ১০ মে ২০০৩ ইং, পৃঃ ১১।*
১৩. *প্রাগুক্ত।*

www.ahlehadeethbd.org

সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী লিন্টনার ও পেরির এরূপ চরম দুর্বৃত্তপনা সংবাদকে ধিক্কার জানালেও ভারতের গোয়েন্দ সংস্থা 'র' টাইম ম্যাগাজিনের ঐ ভিত্তিহীন ডাহা মিথ্যা বানাওয়াট রিপোর্টকে সঠিক বলে দাবী করে।[১৪]

২. বাংলাদেশ বিরোধী মিথ্যা সংবাদ তৈরীর প্রচেষ্টাকালে পলায়নপর দু'বিদেশী সাংবাদিক হাতে নাতে ধরা পড়ে বাংলাদেশী সীমান্তরক্ষী বাহিনীর কাছে ২৫ অক্টোবর ২০০২। বাংলাদেশকে দেশে-বিদেশে একটি মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াসে মিথ্যা ডকুমেন্টারি ফিল্ম বানানোর সময় বৃটেন নিবাসী পাকিস্তানী কাদিয়ানী মহিলা সাংবাদিক জাহিবা নাজ মালিক এবং তার ইতালীয় সহযোগী ইহুদী লিও পোণ্ডা ব্রুনো সরেন্টিটনো ধরা পড়ার সপ্তাহ খানেক পূর্বে তারা বাংলাদেশে প্রবেশ করে। দৈনিক কয়েক ডলারের বিনিময়ে এনজিও কর্মী মনিজা ওরফে পৃথিলা রাজ (এর পরিচয়ও সন্দেহজনক) এবং ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক সেলিম সামাদকে নিয়োগ করা হয়। ব্রিটিশ টিভি 'চ্যানেল ফোর'-এর পক্ষে বানাওয়াট সংবাদ "Unreported world" শীর্ষক তথাকথিত ডকুমেন্টারি বানানোর উদ্দেশ্যে তারা অক্টোবর মাসের ২০/২২ তারিখ বায়তুল মুকাররমের উত্তর গেটে কতিপয় সন্দেহজনক যুবককে একই ধরনের গোল টুপি পরিয়ে এবং সন্ত্রাসবাদী কল্পিত রাজনৈতিক দল (আল্লাহর দল) নাম দিয়ে একই ভাষার পোস্টার সহ মিছিলের নাটক সাজায় এবং তা মুভি টিভি ক্যামেরায় গ্রহণ করে। তাদেরকে দিয়ে শিখিয়ে দেয়া শ্লোগানও দেওয়ায় বলে অভিযোগ পাওয়া যায়। নির্দেশনা দানকালে ভাড়াটিয়া যুবকদের ব্রুনো ও জাহিবা নাজের সঙ্গে তাদের কুকর্মের সহযোগী সেলিম সামাদের ছবি ধরা পড়ে ফটো সাংবাদিকদের ক্যামেরায়। দৈনিক 'দিনকালে' সে ছবি ছাপা হওয়ার পর সারাদেশে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। প্রকাশিত ঐ চিত্রে দেখা যায়, দাড়ি গোফহীন প্যান্ট-শার্ট পরা যুবকরা জাহিবা নাজ ও সেলিম সামাদের পরামর্শ শুনছে। ব্রুনো তাদের ছবি তুলছে। ২০০২ সালের ২৫ নভেম্বর সংগোপনে পালানোর সময় ব্রুনো সরেন্টিনো ও জাহিবা নাজ পুলিশের কাছে বেনাপোলে ধরা পড়ে। তাদেরকে সীমান্তে পৌঁছে দিয়ে ফেরার পরে গোয়ালন্দঘাটে ধরা পড়ে সন্দেহজনক এনজিও কর্মী পৃথিলা রাজ।

ব্রুনো, জাহিবা ও পৃথিলার ভাষ্য থেকে এদের বাংলাদেশ বিরোধী তথ্য সন্ত্রাসের সহযোগী হিসাবে সেলিম সামাদের নামও বেরিয়ে আসে এবং পরবর্তীতে তাকেও গ্রেফতার করা হয়। ব্রুনো, জাহিবা নাজ ও পৃথিলার পক্ষে সাফাই গেয়ে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার রুচিরা গুপ্তা প্রকাশ্যে বিবৃতি দেয়। ফলে 'চ্যানেল ফোরের' প্রকৃত পরিচয় বেরিয়ে আসে।[১৫] উল্লেখ্য, এই চ্যানেল ফোরই আজ থেকে দশ বারো বছর আগে বাংলাদেশে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' সৃষ্ট 'ঘাদানিক'-এর সহযোগিতায় "War crime life" নাম দিয়ে একটি অত্যন্ত বিতর্কিত ও চক্রান্তমূলক ইসলাম বিদ্বেষী মিথ্যা ডকুমেন্টারি তৈরী করে প্রচার করে। যতদূর জানা যায়, ঐ সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত উদ্দেশ্যমূলক বিভাজন সৃষ্টিকারী ডকুমেন্টারী চরম ইসলাম বিদ্বেষী বৃটিশ ইহুদী বার্গম্যান এবং ভারতীয় বংশোদ্ভূত বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সক্রিয় সদস্য গীতা সেহগাল "War crime file 1971" তৈরী করে।

ফিল্মের পেছনেও বাংলাদেশে বিতর্কিত সাংবাদিক শাহারিয়ার কবির, সৈয়দ হাসান ইমাম (দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে বর্তমানে ভারতে আছে), সালমান রুশদি ও তসলিমা নাসরিন প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল।[১৬]

৩. মৌলবাদের নামে বিশ্বব্যাপী যে তথ্য সন্ত্রাস চালানো হচ্ছে এর মূল লক্ষ্যই হ'ল ইসলামের পুনর্জাগরণ রোধ করা এবং ইসলামের বাস্তব প্রয়োগ থেকে মুসলমানদেরকে দূরে সরিয়ে রাখা এবং অবদমিত করা। ১৮ জুন ১৯৯৪ তারিখে লণ্ডনের "Times" পত্রিকায় "Censorship by Death" শিরোনামে প্রকাশিত সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশে মৌলবাদীদের বাড়াবাড়ি এবং এ ব্যাপারে সরকারী ভূমিকার সমালোচনা করা হয়।[১৭] বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এরূপ তথ্য সন্ত্রাস মূলতঃ এদেশের মুসলমানদেরকে কলংকিত করার অপপ্রয়াস। কারণ বাংলাদেশ একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম দেশ।

উল্লেখ্য, মৌলবাদ শব্দের ইংরেজী প্রতিশব্দ হ'ল- "Fundamentalism"। এ শব্দটি ১৯২০ সালে আমেরিকার খৃষ্টান সমাজে প্রথম উদ্ভূত হয়।[১৮] আবার কেউ কেউ বলেন, মৌলবাদ শব্দের উদ্ভব ঘটেছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খৃষ্টধর্মের একটা বিশেষ আন্দোলনকে চিহ্নিত করার জন্য।[১৯] মৌলবাদ শব্দের উৎপত্তি থেকেই বুঝা যাচ্ছে এর সাথে ইসলাম ও মুসলমানদের কোন যোগসাজশ নেই; বরং এটি উদ্ভবের সাথে ইহুদী-খৃষ্টান চক্রই জড়িত। কিন্তু তথ্য সন্ত্রাস করে

---

১৪. প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আবদুর রব, 'তথ্য-সন্ত্রাসে উপদ্রুত বাংলাদেশ' (ঢাকাঃ মাসিক পৃথিবী, ২৩ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে ২০০৪ইং), পৃঃ ৪৭।

১৫. তদেব, পৃঃ ৪৭-৪৮।

১৬. ঐ, পৃঃ ৪৮।

১৭. ইসলামিক ফাউণ্ডেশন পত্রিকা, পৃঃ ১২।

১৮. দৈনিক ইনকিলাব, ১৯ অক্টোবর ১৯৯৭।

১৯. এবনে গোলাম সামাদ, 'ইসলামী মৌলবাদের নামে অপপ্রচার ও বিভ্রান্তির পশ্চিমা কৌশল এবং আজকের বাস্তবতা' ইকবাল কবীর মোহন সম্পাদিত, 'বিংশ শতাব্দীর ইসলামী পুনর্জাগরণ ও পাশ্চাত্য ষড়যন্ত্র' (ঢাকাঃ বাংলাদেশ রিসার্চ সেন্টার, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ইং), পৃঃ ১৪।

www.ahlehadeethbd.org

পরবর্তীতে তা ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপানোর জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

৪. বাংলাদেশের ইসলামী শক্তিকে টার্গেট করে ভারতীয় মিডিয়া তথ্য সন্ত্রাসে খুবই সোচ্চার এর অংশ হিসাবে গত ২০০২ সালের ১৮ নভেম্বর কলকাতার 'আনন্দ বাজার' পত্রিকায় 'ভারতে হানা দিতে আল-কায়েদা জঙ্গীরা ঘাটি গেড়েছে বাংলাদেশে' শিরোনামে একটি বানাওয়াট সংবাদ ছাপে।[২০]

৫. শুধু বিদেশী সংবাদ মাধ্যমে নয়, বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত কিছু ভারতপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদী ও ইসলাম বিদ্বেষী পত্র-পত্রিকাতেও দেশ ও জাতির স্বার্থ বিরোধী এ রকম অজস্র আত্মঘাতী বিভীষণধর্মী মিথ্যা সংবাদ সতত প্রচার করা হচ্ছে। ২০০১ সালের ১২ ফেব্রুয়ারী বাংলাদেশের একটি চিহ্নিত দৈনিক পত্রিকা সারা দেশে ১০ হাযার মাদরাসায় সশস্ত্র প্রশিক্ষণ চলছে বলে সম্পূর্ণ মিথ্যা এক সংবাদ প্রচার করে। অম্লান দেওয়ান নামক এক সাংবাদিক কর্তৃক লিখিত ঐ তথ্য-সন্ত্রাসে আরো বলা হয় যে, বাংলাদেশের মাদরাসাগুলিতে এসব সন্ত্রাসী প্রশিক্ষণ দানের জন্য বিপুল অর্থ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে; বিশেষ করে পাকিস্তান থেকে আসে।[২১]

৬. বাংলাদেশের সংবাদপত্রগুলির মধ্যে দেশবিরোধী ও রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক মিথ্যা সংবাদ প্রচারে সবচেয়ে এগিয়ে রয়েছে ভারতের রিলায়েন্স গ্রুপের আর্থিক মদদপুষ্ট দৈনিক 'জনকণ্ঠ'। এই পত্রিকা গত ২০-০৬-২০০২ তারিখে সুন্দরবনে জঙ্গী মৌলবাদীরা ঘাঁটি গড়ে তুলেছে বলে এক ডাহা সংবাদ প্রকাশ করে। সংবাদটিতে জনকণ্ঠ 'গহীন অরণ্যে চলছে অস্ত্র প্রশিক্ষণ' শীর্ষক শিরোনামে প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর বরাত দিয়ে দাড়ি টুপিওয়ালাদের সন্ত্রাসী হিসাবে দেখানো হয়েছে।[২২]

৭. অতি সম্প্রতি ২৭-০৭-২০০৬ তারিখ বাংলাদেশের একটি জাতীয় দৈনিকের প্রধান শিরোনামে একটি রিপোর্ট করা হয়। 'জেএমবির নতুন মজলিসে শূরা' কমিটির সদস্য সংখ্যা ৫॥ হবিগঞ্জের লাখাইয়ে গোপন বৈঠক॥ সংগঠন চলবে কিতালের ব্যানারে, শীর্ষক রিপোর্টটি পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হ'তে হয়। যখন বাংলাদেশকে বিশ্বের বুকে একটি মৌলবাদী গোঁড়া রাষ্ট্র, জঙ্গীবাদী রাষ্ট্র হিসাবে প্রমাণের জন্য প্রচার মিডিয়ায় চলছে নিত্যনতুন তথ্য সন্ত্রাস, ঠিক এরূপ নাজুক পরিস্থিতিতে এ ধরনের সংবাদ পরিবেশন দেশ ও জাতির জন্য কতটুকু কল্যাণকর তা ভাববার বিষয়। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে- 'নিষিদ্ধ ঘোষিত জঙ্গী সংগঠন 'জামা'আতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশে'র (জেএমবি) মজলিসে শূরার নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এ কমিটির সদস্য সংখ্যা পাঁচ। যথাক্রমে মিজান, মেহেদী, মিরাজ, সাঈদুর রহমান ও মুরাদ। গত ১৩ জুলাই বৃহস্পতিবার তাদের একটি বৈঠকও অনুষ্ঠিত হয়।[২৩] আরো বলা হয়েছে 'বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে এখন থেকে তারা জেএমবি নামে আর কোন কার্যক্রম পরিচালনা করবে না। তারা সংগঠনের নতুন নাম 'কিতাল ফি সাবিলিল্লাহ'র ব্যানারে কাজ করবে। সংগঠনের সংক্ষিপ্ত নাম হবে 'কিতাল পার্টি'।[২৪]

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় হ'ল, দেশী ও বিদেশী চক্র জঙ্গী ও সন্ত্রাসী ইস্যুকে নিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নানারূপ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। বিগত দেড় বছরে আমাদের দেশে ঘটে গেল অনেক কিছু। এতে করে সুযোগ সন্ধানী মহলটি তাদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। যেকোন মূল্যে এদেশকে তারা জঙ্গী ও সন্ত্রাসী রাষ্ট্র হিসাবে চিহ্নিত করতে চায়। এরূপ প্রতিকূলতা কাটিয়ে মানুষের মনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে এসেছে। ধীরে ধীরে জনগণ এই প্রতিকূলতা কাটিয়ে উঠতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। দেশপ্রেমিক সংবাদপত্র ও প্রচার মাধ্যমগুলি প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালাচ্ছে এই প্রতিকূলতা কাটাতে। এ মুহূর্তে এ ধরনের রিপোর্ট পত্রিকায় ঢালাওভাবে প্রকাশ করে আবার জনগণের মনে আতংক সৃষ্টি করা, বিদেশের কাছে নিজ দেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করা, দেশদ্রোহী কুচক্রীদের তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করা কতটুকু দেশ প্রেমিক বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতার পরিচায়ক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। কতিপয় সাংবাদিক বন্ধুর অবস্থান দেখে মনে হয় যেন তারা স্বেচ্ছায় হৌক আর অনিচ্ছায় হোক দেশের বিরুদ্ধে তথ্য পরিবেশনে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যা দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্বের জন্য চরম হুমকি স্বরূপ। সাংবাদিক বন্ধুরা এখনো সম্পূর্ণ বিপরীত করছেন। অথচ তাদের উচিৎ দেশের পক্ষে লিখা ও সকল প্রকার ষড়যন্ত্র থেকে দেশকে যেকোন মূল্যে রক্ষার চেষ্টা করা। এতো কিছুর পরও কি আমাদের সাংবাদিকদের শুভবুদ্ধির উদয় হবে না? কোথায় সে সাংবাদিক যারা দেশ ও জাতির অতন্দ্রপ্রহরী হিসাবে কাজ করবে? যারা হবে অন্যায়-অসত্য ও সকল ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর?

---

২০. মাসিক পৃথিবী, পৃঃ ৫০।
২১. প্রাগুক্ত।
২২. প্রাগুক্ত।
২৩. দৈনিক যায়যায়দিন, ঢাকা, প্রথম বছর সংখ্যা ৫২, ২৭ জুলাই ২০০৬, পৃঃ ১, কলাম ২।
২৪. প্রাগুক্ত, কলাম ৪।

www.ahlehadeethbd.org

দুর্নীতি প্রতিরোধঃ ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*নূরুল ইসলাম**

ভূমিকাঃ

দুর্নীতি একটি মারাত্মক বৈশ্বিক সমস্যা। দরিদ্র, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সীমা ছাড়িয়ে এর ডালপালা তথাকথিত মুক্তবাজার অর্থনীতির ধ্বজাধারী উন্নত বিশ্ব ও বুর্জোয়া রাষ্ট্র সমূহে বিস্তার লাভ করেছে। তাদের সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে দুর্নীতির অপচ্ছায়া। সম্প্রতি ব্যবসা ও অর্থ বিনিয়োগের ক্ষেত্রে ঝুঁকির বিষয়ে পরামর্শদানকারী প্রতিষ্ঠান 'রিস্ক কন্ট্রোল' বিশ্বের সাতটি প্রধান শিল্পোন্নত রাষ্ট্রসহ ২০টি উন্নত দেশে জরিপ চালিয়ে দুর্নীতির ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছে। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, হংকং এবং ব্রাজিলের মোট ৩৫০টি শীর্ষ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে জরিপ চালিয়ে 'রিস্ক কন্ট্রোল' সংশ্লিষ্ট দেশে দুর্নীতিকে তাদের অর্থনীতির জন্য মারাত্মক সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করেছে। তাদের দুর্নীতি এতই মারাত্মক যে, তা পৃথিবীর অর্থনীতির ভারসাম্য নষ্ট করেছে এবং এটা এখন একটা ব্যাপক আন্তর্জাতিক সমস্যা হিসাবে দেখা দিয়েছে। জরিপে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, পৃথিবীর বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আমেরিকার ৬০ শতাংশ প্রতিষ্ঠান দুর্নীতির কারণে ক্ষতিগ্রস্ত।[১]

অন্যদিকে দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়ে সোনার বাংলার সবুজ বরন ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। এদেশের এমন কোন সেক্টর বাকী নেই যেখানে দুর্নীতির অশুভ থাবা পড়েনি। রাজনৈতিক দলগুলির দুর্নীতি দমনের অঙ্গীকার নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার এক সুচতুর কৌশলে পরিণত হয়েছে। দুর্নীতির বিষবাষ্পে দেশের আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দুর্নীতিমুক্ত সুশীল সমাজ প্রত্যাশী আশাহত-ভাগ্যাহত জনগণের ওঠেছে নাভিশ্বাস। এহেন পরিস্থিতিতে ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে অত্র প্রবন্ধে কিছু আলোকপাত করা হ'ল-

দুর্নীতির সংজ্ঞাঃ

'দুর্নীতি' শব্দটি নেতিবাচক। এটি ইতিবাচক শব্দ নীতি থেকে এসেছে। দুর্নীতি শব্দের আভিধানিক অর্থঃ নীতিবিরুদ্ধ আচরণ, কুনীতি, অসদাচরণ, নীতিহীনতা ইত্যাদি। এর ইংরেজী প্রতিশব্দ হচ্ছে Corruption আর আরবী প্রতিশব্দ الفساد (আল-ফাসাদ) বা الإفساد (আল-ইফসাদ)।[২]

সাধারণভাবে যা নীতিসিদ্ধ নয়, তাই দুর্নীতি। আর নীতিসিদ্ধ বলতে বোঝানো হয়, যা পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত।

Social Work Dictionary-তে দুর্নীতির সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে বলা হয়েছে-

"Corruption is in political and public service administration, the abuse of office for personal gain, usually through bribery, extortion, influence peddling and special treatment given to some citizens and not to others".

'রাজনৈতিক ও সরকারী প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শন, প্রভাব বা ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে অফিস-আদালতকে ব্যক্তিগত লাভের জন্য অপব্যবহার করাকে বোঝায়'।[৩]

ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রামনাথ শর্মা বলেন, "In corruption a person willfuly neglected his specified duty in order to have an uudue advantage". 'অবৈধ সুযোগ-সুবিধা লাভের জন্য কোন ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাই দুর্নীতি'।[৪]

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনালে'র মতে, "Corruption is the abuse of public office for private gain." 'ব্যক্তিগত লাভের জন্য গণপ্রশাসনের অপব্যবহারই দুর্নীতি'।

ইসলামের দৃষ্টিতে দুর্নীতি প্রতিরোধঃ

১. হালাল উপার্জনের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ ও হারাম উপার্জন বর্জনঃ হালাল উপার্জন সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلاَلاً طَيِّبًا وَّلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ-

'হে মানবজাতি! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু রয়েছে, তা হ'তে ভক্ষণ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু' *(বাক্বারাহ ১৬৮)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে যে হালাল ও উৎকৃষ্ট জীবিকা দিয়েছেন তা হ'তে ভক্ষণ কর এবং ভয় কর আল্লাহকে, যাঁর প্রতি তোমরা বিশ্বাসী' *(মায়েদাহ ৮৮)*। আল্লাহ আরো বলেন, 'আল্লাহ তোমাদেরকে হালাল ও পবিত্র যা দিয়েছেন তা হ'তে তোমরা আহার কর এবং আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, যদি তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদত কর' *(নাহল ১১৪)*। মহানবী (ছাঃ) দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য হালাল উপার্জনের প্রতি জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং হারাম উপার্জন বর্জন করার

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *দৈনিক ইনকিলাব, ঢাকা, ১০ অক্টোবর ২০০৬, পৃঃ ৬।*
২. *মুনীর আল-বা'লাবাক্কী, আল-মাওরিদ (বৈরুতঃ দারুল ইলম লিল-মালায়ীন, ৩৮তম সংস্করণ ২০০৪), পৃঃ ২২০।*
৩. *মোঃ আতিকুর রহমান, বাংলাদেশের প্রধান প্রধান সামাজিক সমস্যা ও সরকারী নীতি (ঢাকাঃ আল-কুরআন পাবলিকেশন্স, ২০০০), পৃঃ ৩৩৫।*
৪. *Ramnath Sharma, Indian Social Problems (Bombay: Media Promoters and Publishers PVT, Ltd, 1982), P. 101.*

www.ahlehadeethbd.org

জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, إِنَّ اللهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا 'আল্লাহ পবিত্র। পবিত্র জিনিষ ব্যতীত তিনি অন্য কিছু গ্রহণ করেন না'।[৫] তিনি আরো বলেন,

مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِّنْ أَنْ يَّأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ، وَإِنَّ نَبِيَّ اللهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدَيْهِ.

'কারো নিজ হাতের উপার্জন অপেক্ষা উত্তম আহার বা খাদ্য আর নেই। আল্লাহ্র নবী দাউদ (আঃ) নিজ হাতের কামাই খেতেন'।[৬] অন্য হাদীছে এসেছে, لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ جَسَدٌ غُذِّىَ بِالْحَرَامِ. 'হারাম দ্বারা বর্ধিত দেহ জান্নাতে প্রবেশ করবে না'।[৭]

২. **উপযুক্ত পারিশ্রমিক প্রদানঃ** প্রয়োজনের তুলনায় স্বল্পবেতন দুর্নীতির প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে দেয়। তাই ইসলাম প্রত্যেককে এমন মজুরি বা বেতন প্রদানের কথা বলেছে যেন তা দ্বারা সে তার ন্যায়ানুগ ও স্বাভাবিক প্রয়োজন মেটাতে পারে। শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তারা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করেছেন। কারো ভাই তার অধীনে থাকলে তার উচিত নিজে যা খাবে তাই তাকে খাওয়াবে। নিজে যা পরবে তাকেও তাই পরতে দিবে এবং তাকে দিয়ে এমন কাজ করাবে না যা তার সাধ্যের বাইরে। কোনভাবে তার উপর আরোপিত বোঝা বেশী হয়ে গেলে নিজেও তাকে সে কাজে সহায়তা করবে'।[৮]

৩. **যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মচারী নিয়োগঃ** দুর্নীতির অন্যতম কারণ হচ্ছে, রাষ্ট্রের প্রতিটি স্তরে ঘুষ ও উৎকোচ গ্রহণের মাধ্যমে অদক্ষ, অনভিজ্ঞ ও অসৎ কর্মচারী নিয়োগ দান করা। অথচ প্রশাসনযন্ত্রকে দুর্নীতির করাল গ্রাস থেকে রক্ষা করার জন্য ইসলামের দিক-নির্দেশনা হচ্ছে- সৎ, বিশ্বস্ত, দক্ষ ও অভিজ্ঞ কর্মচারী নিয়োগ করা।[৯] মহান আল্লাহ বলেন, 'তোমার জন্য সর্বোত্তম কর্মচারী হ'তে পারে সেই ব্যক্তি যে শক্তিশালী, বিশ্বস্ত' *(ক্বাছাছ ২৬)*। তিনি আরো বলেন, إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত উহার হকদারকে প্রত্যর্পণ করতে' *(নিসা ৫৮)*।

৫. *মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়।*
৬. *বুখারী, মিশকাত হা/২৭৫৯ 'ঐ' অধ্যায়।*
৭. *বায়হাক্বী; মিশকাত হা/২৭৮৭ 'ঐ' অধ্যায়, সনদ হাসান; দ্রঃ হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী, হেদায়াতুর রুওয়াত ইলা তাখরীজে আহাদীছিল মাছাবীহ ওয়াল মিশকাত, তাখরীজঃ শায়খ মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন আলবানী (কায়রোঃ দারু ইবনে আফফান, ১৪২২ হিঃ/২০০১ খৃঃ), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪০-৪১।*
৮. *বুখারী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১১২ 'কিতাবুল আদাব'।*
৯. *ইবনু তাইমিয়া, আস-সিয়াসাতুশ শারঈয়্যাহ (কুয়েতঃ জামঈয়্যাতু ইহয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬ খৃঃ), পৃঃ ৬।*

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

إِذَا ضُيِّعَتِ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: إِذَا أُسْنِدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ-

'আমানত নষ্ট (তথা খেয়ানত) হ'তে থাকলে তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেক। আবূ হুরায়রা (রাঃ) বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কিভাবে আমানত নষ্ট হবে? তিনি (ছাঃ) বললেন, 'যখন অযোগ্য, অদক্ষ ব্যক্তিদের কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হবে, তখন তোমরা কিয়ামতের প্রতীক্ষায় থেক'।[১০] এভাবে রাসূল (ছাঃ) রাষ্ট্র প্রধান থেকে প্রশাসনিক সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত যোগ্য, অভিজ্ঞ ও সৎ কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগের দিক- নির্দেশনা প্রদান করে প্রশাসনে দুর্নীতি অনুপ্রবেশের দ্বার চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন।

৪. **বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানঃ** দুর্নীতি প্রতিরোধের অপরিহার্য পূর্বশর্ত হ'ল বিচার বিভাগের স্বাধীনতা। বিচার বিভাগকে সরকারের যাবতীয় হস্তক্ষেপ, প্রভাব ও চাপ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ও স্বাধীন হ'তে হবে, যাতে করে তা দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধেও প্রকৃত আইন মুতাবিক নির্ভয়ে নিঃসঙ্কচিত্তে পক্ষপাতহীনভাবে রায় প্রদান করতে পারে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে মাখযূম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে তার গোত্রের লোকজন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে তার ব্যাপারে সুপারিশ করার জন্য উসামা বিন যায়েদ (রাঃ)-এর কাছে আসে। উসামা (রাঃ) এ ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে আলোচনা করলে তিনি অগ্নিশর্মা হয়ে যান। অতঃপর হামদ ও ছানার পর বলেন,

فَإِنَّمَا أَهْلَكَ النَّاسَ قَبْلَكُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا.

'তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, যখন তাদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত কেউ চুরি করত তখন তারা তাকে ছেড়ে দিত এবং যখন দুর্বল কেউ চুরি করত তখন তার উপর দণ্ড কার্যকর করত। যেই সত্ত্বার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম, মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমাও যদি চুরি করত, তবে তার হাতও আমি অবশ্যই কেটে দিতাম'।[১১]

১০. *বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২৪১ হা/৬৪৯৬ 'মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়, 'আমানত উঠে যাওয়া' অনুচ্ছেদ।*
১১. *বুখারী হা/৪৩০৪ 'মাগাযী' অধ্যায়; মুসলিম হা/১৬৮৮ 'দণ্ডবিধি' অধ্যায়, 'দণ্ডের ব্যাপারে সুপারিশ নিষিদ্ধ' অনুচ্ছেদ।*

www.ahlehadeethbd.org

ইসলামের স্বর্ণযুগে বিচার বিভাগ প্রশাসন বিভাগের হস্তক্ষেপ থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। তখন খলীফাগণের পক্ষ থেকে বিচারপতিগণকে কুরআন-সুন্নাহ মোতাবেক নিরপেক্ষভাবে বিচারকার্য পরিচালনা করা এবং বিচারে দোষী সাব্যস্তদেরকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের নির্দেশ দান করা হ'ত। একজন সাধারণ নাগরিকও সরকারের সর্বোচ্চ পদমর্যাদার অধিকারী খলীফাকে পর্যন্ত কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর অধিকার লাভ করত।

৫. **জবাবদিহিতাঃ** দুর্নীতিমুক্ত সুষমা সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের জন্য জবাবদিহিতার কোন বিকল্প নেই। সরকারের সর্বোচ্চ পর্যায় থেকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ দুর্নীতি প্রতিরোধে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। রাসূল (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত বাণীটি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য- كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. 'তোমরা প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল। আর তোমরা প্রত্যেকেই স্বীয় দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে'।[১২]

একবার আলী (রাঃ) ওমর (রাঃ)-কে মদীনার বাইরে যেতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি কোথায় যাচ্ছেন'? ওমর (রাঃ) বললেন, 'ছাদাক্বার একটি উট পালিয়েছে। আমি তা খুঁজতে বেরিয়েছি'। তখন আলী (রাঃ) বললেন, قد أتعبت الخلفاء من بعدك 'আপনি তো আপনার পরবর্তী খলীফাগণের জন্য খেলাফতের দায়িত্ব পালন অত্যন্ত কঠিন করে দিচ্ছেন'।[১৩]

ওমর (রাঃ) জনগণের অবস্থা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য রাতে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাঁর আযাদকৃত দাস আসলাম বলেন, 'আমরা এক রাতে ওমর (রাঃ)-এর সাথে (মদীনার বাইরে) 'হাররাহ ওয়াকিম' নামক স্থানের উদ্দেশ্যে বের হ'লাম। 'ছাররার' নামক স্থানে পৌঁছলে হঠাৎ আগুন দেখতে পেয়ে ওমর (রাঃ) বললেন, 'হে আসলাম! ওখানে একটি কাফেলা যাত্রাবিরতি করেছে। চল সেখানে যাই'। আমরা তাদের কাছে গিয়ে দেখলাম, এক মহিলা হাড়িতে কি যেন সিদ্ধ করছে আর তার ছোট বাচ্চারা চিৎকার করছে। ওমর (রাঃ) বললেন, আস-সালামু আলাইকুম। মহিলা বলল, ওয়াআলাইকাস সালাম। ওমর (রাঃ) বললেন, 'আমি কি আপনার নিকটবর্তী হ'তে পারি'? মহিলা বলল, ইচ্ছা করলে কাছে আস নতুবা চলে যাও। ওমর (রাঃ) তার নিকটবর্তী হয়ে বললেন, 'তোমাদের কী অবস্থা'? মহিলা বলল, রাত ও শীত আমাদেরকে এখানে যাত্রাবিরতি করতে বাধ্য করেছে। ওমর (রাঃ) বললেন, 'বাচ্চারা চিৎকার করছে কেন'? মহিলা বলল, ক্ষুধার জ্বালায়। ওমর (রাঃ) বললেন, 'চুলায় কি'? মহিলা বলল, আমি পানি গরম করে তাদেরকে প্রবোধ দেয়ার চেষ্টা করছি যাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ে। আল্লাহ আমাদের ও ওমরের অবস্থা প্রত্যক্ষ করছেন। একথা শ্রবণ করে ওমর (রাঃ) কেঁদে ফেললেন এবং দ্রুত আটার গুদামে ছুটে গিয়ে একটি আটার বস্তা এবং তেলের থলি বের করে বললেন, 'আসলাম! এগুলি আমার পিঠে তুলে দাও'। আসলাম বললেন, আমি আপনার পক্ষ থেকে তা বহন করছি। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, أنت تحمل وزرى يوم القيامة؟ 'তুমি কি কিয়ামতের দিন আমার বোঝা বহন করবে? অতঃপর তিনি সেগুলি পিঠে বহন করলেন এবং আমরা মহিলার কাছে পৌঁছে গেলাম। তিনি পিঠ থেকে সেগুলি নামিয়ে হাড়ির মধ্যে আটা ও তেল ঢেলে দিয়ে চুলায় ফুঁ দিতে লাগলেন। অতঃপর হাড়ি চুলা থেকে নামিয়ে বললেন, 'আমাকে একটি প্লেট দাও'। মহিলাটি প্লেট নিয়ে আসলে ওমর (রাঃ) অঞ্জলি ভরে তাতে প্রস্তুতকৃত খাদ্য রেখে বাচ্চাদের সামনে দিয়ে বললেন, 'তোমরা খাও'। তারা তৃপ্তিসহকারে খেল। মহিলা তাঁর জন্য প্রাণ উজাড় করে দো'আ করল। তখন পর্যন্ত মহিলা তাঁকে চিনতে পারেনি। বাচ্চারা ঘুমিয়ে যাওয়া পর্যন্ত তিনি সেখানে অবস্থান করলেন এবং তাদেরকে খাদ্যসামগ্রী প্রদান করে ফিরে এসে বললেন, يا أسلم الجوع الذى أسهرهم وأبكاهم 'আসলাম! ক্ষুধায় তাদেরকে জাগ্রত করে রেখেছিল এবং কাঁদিয়েছিল'।[১৪] এরূপ জবাবদিহিতা ও দায়িত্বানুভূতির মানসিকতা গড়ে উঠলে দুর্নীতি এমনিতেই বিদায় নিবে।

৬. **সম্পদ সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনঃ** অর্থের প্রতি অতিরিক্ত মোহ মানুষকে দুর্নীতির পথে ধাবিত করে। দুর্নীতির মাধ্যমে মানুষ অগাধ ধন-সম্পদ অর্জন করে ভোগ-বিলাসের সমুদ্রে গা ভাসিয়ে দেয়। অথচ মানুষ ভুলে যায় যে, পরকালে তার সম্পদ অর্জনের উৎস ও ব্যয়খাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে এবং সঠিক উত্তর না দেয়া পর্যন্ত এক ধাপও সামনে অগ্রসর হ'তে দেয়া হবে না।[১৫] মহানবী (ছাঃ) তাই সম্পদ সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন সাধন করেন। তিনি বলেন,

لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ

'ধনী হওয়া সম্পদের প্রাচুর্যের নাম নয়; বরং প্রকৃত সম্পদশালী সেই, যার অন্তর সম্পদশালী'।[১৬] এজন্য বাংলা

১২. *মুসলিম (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১৪৫৯।*
১৩. *হাফেয ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (কায়রোঃ দারুর রাইয়ান লিত-তুরাছ, ১৪০৮হিঃ/১৯৮৮ খৃঃ), ৭ম খণ্ড, পৃঃ ১৪১।*
১৪. *ঐ, ৭/১৪০-৪১।*
১৫. *তিরমিযী (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল-ইলমিইয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৫২৯; মিশকাত হা/৫১৯৭ 'মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়।*
১৬. *বুখারী, ৭ম খণ্ড, পৃঃ ২২৯ হা/৬৪৪৬ 'মনগলানো উপদেশমালা' অধ্যায়; মিশকাত হা/৫১৭০।*

www.ahlehadeethbd.org

প্রবাদে বলা হয়েছে, 'ধনের মানুষ অপেক্ষা মনের মানুষ বড়' বা 'ধনের মানুষ মানুষ নয়, মনের মানুষই মানুষ'।

৭. **পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিতকরণ ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টিঃ** পার্থিব জগতের ক্ষণস্থায়ী জীবনের পরে রয়েছে স্থায়ী, অনাদি, অনন্ত আখিরাতের জীবন। সে জীবনের তুলনায় এ নশ্বর জীবন নিতান্তই তুচ্ছ, নগণ্য। রাসূল (ছাঃ) বলেন, وَاللهِ مَا الدُّنْيَا فِى الْآخِرَةِ إِلاَّ مِثْلُ مَا يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ إِصْبَعَهُ فِى الْيَمِّ، فَلْيَنْظُرْ بِمَ يَرْجِعُ. 'আল্লাহ্‌র কসম! আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার উদাহরণ হ'ল, যেমন তোমাদের কেউ মহাসাগরের মধ্যে নিজের একটি অঙ্গুলি ডুবিয়ে দেয়, এরপর সে লক্ষ্য করে দেখুক উহা কি (পরিমাণ পানি) নিয়ে আসল'।[১৭]

জাবের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটা কানকাটা মৃত বকরীর বাচ্চার নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে বললেন, 'তোমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যে একে এক দিরহামের বিনিময়ে ক্রয় করতে পসন্দ করবে'? ছাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'আমরা তো একে কোন কিছুর বিনিময়েই ক্রয় করতে পসন্দ করব না'। তখন তিনি বললেন, فَوَاللهِ لَلدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللهِ مِنْ هَذَا عَلَيْكُمْ. 'আল্লাহ্‌র কসম! এটা তোমাদের কাছে যতটুকু নিকৃষ্ট, আল্লাহ্‌র কাছে দুনিয়া এর চেয়েও নিকৃষ্ট'।[১৮]

তিনি আরো বলেন, اَلدُّنْيَا سِجْنٌ لِلْمُؤْمِنِ وَجَنَّةٌ لِلْكَافِرِ 'দুনিয়া মুমিনের জন্য জেলখানা আর কাফেরের জন্য জান্নাত'।[১৯] এভাবে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মানুষদেরকে পরকালীন চেতনায় উজ্জীবিত করে তাদের অন্তরকে পরিশুদ্ধ করার মাধ্যমে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রে নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করে দুর্নীতি প্রতিরোধ করেছিলেন।

৮. **আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয়ের প্রতি উৎসাহ দানঃ** সম্পদের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ মানুষকে দুর্নীতিবাজ করে গড়ে তুলে। অপরদিকে আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় করলে অন্তর কলুষমুক্ত হয়, অর্থের প্রতি মোহ কেটে যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাইতো আল্লাহ্‌র পথে সম্পদ ব্যয়ের প্রতি অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি বলেছেন,

مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِىْ سَبِيْلِ اللهِ كُتِبَتْ لَهُ سَبْعُمِائَةِ ضِعْفٍ.

'যে আল্লাহ্‌র পথে একটি জিনিস দান করল, তার জন্য সাত শত গুণ ছওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে'।[২০]

৯. **সূদ-ঘুষ নিষিদ্ধকরণঃ** সূদ-ঘুষ কোন সমাজ বা দেশে বিদ্যমান থাকলে সে সমাজ বা দেশ থেকে দুর্নীতি দূর করা বা প্রতিরোধের চিন্তা করা বোকার স্বর্গে বাস করার নামান্তর। তাই দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে হ'লে সরকারীভাবে সূদ-ঘুষ নিষিদ্ধ করতে হবে।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুষদাতা ও গ্রহীতার প্রতি অভিসম্পাৎ করেছেন।[২১] জাবের (রাঃ) হ'তে অন্য আরেকটি হাদীছে বর্ণিত আছে, রাসূল (ছাঃ) সূদখোর, সূদদাতা, সূদের দলীল লেখক এবং সূদের সাক্ষীদ্বয়ের উপর অভিশাপ করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এও বলেছেন যে, (গোনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার ক্ষেত্রে) তারা সকলেই সমান'।[২২] তাছাড়া হারাম জিনিস বিক্রয়, মজুদদারী, মুনাফাখোরী, চোরাকারবারী ইত্যাদি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করে অর্থনৈতিক দুর্নীতির পথ বন্ধ করতে হবে।

উপসংহারঃ

পরিশেষে দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, বর্তমান সমাজে যার অর্থ বেশী, সেই বেশী সম্মানিত। অথচ অর্থ নয়; তাক্বওয়া বা আল্লাহভীতিই প্রকৃত সম্মানের মানদণ্ড। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَتْقَاكُمْ 'তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকট অধিক সম্মানিত যে বেশী আল্লাহভীরু' *(হুজুরাত ১৩)*। মহানবী (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ اللهَ لاَ يَنْظُرُ إِلَى صُوَرِكُمْ وَلاَ أَمْوَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوْبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ.

'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের চেহারা ও মাল-সম্পদের দিকে তাকাবেন না। বরং তিনি দেখবেন তোমাদের অন্তঃকরণ ও তোমাদের আমলসমূহ'।[২৩] অতএব দুর্নীতি প্রতিরোধের জন্য আল্লাহভীতিই সবচেয়ে প্রধান হাতিয়ার। দুর্নীতি প্রতিরোধের যত ফর্মূলাই পেশ করা হোক না কেন নাগরিকদের মনে আল্লাহভীতি ও পরকালে মহান প্রভুর কাছে জবাবদিহিতার মন-মানসিকতা না গড়ে উঠলে দুর্নীতি প্রতিরোধ আদৌ সম্ভব নয়।

---

১৭. *মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২১৯৩; মিশকাত হা/৫১৫৬।*
১৮. *মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৭২; মিশকাত হা/৫১৫৭।*
১৯. *মুসলিম, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২২৭২; মিশকাত হা/৫১৫৮।*
২০. *তিরমিযী, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৪৩-৪৪; আলবানী, ছহীহ তিরমিযী হা/১৩২৬, হাদীছ ছহীহ; মিশকাত হা/৩৮২৬।*
২১. *আবু দাঊদ, ইবনু মাজাহ; মিশকাত হা/৩৭৫৩ 'নেতৃত্ব ও বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ; আলবানী, ছহীহ আবূদাঊদ হা/৩০৫৫ 'বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়।*
২২. *মুসলিম, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ১২১৯; মিশকাত হা/২৮০৭ 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, 'সূদ' অনুচ্ছেদ।*
২৩. *ঐ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯৮৭; মিশকাত হা/৫৩১৪ 'মনগলানে উপদেশমালা' অধ্যায়।*

www.ahlehadeethbd.org

যুক্তরাষ্ট্রের স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক বিপর্যয়

*জর্জ সোর্স**

ভাষান্তরঃ খন্দকার মুহাম্মাদ হামীদুল্লাহ।

- আমেরিকার ঋণের পরিমাণ ৮১ ট্রিলিয়ন ডলার।
- যুক্তরাষ্ট্রের সমুদয় ঋণ পরিশোধ করতে সমগ্র পৃথিবীকে তিন বার জন্ম নিতে হবে।
- ২৩ মে ২০০৪ ভোর ৩-টা ৪৭ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে মার্কিন জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন, ১৯১ বিলিয়ন, ২৪৬ মিলিয়ন, ৫০৮ দশমিক ৬৯ ডলার।
- ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে দৈনিক বর্ধমান ঋণের হার ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঋণের সর্ববৃহৎ পরিমাণ।
- ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলারে।
- ২০০০ সালে মার্কিন ঋণের পরিমাণ ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ের পরিমাণের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।
- ২০০১ এবং ২০০২-এ মার্কিন ঋণের পরিমাণ ৪২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়।
- যা ২০০৩-এ ৫৫৫ বিলিয়নের কোটা ছুঁয়েছে।
- বিভিন্ন সেক্টরে কেবল মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণী।
- যার সরল অর্থ দাঁড়ায়, প্রত্যেক মার্কিন আবালবৃদ্ধ বনিতা গড়ে ১ লাখ ২৮ হাযার ৫৬০ ডলার পরিমাণে ঋণী।
- দেউলিয়া হয়ে যাওয়া ৪টি বৃহৎ মার্কিন কোম্পানীঃ (১) ইউ এস এয়ারলাইন্স (২) ওয়ার্ল্ড কম (৩) লুসেন্ট টেকনোলজি ও (৪) এম সি আই।
- দেশের বাইরের ও অভ্যন্তরীণ ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ট্রাস্ট ফান্ড থেকে ঋণের সর্বমোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে।
- সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য ৭ ট্রিলিয়ন এবং মার্কিন জনগণের চিকিৎসা খাতে খরচের জন্য ৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ অবশ্য এই হিসাবের বাইরে।
- সূদের উপর চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকা সূদ ৭ ট্রিলিয়ন থেকে এ অংক ৩৭ ট্রিলিয়নে পরিণত হয়েছে।
- মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, সোশ্যাল সিকিউরিটি ও চিকিৎসা খাতের ঋণ একত্রিত করা হ'লে এ অংক দাঁড়ায় ৫২.৬ ট্রিলিয়নে।

** জর্জ সোর্সঃ একজন ইয়াহুদী ইকোনমিস্ট (Economist), যাকে 'শেয়ার বাজারের গডফাদার' ও বলা হয়। আমেরিকার সর্বসাম্প্রতিক অর্থনৈতিক বিপর্যয় সম্পর্কে তিনি খুব মজার মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, 'ইরাক আমেরিকার দাবা বোর্ডে সর্বশেষ খেলা হিসাবেই প্রমাণিত হ'ল। আমেরিকা যদি ইরাকে থাকে, তাহ'লে নিহত হবে আর যদি ফিরে আসে তাহ'লে মরে যাবে'।*

পৃথিবীতে সমুদয় অপকর্ম, দুর্নীতি, নাশকতা এবং ধ্বংসযজ্ঞের চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী নামকরণে আমেরিকার জুড়ি নেই। এটি সর্ববাদী সত্য। ধরুন- যদি কোন মুসলমান কোন মার্কিনীকে একটু আড়চোখে দেখে, ব্যস! মার্কিনীদের কাছে সেটি বরাবরই টেররিজম-সন্ত্রাসবাদ। কিন্তু যদি কোন মার্কিনী ১০-২০ জন মুসলমানকে হত্যাও করে ফেলে তাহ'লে মার্কিন মিডিয়া তাকে War Encounter কিংবা Success নামে অভিহিত করবে। অনুরূপভাবে ইরাকে মার্কিন সৈন্যরা ইরাকী নারীদের উপর যেসব বীভৎস যৌন নিপীড়ন চালিয়েছে সেটাকে বিশ্ববাসীর সামনে কৌশলে উপস্থাপনের জন্য এক নতুন পরিভাষা আবিষ্কার করেছে পেন্টাগন। অর্থাৎ এটি ধর্ষণ নয় বরং যুদ্ধকালীন দুর্ঘটনা। অতিসম্প্রতি আবু গারিব কারাগারে নগ্নীরবিহীন পাশবিক নির্যাতনের চিত্র দুনিয়াবাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে। খোদ মার্কিন মিডিয়া জগতে এ ব্যাপারে তুমুল হুলস্থুল পড়ে গেছে। কিন্তু রামসফেল্ড যখন মিডিয়ার সামনে হাযির হ'লেন, সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি আবুগারিব জেলের কয়েদীদের উপর পরিচালিত নির্যাতনের ব্যাপারে 'টর্চার' শব্দের পরিবর্তে Abuse শব্দ ব্যবহার করেন। ঠিক একই দিন সন্ধ্যায় প্রেসিডেন্ট বুশও এই ঘটনাকে 'নির্যাতন'-এর পরিবর্তে 'বাড়াবাড়ি' বলে অভিহিত করেন। সুতরাং এটি আশ্চর্যের বিষয় যে, মার্কিনীরা অন্যদের বেলায় অত্যন্ত রূঢ়, ভয়ানক, বীভৎস ও বিষাক্ত শব্দ প্রয়োগ করে। পক্ষান্তরে নিজেদের অত্যন্ত ঘৃণ্য, ভয়ঙ্কর ও কুৎসিত অপকর্মকে চানক্যপূর্ণ শব্দের মারপ্যাঁচে একটি সুন্দর আবরণের আড়াল করে রাখে। এ কৌশলে মন্দকে ভাল বলে চালিয়ে দেয় বা চালিয়ে দিতে সচেষ্ট হয়। উদাহরণ হিসাবে ইরাকের মসজিদগুলোর ব্যাপারটি উপস্থাপন করা যায়। এক বছর ধরে ইরাকে নির্বিচারে বোমাবৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে। যখন কোন মসজিদ আগ্রাসী মার্কিন ও জোট বাহিনীর গোলা বা বোমার আঘাতে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ হয়ে যায়, তখন আমেরিকা বলে, মসজিদের সামান্য অংশ বিধ্বস্ত হয়েছে। তারা কখনো স্বীকার করে না যে, পুরো মসজিদ ধ্বংস হয়ে গেছে, মসজিদ ধ্বংস করে দেয়া হয়েছে বা গুঁড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

বর্তমানে আমেরিকা স্মরণকালের ভয়াবহ অর্থনৈতিক সঙ্কটকাল অতিক্রম করছে। এই অর্থনৈতিক সঙ্কটের উত্থান-পতন পরিমাপের জন্য আমেরিকা একটি চার্ট বানিয়ে রেখেছে, যার নাম 'U.S. National Debt Clock' লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে মার্কিন বিশেষজ্ঞরা নিজেদের ধ্বংসকেও কত সুন্দর নাম দিয়েছে। কিন্তু সুন্দর নাম দিলেই ধ্বংস কখনো সাফল্যে রূপান্তরিত হয় না। ধ্বংস ধ্বংসই রয়ে যায়। চার্ট বা ক্লকটি প্রতি সেকেন্ডে মার্কিন ঋণের ক্রমবর্ধনের হিসাব সম্পর্কে তরতাজা রিপোর্ট জানাচ্ছে। আমি ২৩ মে ২০০৪ ইং ভোর ৩-টা ৪৭ মিনিট ৫৪ সেকেন্ডে 'ইউ এস ন্যাশনাল ডেবট ক্লক'-এর সাথে ইন্টারনেটে সংযোগ নিই। তখন চার্টে ঋণের সংখ্যাটি ছিল

www.ahlehadeethbd.org

৭,১৯১,২৪৬,৫০৮.৬৯ ডলার। অর্থাৎ ২৩ মে ২০০৪ ভোর ৩-টা ৪৭ মিনিট ৫৯ সেকেন্ডে মার্কিন জাতীয় ঋণের পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন, ১৯১ বিলিয়ন, ২৪৬ মিলিয়ন, ৫০৮ দশমিক ৬৯ ডলার। এই চার্ট মতে, তখন আমেরিকার নাগরিক সংখ্যা ২৯ কোটি ৪১ লাখ ১৮ হাযার ৯শ' ৩৫ জন। ২৩ মে ২০০৪ ভোর ৩-টা ৫৯ মিনিটে প্রতিটি মার্কিন নাগরিক ২৪ হাযার ৪শ' ৫০.৩৭ ডলার ঋণী ছিলেন। ৩০ সেপ্টেম্বর ২০০৩ থেকে প্রতিদিন ১.৭৩ বিলিয়ন ডলার হারে ঋণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে ঋণের সর্ববৃহৎ পরিমাণ।

বিগত চৌদ্দ বছর যাবৎ আমেরিকা ইতিহাস গড়া, বিস্ময়কর পরিমাণে ঋণের সাথে মরণপণ পাঞ্জা লড়ছে। ১৯৯০ সালের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্রের ঋণের পরিমাণ যখন ২.৮ ট্রিলিয়ন ডলারে গিয়ে দাঁড়ায়, তখন বিশ্বের হাটে আমেরিকার হাঁড়ি ভেঙ্গে যায়। দুনিয়াজুড়ে তোলপাড় শুরু হয়ে যায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা ছিল, এটি আমেরিকার ইতিহাসে সর্ববৃহৎ ঋণের পরিমাণ বিধায় ঋণের চাপে আমেরিকা সহসা থেঁতলে যাবে। কিন্তু আমেরিকান বিশেষজ্ঞদের এটি জানা ছিল না যে, ঋণের আরো বৃহৎ সংখ্যাগুলো লাইন ধরে অপেক্ষা করছে এবং ইতিহাস সবেমাত্র শুরু। পিলে চমকানো আরো নতুন নতুন রেকর্ড সামনে আসছে। ইতিহাস তো ষোলকলায় পূর্ণ হবে আরো কয়েক বছর পর।

সুতরাং ২০০০ সালে মার্কিন ঋণের পরিমাণ ১৯৯০-এর মাঝামাঝি সময়ের পরিমাণের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে যায়। ২০০১ এবং ২০০২-এ মার্কিন ঋণের পরিমাণ ৪২০ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়, যা ২০০৩-এ ৫৫৫ বিলিয়নের কোটা ছুঁয়েছে। ২০০১ সালের ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টার ধ্বংসের পূর্ব পর্যন্ত মার্কিন প্রশাসনের বক্তব্য ছিল, সরকারের কাছে ৫৫৭ বিলিয়ন ডলার উদ্বৃত্ত আছে। কিন্তু এ দাবীর বিপরীত এই চার বছরে ঋণের পরিমাণে ৪৪৮ বিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। ফলে আমেরিকান সেই 'ছকে' এক ট্রিলিয়ন ডলার গ্যাপ হয়ে গেল। ২০০২-০৩ সালে এই ঋণে আরো অতিরিক্ত এক ট্রিলিয়ন ডলার বৃদ্ধি পায়। এই হিসাব কেবল কেন্দ্রীয় সরকার বা ফেডারেল গভর্ণমেন্টের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতপক্ষে ও চূড়ান্ত হিসাবে মার্কিনীদের ঋণের পরিমাণ আরো অনেক বেশী।

বিভিন্ন সেক্টরে কেবল কেন্দ্রীয় সরকার ৩৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণী। যার সরল অর্থ দাঁড়ায়, প্রত্যেক মার্কিন আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা গড়ে ১ লাখ ২৮ হাযার ৫৬০ ডলার পরিমাণে ঋণী। মার্কিন অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে প্রকাশিত হিসাব ও পরিসংখ্যান মতে, যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ১.৫ ট্রিলিয়ন ডলার, অভ্যন্তরীণ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে নেয়া ঋণ ২.৫ ট্রিলিয়ন ডলার এবং ট্রাষ্ট ফান্ড থেকে নেয়া ঋণের পরিমাণ ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। সর্বমোট এ ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ৭ ট্রিলিয়ন ডলারে। আমেরিকাকে এই ঋণ অবশ্যই পরিশোধ করতে হবে।

আমেরিকার বিভিন্ন স্টেট ও লোকাল গভর্ণমেন্টগুলোর ঋণের পরিমাণ ১.৬ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। সোশ্যাল সিকিউরিটির জন্য ৭ ট্রিলিয়ন এবং মার্কিন জনগণের চিকিৎসা খাতে ৭ ট্রিলিয়ন ডলার ঋণ অবশ্য এই হিসাবের বাইরে। প্রতিবছর যুক্তরাষ্ট্র তার বেকারদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নামে বেকার ভাতা দিয়ে আসছে। মার্কিন নাগরিকদের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা বিষয়ক খরচ রাষ্ট্রকেই বহন করতে হয়। এ অর্থ মার্কিন সরকার বিভিন্ন ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে খরচ করে সুদের উপর চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়তে থাকা সূদ ৭ ট্রিলিয়ন থেকে এ অংক ৩৭ ট্রিলিয়নে পরিণত হয়েছে। এবার আমরা যদি মার্কিন কেন্দ্রীয় সরকার, প্রাদেশিক সরকার, সোশ্যাল সিকিউরিটি ও চিকিৎসা খাতের ঋণ একত্রিত করি তাহ'লে এ অংক দাঁড়ায় ৫২.৬ ট্রিলিয়নে। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের কর্মচারীদের পেনশন, মেডিকেল বিল, ঘাটতি বাজেটের ঋণ এ হিসাবের বাইরে।

এমনটি মনে করার কারণ নেই যে, ৫২.৬ ট্রিলিয়ন ঋণ পরিশোধ করতে পারলেই আমেরিকা পার পেয়ে গেল। তার কাঁধে এছাড়াও আরো অন্যান্য ঋণের বিশাল বোঝা রয়ে গেছে। হাউস হোল্ড সেক্টরে ১৯.৪ ট্রিলিয়ন, বিজনেস সেক্টরে ৭.৪ ট্রিলিয়ন, ফিনান্সিয়াল সেক্টরে ১১.৪ ট্রিলিয়ন এবং সূদ খাতে ৭০০ বিলিয়ন ডলার অর্থ পরিশোধ করতে হবে। এই ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৮.৯ ট্রিলিয়ন ডলার। যদি আমরা সরকারী এবং প্রাইভেট সেক্টরের ঋণকে একত্রিত করি তবে এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৮১.৫ ট্রিলিয়ন ডলারে। এই ঋণের আকার কত বৃহৎ তা অনুমান করার জন্য বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বর্তমানে পুরো দুনিয়ার সমুদয় সম্পদের পরিমাণ ২৫ ট্রিলিয়ন ডলার। তাছাড়া পৃথিবী তার বর্তমান সম্পদ ১০ হাযার বছরে উপার্জন করেছে। যদি সমগ্র পৃথিবী তার সমস্ত সম্পদ একত্রিত করে আমেরিকার হাতে তুলে দেয় তখনো কেবল এই ঋণের এক-তৃতীয়াংশই পরিশোধ করা সম্ভব। সুতরাং যদি পৃথিবী তিনবার জন্ম গ্রহণ করে তবে আমেরিকার এই ঋণ পরিশোধ করতে সক্ষম হবে।

এই ঋণের পাহাড়কে আমরা আরেকটি মানদণ্ডের দর্পণে দেখতে পারি। বর্তমানে পৃথিবীর সমুদয় তেলকে এই মুহূর্তে উত্তোলন করে বিক্রি করলে এর মূল্য দাঁড়াবে ৫ ট্রিলিয়ন ডলার। সুতরাং পৃথিবী যদি তেলের বিনিময়ে আমেরিকার ঋণ পরিশোধ করতে চায়, তাহ'লে পৃথিবীকে তার খনিজ তেলকে ১৬ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। পৃথিবীতে সকল খনির সমস্ত স্বর্ণ এখনি বের করে বিক্রি করলে মূল্য পাওয়া যাবে ৩ ট্রিলিয়ন ডলার। দুনিয়া যদি স্বর্ণের বিনিময়ে মার্কিনীদের ঋণ শোধ করতে চায় তবে এই খনিজ সম্পদ আরো ২৭ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। পৃথিবীর তাবৎ শেয়ার বাজারের Velum একত্রিত করলে হবে ১৮

www.ahlehadeethbd.org

ট্রিলিয়ন ডলার। এ ঋণ শোধ করতে স্টক এক্সচেঞ্জ Velum-কে সাড়ে চারগুণ বৃদ্ধি করতে হবে। আর এ বৃদ্ধি যোগান দিতে পৃথিবীর মানুষকে ৪০ হাযার বছর কাজ করতে হবে। পুরো দুনিয়ার ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পদের পরিমাণ ৭ ট্রিলিয়ন ডলার। যদি পৃথিবী এ সিদ্ধান্ত নেয় যে, আমরা ইন্ডাস্ট্রিজের সম্পদে এ ঋণ পরিশোধ করব, তাহ'লে পৃথিবীকে এই সম্পদের ১২ গুণ বৃদ্ধি করতে হবে। বর্তমানে সারা পৃথিবীর মানব সংখ্যা হচ্ছে ৬ বিলিয়ন। যদি পৃথিবীর সকল মানুষ একমত হয়ে আমেরিকার ঋণ শোধ করতে চায়, প্রত্যেকের ঘাড়ে মাথাপিছু ১৩ হাযার ৬৯৪ ডলার পড়বে। পাকিস্তানী মুদ্রায় এর সংখ্যা দাঁড়াবে ৮ লাখ ২১ হাযার ৬৪০ রূপী (বাংলাদেশী মুদ্রায় ৯ লাখ ৩১ হাযার ১৯২ টাকা)। অর্থাৎ দুনিয়ার প্রত্যেক মানুষের মাথাপিছু গড়ে ৮ লাখ ২১ হাযার ৬৪০ রূপী সঞ্চয় করতে পারলে পরে মার্কিনীদের এই ঋণের পাহাড় পরিশোধ করা যাবে।

এবার মার্কিন মুলুকের বেকারত্বের তুফানের দিকে একবার নযর দেয়া যাক। এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্রের বেকারত্বের চার্ট শীর্ষবিন্দু ছুঁয়ে যাচ্ছে। এই প্রথম আমেরিকার ইতিহাসে বেকারত্বের মাত্রা ৫.৬ এবং ৫.৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। বর্তমানে আমেরিকার ৮২ লাখ লোক বেকার। এরা সেসব লোক যারা দীর্ঘদিন ধরে কর্মস্থলে যথারীতি উপার্জন করে এসেছেন। কিন্তু জনজীবনে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, শিল্প-বাণিজ্যে ধস তাদের বেকারত্বের অন্ধকারে নিক্ষেপ করে। এ মুহূর্তে আমেরিকায় ৫% যুবক, ৫% যুবতী ১৬.৯% কিশোর শ্রমিক, ৪.৯% শ্বেতাঙ্গ, ৯.৭% কৃষ্ণাঙ্গ, ৭.২% ল্যাটিন, ৪.৪% এশিয়ান বাসিন্দা বেকার। সম্প্রতি প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের এক রাষ্ট্রীয় জরিপ মতে, বিগত মাত্র ২৭ সপ্তাহে ৮৮ হাযার এমন লোকের তালিকা পাওয়া গেছে, যারা দীর্ঘদিন ধরে বেকারত্বের কষাঘাতে জর্জরিত হ'তে হ'তে পারিবারিকভাবে অনাহারের পর্যায়ে চলে এসেছে।

বাকি রইল বাণিজ্যিক ধস। বিগত মার্চে মার্কিন বাণিজ্য খাতকে ৪৬ মিলিয়ন ডলার ঘাটতির ধকল সইতে হয়েছে। আগের মাসে এ ঘাটতিতে ৩.৯ বিলিয়ন ডলারের Shirt Fall হয়েছে। মার্কিন মুলুকের জীবনপ্রবাহ ও অর্থনীতির এটাই হালচিত্র।

আমেরিকার এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের কারণঃ

আমেরিকার এই অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মূল কারণ ২টি। যথাক্রমে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনধারা, মানদণ্ড এবং দুনিয়ার সাথে আমেরিকার দীর্ঘদিনের সাংঘর্ষিক অবস্থা। আমেরিকাকে আবিষ্কারের পীঠস্থান হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। পৃথিবীর আবিস্কৃত যেকোন নতুন জিনিস সর্বপ্রথম মার্কিন জনগণই ব্যবহারের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। সুতরাং মার্কিনীদের সীমাতিরিক্ত জীবনবিলাসিতা, অত্যধিক আয়েসি ও বিলাসপ্রিয় করে তুলেছে। এসব লোক ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে থাকে আর ব্যাংক সরকার থেকে আবার সরকার ব্যাংক থেকে। সুতরাং ঋণের উপর ঋণের এক বিশাল পাহাড় গড়ে ওঠে। সূদের উপর নির্মিত হ'তে থাকে সূদের পিরামিড। এভাবে আমেরিকা ঋণের সমুদ্রে আকণ্ঠ ডুবে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আমেরিকা যুদ্ধকে রীতিমত শিল্পে রূপ দেয়। মার্কিন লিবার্টি একের পর এক যুদ্ধাস্ত্রের মেশিন আবিষ্কার করতে থাকে। বর্তমান দুনিয়ায় প্রতি বছর ৮০০ বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র বেচাকেনা হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্র অস্ত্র ব্যবসার স্বার্থে দুনিয়াব্যাপী দু'শ' যুদ্ধের বাজার খুলেছে। এই বাজারগুলোতে একের পর এক রমরমা অস্ত্র বেচাকেনা হ'তে থাকে। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল আমেরিকার প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই ময়দানে যুক্তরাষ্ট্র একক ও একা হয়ে পড়ে। ফলে সে নিজেই অযাচিতভাবে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে ঋণ দেয় এবং সে ঋণের অর্থে অস্ত্র কিনতে প্ররোচিত করে। আমেরিকার ইচ্ছে ও খেয়াল-খুশি মতো তারাও অনুপ্রাণিত হয়ে অস্ত্র কিনতে থাকে। এমনকি এক পর্যায়ে এসব অস্ত্র খোদ আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহার হ'তে শুরু করে। ফলে বাধ্য হয়ে আমেরিকাকে এই ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের লাগাম টেনে ধরার চিন্তা করতে হয়। উপায়ান্তর না দেখে আমেরিকা অস্ত্রের রপ্তানী সীমিত পর্যায়ে নিয়ে আসে। কিন্তু আমেরিকাকে আবার এ শিল্প টিকিয়েও রাখতে হবে বিধায় এই শিল্পকে পৃষ্ঠপোষকতা ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা সে দিতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে তার প্রতিরক্ষা বাজেটের আকার স্বাভাবিকভাবেই বড় হ'তে থাকে। এই বাজেটকে Justify করার জন্য আমেরিকাকে আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলা করতে হ'ল, অতঃপর এই হামলা আমেরিকাকে নিয়ে ধসে যেতে থাকে। ব্যস! আফগানিস্তান ও ইরাকে হামলার প্রতিক্রিয়া হিসাবে মার্কিন মুলুকে প্রতিশোধমূলক নাগরিকদের অতিরিক্ত ও বিশেষ নিরাপত্তার স্বার্থে নতুন বাজেট যোগ হয়। এক জরিপের তথ্যমতে, বর্তমানে আমেরিকার প্রত্যেক নাগরিকের নিরাপত্তার জন্য রাষ্ট্রকে ১০ থেকে ১৫ হাযার ডলার ব্যয় করতে হচ্ছে। নিরাপত্তামূলক এই ব্যবস্থার একটি নেতিবাচক দিকও সামনে চলে এসেছে। পুঁজিপতিরা বিনিয়োগ থেকে ক্রমশ হাত গুটিয়ে নিতে শুরু করেছে। শিল্প ও বাণিজ্যের গতি দিন দিন মন্থর হ'তে হ'তে স্থবির হওয়ার উপক্রম। অর্থনৈতিক মন্দা ব্যাপক রূপ ধারণ করে। ফলে আমেরিকার পুরো ব্যবসা জগতে পতনের হাওয়া লাগে। বেকারত্বের ফলে সোশ্যাল সিকিউরিটির উপর চাপ বাড়তে থাকে। ত্রাস যেন বাড়িয়ে দিল সুস্থতার বাজেট। সর্বোপরি আমেরিকার জীবনযাত্রা এমন এক বিপদ সংকুল গলিতে প্রবেশ করেছে যেখান থেকে বেরিয়ে আসা কেবল দুঃসাধ্যই নয় রীতিমত অসম্ভব।

॥ সংকলিত ॥

www.ahlehadeethbd.org

সাময়িক প্রসঙ্গ

আইন মানুষের জন্য, মানুষ কার জন্য?

*শামসুল আলম**

প্রত্নতত্ত্ববিদদের ধারণা, আদিযুগে মানবকূলের বসবাস ছিল বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত, গাছ-পালা, গুহার মত বিভিন্ন দুর্গম স্থানে। বগুড়ার কারুপল্লীর 'আদিম গুহায়' প্রবেশ করলে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যাবে। সে যুগে তাদের ছিল না নির্দিষ্ট কোন বসবাসের স্থান, ছিল না জীবন পরিচালনার কোন নিয়ম-কানূন, ছিল না সমাজ ব্যবস্থা এবং কোন আইন-আদালত। এককথায় তারা ছিল উচ্ছৃংখল, বর্বর, অসভ্য ও অসামাজিক। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে মানব জাতি সমাজবদ্ধভাবে বসবাস শুরু করে। তখন থেকে মানুষ কিছুটা সভ্য হ'তে আরম্ভ করলেও ইসলাম আগমনের পূর্বে জাহিলিয়াতের সেই গাঢ় অন্ধকার যুগটি ছিল আরও বর্বরতা, হিংস্রতা ও অমানবিকতায় পরিপূর্ণ। তবে তারা গোত্রের নিয়মানুযায়ী অন্তত সমাজপতি বা গোত্রপ্রধানদের মেনে চলত। এ নিয়ম বা আইন মানতে তারা নিজ স্ত্রীকে অন্যের নিকট সমর্পন ও নিজ কন্যা সন্তানকে জীবন্ত মাটিতে পুঁতে ফেলতেও দ্বিধা করত না। কিন্তু সে যুগের হিসাবে আজকের বিশ্ব শিক্ষা-দীক্ষায় জ্ঞান-বিজ্ঞানে, সভ্যতা ও মানবতায় হাযারগুণ এগিয়ে। এজন্য বিশ্বপরিমণ্ডলে প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রে আছে মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার নির্দিষ্ট নিয়ম-কানূন, আইন-আদালত ও সামাজিক রীতিনীতি। এখানে কেউ কারো উপর করবে না অন্যায়-অত্যাচার ও নিপীড়ন-নির্যাতন, কেউ কারো উপর করবে না অমানবিক আচরণ। কারণ সেই আদিম-প্রাচীন যুগের মানুষের সাথে আজকের এই সভ্য যুগের মানুষের বহু পার্থক্য রয়েছে। তারপরও চরম উন্নতির এই যুগে তথাকথিত বিশ্বমোড়ল নামধারী ইঙ্গ-মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী চক্র কর্তৃক সংঘটিত অসভ্য ও অমানবিক আচরণে সারা বিশ্বে যেমন মানবতা পদদলিত হচ্ছে, ঠিক তেমনিভাবে এদেশের রুগ্ন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার রোষাণলে পতিত হয়ে আজ মানবতা হাহাকার করছে।

অন্যায় শাসন ও শোষণের বেড়াজাল থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ তার স্বাধীনতার প্রায় তিন যুগ পূরণ করতে যাচ্ছে। কিন্তু স্বাধীনতার স্বাদ এ জাতি এখনো পায়নি। অথচ এদেশে আছে উর্বর জমি, প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ, দক্ষ জনশক্তি, অসংখ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আছে দুষ্টের দমন আর শিষ্টের লালনের জন্য দক্ষ প্রশাসন, বিচার-ব্যবস্থা আরও অনেক কিছু। রাষ্ট্রযন্ত্রের পাহাড় সম দুর্নীতিযুক্ত প্রশাসনের কথা বাদ দিলে এদেশের আপামর জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার শেষ ও একমাত্র আশ্রয়স্থল হ'ল আদালত। যেখানে সকল মানুষ তার নায্য অধিকার আদায়ের জন্য ছুটে যায় বিশাল আশা ও ভরসা নিয়ে। কিন্তু সেখানেও যদি আদালতের বিচারকগণ সঠিক বিচার না করেন তাহ'লে ঐ মানুষগুলি আর যাবে কোথায়? অথচ জাতির তিনটি চোখ (বিচারক, শিক্ষক ও সংবাদপত্র) বা বিবেকের মধ্যে বিচারকগণ হ'লেন শীর্ষে।

বিচারকগণের কাজ হ'ল সবকিছুর উর্ধ্বে থেকে মানুষের প্রতি সঠিক রায় প্রদান করা। তাঁদের নিকটে ধনী-গরীব, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধর্ম-বর্ণ-গোত্রের কোন পার্থক্য নেই; মন্ত্রী, এমপি, আমলা বলে কোন কথা নেই। এমপি, মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট পরিবর্তন হয়, দলীয় নোংরা শাসন ও সরকার পরিবর্তন হয়, কিন্তু একটি মহান আদালত বা আদালতের বিচারক পরিবর্তন হয় না। শেষ হয় না তাঁর নির্দিষ্ট দায়িত্ব। এ দায়িত্ব আল্লাহ পাক সবাইকে প্রদান করেন না। ক্বিয়ামতের ভয়াবহ দিনে যে সাত শ্রেণীর মানুষকে আল্লাহ তা'আলা আরশের ছায়া দিবেন তাদের মধ্যে এক শ্রেণী হ'ল ন্যায়পরায়ণ বিচারক।[১] একইভাবে সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকেও একজন বিচারকের মান-মর্যাদা রাষ্ট্রযন্ত্রের যে কোন ব্যক্তির চেয়ে অধিক। তাই বড় দুঃখ হয়, ভাবতে কষ্ট লাগে যখন একজন সাধারণ অপরাধীর মত কোন জ্ঞানী-গুণী, বিচক্ষণ ব্যক্তিত্ব, বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ প্রফেসরকে বছরের পর বছর ডাহা মিথ্যা অপবাদে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে অন্যায়, অমানবিক ও বিবেকহীনভাবে কারারুদ্ধ রাখা হয়। অথচ তাঁর আছে মহান পেশাগত দায়িত্বজ্ঞান ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যবোধ, আছে মান-মর্যাদা রক্ষার অধিকার, আছে তাঁর স্বাধীনভাবে চলাচল ও ধর্মীয় সভা-সমাবেশ করার অধিকার, আছে ব্যক্তি ও পারিবারিক জীবন পরিচালনার অধিকার। কিন্তু আজ দেড় বছরের অধিক সময় যাবৎ একজন নিরপরাধ ব্যক্তি দেশের একজন বরেণ্য শিক্ষাবিদ, জাতীয় ভিত্তিক দ্বীনী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতিমান প্রবীণ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব কেন ৫ ফুট প্রস্থের ঐ ছোট্ট প্রকোষ্ঠে মানবেতর জীবন যাপন করবেন? তিনি কেন অন্যায়ভাবে আটক থাকবেন? কেন তিনি নিরপরাধ হয়েও যামিন পাবেন না? এর নাম কি মানবাধিকার? একেই কি বলে আইন? আর এটাই কি আদালতের কাজ?

আইন (Law) কি ও কাকে বলে? আইন বিশারদগণ বিভিন্নভাবে আইনকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে সর্বশেষ ও অধুনা যুগে যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাহ'ল, 'একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের আইন প্রণেতাগণ (পার্লামেন্টারিয়ান) কর্তৃক প্রণীত ঐ রাষ্ট্রের জনবসতির

* শিক্ষক, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০১, 'ছালাত' অধ্যায়, 'মসজিদ ও ছালাতের স্থান' অনুচ্ছেদ।*

www.ahlehadeethbd.org

জন্য সুষ্ঠু-সুন্দর ও সুশৃংখলভাবে বসবাসের উপযোগী এবং দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালনের লক্ষ্যে রাষ্ট্রীয়ভাবে যে নিয়ম-কানূন লিখিত আকারে প্রকাশ করা হয় সেটাকে আইন (Law) বলে। আইন দু'ধরনের। একটি লিখিত এবং অন্যটি অলিখিত। বাংলাদেশে লিখিত আইন প্রযোজ্য। কিন্তু বৃটেনে অলিখিত আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। আইনের ইতিহাস বহু পুরাতন। অনেকের মতে, লিখিত আইনের প্রবর্তন হয় রোমে। উল্লেখ্য, রোম নগরীর পতন ঘটে খৃষ্টপূর্ব ৭৫৩ সালে। আর রোমানরা একটা আইন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে, যার প্রথম পর্যায় শেষ হয় খৃষ্টপূর্ব ৫৬৫ সালে সম্রাট জাষ্টিনিয়ানের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে।[১] রোমানরা ঐ সময় আইন ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি ঘটায়। এই আইনের ধারা পরবর্তীতে ইংল্যান্ডসহ পাশ্চাত্য দেশ সমূহে রপ্তানী হয়। আর আমাদের দেশে যে আইন ব্যবস্থা চালু হয় তার প্রায় সবই রোমান বা বৃটিশ আইন। যেমন- বাংলাদেশ দন্ড বিধি ১৮৬০ সালের ৬ই অক্টোবর, ফৌজদারী কার্যবিধির ভাষ্য ১৮৯৮ সালের ২২ই মার্চ, দেওয়ানী আইনের ভাষ্য ১৯০৮ সালের ২১ই মার্চ বৃটিশদের মাধ্যমে চালু হয়।

বাংলাদেশের আইন ও তার প্রয়োগঃ এ দেশের কোর্ট-কাচারীতে মূলতঃ বৃটিশ আইন চালু আছে। এ আইন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এ দেশের মানুষের জন্য ঐ আইন আর উপযোগী নয়। গত ৫ ডিসেম্বর '০৫ রাজধানীর একটি হোটেলে তথ্যমন্ত্রী এম. শামসুল ইসলাম একটি বইয়ের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, দেশে ভূমিজনিত মামলা-মোকদ্দমায় বছরে ৭২ হাযার কোটি টাকা নষ্ট হয়। সেকেলে আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতির সুযোগে হাযার হাযার মানুষকে কারাবরণ করতে হয়েছে বা হচ্ছে। বিনা বিচারে কোন অন্যায়ের সাথে জড়িত না থেকেও বছরের পর বছর জেলখানায় মানবেতর জীবন যাপন করছে অসংখ্য মানুষ, ধ্বংস হচ্ছে শত শত পরিবার। বাস্তুহারা হচ্ছে লাখো মানুষ। আবার একই কারণে খুনী-দোষী, দুর্নীতিবাজ, অপরাধীরাও জেল থেকে মুক্তি পেয়ে যাচ্ছে। সম্প্রতি দেশের সবচেয়ে আলোচিত ঘটনা হ'ল যে, ঢাকার জেলা আদালতের জনৈক বিচারক শাহ আলম ওরফে সুন্দর বাবুকে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেন। অথচ আদালতকে বলা হয় এই শাহ আলম (সুন্দর বাবু) সেই সন্ত্রাসী শাহ আলম নয়। তার পরিচয় ও ঠিকানা সম্পূর্ণ ভিন্ন। একই নাম হওয়ায় পুলিশ ভুল করে তাকে গ্রেফতার করেছে। এরপরও তার মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রেখে আদালত ঐ রায় দেন। পরে হাইকোর্ট থেকে তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে বেরিয়ে আসেন।

দেশ পরিচালনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ঠা নভেম্বর গৃহীত হওয়ার পর একই বৎসরের ১৬ই ডিসেম্বর থেকে যে আইন চালু হয় তার প্রয়োগ বা বাস্তবায়ন আমরা কতটুকু করতে পেরেছি? অদ্যাবধি আমরা এই গুরুত্বপূর্ণ সংবিধানকে পুরোপুরি সম্মান দেখানো তো দূরের কথা বহু মৌলিক ক্ষেত্রে একে বরং পদদলিত করেছি। যখন যে সরকার আসে জনগণের স্বার্থের দিকে না তাকিয়ে কেবল দলের স্বার্থে সংসদে বসেই সংবিধান সংশোধন করেন। অথচ ঐ সংবিধান প্রণীত হয়েছিল জনস্বার্থ রক্ষার্থে। আইন প্রণেতাগণ যথেচ্ছ আইন প্রণয়ন করে গেছেন কিন্তু আইনের সঠিক প্রয়োগ করতে প্রত্যেক সরকারই চরমভাবে ব্যর্থ হয়েছে। দু'একটি উদাহরণ দিলেই বুঝা যাবে- লাখাই উপযেলার মোকছেদপুর গ্রামে ২০০২ সালের একটি খুনের মামলায় হাসান আলীর ১ বছর ৮ মাস বয়সী পুত্র আবুল কাসেমকে ৩০ নং আসামী করা হয়। পিতার কোলে চড়ে এই শিশুকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়। ১ মার্চ ২০০৫ তারিখে পত্রিকায় প্রকাশিত আর একটি মর্মান্তিক ঘটনা হচ্ছে, চট্টগ্রামে ডাকাতি মামলার আসামী চারটি শিশু মা-বাবার কোলে চড়ে জামিন নিতে এসেছে আদালতে। ১ ও ৩ বছর, ৭ ও ৪ মাস বয়সী এসব শিশুকে ডাকাতি মামলার আসামী করেছে পুলিশ। বৃটিশ প্রণীত আইনের ত্রুটির কারণে মা-বাবার কোলে চড়ে এইসব নিষ্পাপ শিশুদের আদালতে আসতে হয় জামিন নিতে! পৃথিবীর কোন সভ্য সমাজে এ ধরনের ঘটনার নযীর আছে কি-না সন্দেহ।

আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণে জোট সরকার সবচেয়ে বেশী ব্যর্থ হয়েছে। কেননা এ সরকার জাতিকে সবচেয়ে বড় যে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিটি দিয়েছিল, তা হ'ল ক্ষমতায় গেলে তারা নির্বাহী বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করবে। এ ব্যাপারে তৎকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাস্তবায়নের দিকে অনেকটা এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু বিএনপি জোর করে তাদেরকে বাস্তবায়ন করতে দেয়নি। পরবর্তীতে ক্ষমতাসীন হয়ে দীর্ঘ পাঁচ বছরেও তারা তাদের সে অঙ্গীকার পূরণ করেনি। উপরন্তু তা বাস্তবায়নের নামে তারা সুপ্রীম কোর্টের রায়কে বৃদ্ধাঙ্গলি প্রদর্শন করেছে। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে প্রায় ২০ বার সময় নিয়েছে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করে চুরি, দুর্নীতি, জোর-যুলুম-অত্যাচার করে এরা পার পেয়ে গেল। অথচ সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগের ২২ ধারায় উল্লেখ আছে 'The state shall ensure the separation of the judiciary from the executive organs of the state' অর্থাৎ 'রাষ্ট্রের নির্বাহী অঙ্গসমূহ হ'তে বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ রাষ্ট্র নিশ্চিত করবেন'। তাহ'লে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে বুঝা যাচ্ছে যখন যারা ক্ষমতায় যাচ্ছে সংবিধান মেনে চলা তো দূরের কথা; বরং তারাই সংবিধান বারবার লংঘন করেছে। আর এই লংঘনের দায়-দায়িত্ব সাধারণ জনগণ ও জ্ঞানী-গুণীদের উপর বর্তাচ্ছে। কারণ বোমাবাজ ও দুর্নীতিবাজদের অপকর্মকে ঢাকার জন্য আজকের বিচার ব্যবস্থা যে জোট

www.ahlehadeethbd.org

সরকারের পিছন হাত দিয়ে পরিচালিত হয়েছে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়। এরপর আবার যারা ক্ষমতায় আসবেন তারাও যে একই পথে অগ্রসর হবেন না তার গ্যারান্টি কোথায়? তাহ'লে এই আইনের মূল্যায়ন কে করবে? এই আইন প্রণেতাগণের তথা এমপি-মন্ত্রী কিংবা প্রধানমন্ত্রী-প্রেসিডেন্টদের কি চার পয়সার মূল্য দিবে সচেতন দেশবাসী? শুধু তাই নয়, নিয়োগ, বদলি, প্রমোশন, আইন-শৃংখলা রক্ষার কাজে নিয়োজিত বাহিনীর অবৈধ হস্তক্ষেপ, দলীয় ক্যাডার বা দলীয় আশির্বাদ পুষ্ট লোকদের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা প্রদান ইত্যাদি কর্মকাণ্ড সরকারকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। এক্ষেত্রে নিয়ম-নীতির কোন বালাই নেই। যার কারণে দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে বাংলাদেশের প্রত্যেকটি সেক্টর। দুর্নীতিতে ৫ বার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব (!) অর্জন করেছে বাংলাদেশ।

প্রশ্নবিদ্ধ বিচার ব্যবস্থা! গত ১৮ ডিসেম্বর'০৪ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪২তম সমাবর্তনে 'সমাবর্তন বক্তা' হিসাবে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী ডঃ মাহাথির মুহাম্মাদ বলেন, 'আইনের শাসনের চেয়ে আমাদের বেশী প্রয়োজন ন্যায় বিচারের শাসন। আর আল-কুরআনের অনুসরণই এই ন্যায় বিচারকে নিশ্চিত করে। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে বর্তমানে আইনের শাসন একটি রাজনৈতিক শ্লোগানে পরিণত হয়েছে। তিনি আরও বলেন, মানবসৃষ্ট আইন পরিপূর্ণ নয় বলে বারবার এর সংশোধন প্রয়োজন হয়। তিনি বিচার ব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন, আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে মন্দ আইনবিদরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে বিচারপতি হয়ে যাচ্ছেন। কারণ তাদের সাথে রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ থাকে এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রভাব খাটিয়ে তারা সহজেই এই নিয়োগ পেয়ে যান। ফলে এ ধরনের বিচারপতিদের নিকট থেকে কখনই নিরপেক্ষ ও সঠিক বিচার আশা করা যায় না'। ডঃ মাহাথিরের দ্ব্যর্থহীন এই বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থাও এর আওতামুক্ত নয়। এরই জের ধরে অতি দুঃখ ও ক্ষোভের সাথে বলতে হয় সভ্যতার এই যুগে বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থাকেও নানাভাবে কলুষিত করা হয়েছে বা হচ্ছে। অযোগ্য ব্যক্তিকেও দলীয়ভাবে বিচারক নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। ফলে দেশে নযীরবিহীন রাজনৈতিক সংকটকালে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা নিয়োগের জন্য নিরপেক্ষ একজন প্রধান বিচারপতিকেও (অবঃ) জাতি খুঁজে পায়নি। এর চেয়ে লজ্জাকর আর কি হতে পারে? জাতির জন্য এটি এক বিরাট অশনি সংকেত! আর এ কারণেই কোন কোন বিচারক দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার পরিকল্পিত, সাজানো মিথ্যা মামলায় গ্রেফতারকৃত কোন আসামীর (?) জামিনের আবেদন নামঞ্জুর করে গোটা বিচার ব্যবস্থাকে আরও প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। জাতিকে করেছে হতাশাগ্রস্ত। যেমন- ২৬ জানুয়ারী'০৬ তারিখে দেশের অন্যতম প্রবীণ ও খ্যাতিমান অধ্যাপক, এদেশের কৃতী সন্তান আন্তর্জাতিক ইসলামী চিন্তাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের পক্ষ থেকে হাইকোর্টের একটি বেঞ্চে জামিন ধরা হয়েছিল। ঐ বিচারকগণ জামিন নামঞ্জুর করে যেভাবে দ্বিধাবিভক্ত রায় দিয়েছিলেন তার সারমর্ম এ রকম-

'আব্দুর রহমান ও বাংলাভাই যেহেতু আহলেহাদীছ এবং ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবও যেহেতু আহলেহাদীছের নেতা নন বলে প্রমাণিত হয় না, সেহেতু এই মামলায় ডঃ গালিবকে জামিন দেয়া হ'ল না'। এই হ'ল এদেশের সম্মানিত আদালতের সম্মানিত বিচারকের প্রদত্ত রায়। এই রায়েরই নাকি পদাংক অনুসরণ করছেন বর্তমানে দু'টি জায়গায় ঝুলে থাকা মামলা সংশ্লিষ্ট নিম্ন আদালতগুলি। অথচ এ ধরনের একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে শুধু জামিন কেন বেকসুর খালাশ প্রদানের যথেষ্ট যুক্তিসংগত এবং আইনগত কারণ রয়েছে। যেমন- গত ২৯ সেপ্টেম্বর'০৬ রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত আইন-শৃংখলা বিষয়ক মিটিং শেষে তৎকালীন স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী লুৎফুয্যামান বাবর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, 'বোমা হামলায় ডঃ গালিবের জড়িত থাকার কোন প্রমাণ আমরা পাইনি'। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের তৃতীয় ভাগের মৌলিক অধিকার অধ্যায়ের ২৭ ধারাতে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী'। একই অধ্যায়ের ২৮(১) ধারায় আরও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, 'কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ, নারী-পুরুষভেদ বা জন্মস্থানের কারণে কোন নাগরিকের প্রতি রাষ্ট্র বৈষম্য প্রদর্শন করবে না'। একইভাবে সার্বজনীন মানবাধিকার সনদ (ইউডিএইচআর)-এর ৯ ধারায় উল্লেখ আছে 'কাউকে ঢালাওভাবে গ্রেফতার করা যাবে না'। ১১ ধারাতে উল্লেখ আছে- 'প্রকাশ্য বিচারে আইন মোতাবেক দোষী প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত ফৌজদারী অপরাধে অভিযুক্ত প্রত্যেকে নির্দোষ ব্যক্তির মত আচরণ পাওয়ার অধিকার রাখেন। বিচারকালে তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের নিশ্চয়তার ব্যবস্থা থাকতে হবে'।

এখন বিষয় হ'ল, ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে শুধু আহলেহাদীছ হওয়ার কারণে জামিন না দিয়ে তার প্রতি মৌলিক অধিকার সমন্বিত না রেখে বরং সংবিধানকে অবমাননা করা হয়েছে। কারণ সেখানে উল্লেখ আছে কেবল ধর্ম, গোষ্ঠী, বর্ণ ভেদে ...কোন নাগরিকের প্রতি বৈষম্য প্রদর্শন করবেন না। এছাড়া আইনে একজনের অপরাধ অন্য জনের উপর চাপিয়ে দেয়া যায় না। শুধু তাই নয় ডঃ গালিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর সম্মানিত আমীর। বাংলা ভাই ও আব্দুর রহমান গংদের সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তেমনি তাঁর দলেরও তারা কেউ নয়। প্রশ্ন হ'ল সম্মানিত বিচারকের রায় অনুযায়ী এদেশের অন্যূন

www.ahlehadeethbd.org

৩ কোটি আহলেহাদীছ সবাই কি ঐ অপরাধে অপরাধী? এটা নিঃসন্দেহে অন্যায় অযৌক্তিক ও অমানবিক। তাছাড়া বাস্তব প্রেক্ষাপট ভিন্ন। ২৬ আগষ্ট '০৬ তারিখের দৈনিক যায়যায়দিনের অনুসন্ধানী রিপোর্টে প্রকাশিত হয়েছে গ্রেফতারকৃত ৭০২ জন জঙ্গীদের মধ্যে সরেজমিনে সাক্ষাৎকার নিয়ে দেখা গেছে, তাদের মধ্যে শতকরা ৬৩.৬৩ শতাংশ হানাফী মাযহাবের অনুসারী এবং বাকী ৩৩.৩৩ শতাংশ আহলেহাদীছ আদর্শে বিশ্বাসী। তাহ'লে ঐ বিচারক এর জবাব বা রায় কিভাবে দিবেন? আসলে আমাদের ধারণা ঐ বিচারকের আহলেহাদীছ ও হানাফী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকার কারণে অথবা বিশেষ কোন মহল কর্তৃক প্রভাবিত হয়ে তিনি এ ধরনের বিবেকহীন রায় দিয়েছেন। এ ধরনের রায় জাতিকে যেমন বিভ্রান্ত করবে তেমনি জাতিকে বিভক্ত করে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করতে পারে।

কেউ কেউ আবার বলতে পারেন, দেশের পরিস্থিতি ভাল নয়। এক্ষেত্রে আমার বক্তব্য হচ্ছে, দেশের এ পরিস্থিতির জন্য যে বা যারা দায়ী তাদের এবং তাদের মদদ দাতাদের পাকড়াও করে কারাগারে নিক্ষেপ করলে দেশের পরিস্থিতি ভাল হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বোমাবাজি, অনাচার, দুর্নীতি, লুটপাট, দলীয়করণ, বিদেশী প্রভুদের সঙ্গে গোপনে দেশবিরোধী চুক্তি যারা করেন, তারা গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবে আর প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও স্বনামধন্য ব্যক্তিগণ কারাগারে অন্যায় নির্যাতন ভোগ করবেন এটা মেনে নেয়া যায় না এবং সচেতন দেশবাসীও তা মানবে না। তাই সম্মানিত বিচারকগণের প্রতি অনুরোধ ও পরামর্শ হচ্ছে, বারবার এ ধরনের ভুলের পুনরাবৃত্তি যেন না হয়। এ মুহূর্তে সঠিক সিদ্ধান্ত নেয়ার সময় এসেছে। আপনাদের উপর থেকে রাজনৈতিক খড়্গ সরে গেছে।

আইন মানুষের জন্য, মানুষ কার জন্য? একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রত্যেকটি নাগরিকের মান-মর্যাদা, অধিকার সমুন্নত রাখতে আইনগতভাবে যেমন বাধ্য ঠিক তেমনিভাবে মানবিক কারণগুলিও ভেবে দেখা যরূরী। একইভাবে রাষ্ট্রের জন্য প্রণীত আইনের সঠিক প্রয়োগ ও রক্ষার মালিক হ'ল দেশের (আদালতগুলির মাধ্যমে) সম্মানিত বিচারকগণ। সেই বিচারকগণও যদি প্রভাবিত হয়ে বিচার করেন তাহ'লে দুনিয়াতে মানুষের শেষ আশ্রয় বলে আর কিছু অবশিষ্ট থাকে না। অতএব জাতি চায় ন্যায় বিচার। চায় প্রশাসন থেকে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথকীকরণ। চায় নির্দোষ নিরপরাধ ব্যক্তিগণের অন্যায় কারানির্যাতনের অবসান। অন্যথায় মহান আল্লাহ্‌র বিচার থেকে কেউ রেহাই পাবে না। কাজেই সময় থাকতেই সাবধান হওয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দিন-আমীন!

[সহায়ক গ্রন্থঃ ডঃ এবিএম মফিজুল ইসলাম পাটোয়ারী, রোমান আইনের মূলনীতি, ঢাকা।]

সুখবর! সুখবর!! সুখবর!!!

১ম বর্ষ থেকে ৯ম বর্ষ পর্যন্ত মাসিক **'আত-তহরীক'**-এর বাইন্ডিং কপি পাওয়া যাচ্ছে। ফুরিয়ে যাওয়ার পূর্বেই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

প্রতি কপির মূল্য ১৫০/= (একশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র। ডাকযোগে সংগ্রহ করতে হ'লে ডাক খরচ সহ ১৬৫/= (একশত পঁয়ষট্টি) টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

মাসিক 'আত-তাহরীক'

নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

ফোন (০৭২১) ৮৬১৩৬৫, মোবাইলঃ ০১৫৮-৩৪০৩৯০।

রাজশাহী শহরে কোন কোন জায়গায় পত্রিকা পাওয়া যায়

০১। সালাফিয়া লাইব্রেরী, সোনাদীঘির মোড় (সমবায় মার্কেটের দক্ষিণ পার্শ্বে), রাজশাহী।
০২। রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
০৩। রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
০৪। বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী
০৫। ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া (রূপালী ব্যাংকের নীচে), রাজশাহী।
০৬। কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, গোরহাঙ্গা (নিউমার্কেটের উত্তরে)।
০৭। ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
০৮। ইসলামিয়া লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।
০৯। সাঝের মায়া, লক্ষীপুর মোড়, রাজশাহী।
১০। আযাদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, রাজশাহী।
১১। পত্রিকা বিতান, বাটার মোড়, রাজশাহী।

www.ahlehadeethbd.org

কবিতা

নির্ভীক সৈনিক

-আমীরুল ইসলাম (মাষ্টার)
ভায়া লক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

যত সংশয় সব করি জয়
হইয়াছি নির্ভীক
পথহারা নহি এবার আমি
পথ পাইয়াছি ঠিক।
সরল সঠিক সোজা পথ ধরি
এবার চলিতে চাই
সত্য কথাটি বুক ফুলাইয়া
জানাইতে সদা তাই।
মহান প্রভুর গোলাম আমি
নহি কারো সেবাদাস
তাঁহারি মদদ ভাল কাজে পাব
আছে জোর বিশ্বাস।
তাই চলি হেথা হিম্মৎ বুকে
নাহি ধারি কারো ধার
ছুটে চলি সদা দুর্গম পথে
গতি মোর দুর্বার।
দাপটে কাহারো থামি না কখনো
ধমকে ভুলি না পথ
আমার এ পথে বাধা দিতে আসে
নাহি কারো হিম্মৎ।
বদর-ওহুদ-খন্দকে লেখা
আছে মোর পরিচয়
খায়বার-ছিফফীন মুতা ময়দানে
পিছে কভু সরি নাই।
কারবালা মাঠে তাজা খুন ঢালি
করিয়াছি লালে লাল
ফুরাতের পানি বক্ষে রাখিবে
মোর স্মৃতি চিরকাল।
কত ফেরা'উন নমরূদ আজি
বাধা দিল মোর পথে
হিম্মৎ বুকে চলিয়াছি তবু
টলি নাই কোন মতে।
মুজাহিদ আমি চির দুর্জয়
নির্ভীক সৈনিক
বাধার পাহাড় ভাঙ্গিয়া আমি
পথ চলি তবু ঠিক।
কারূণের ধনে কিনিতে পারেনি
আমারে কখনও কভু
ফেরা'উন সনে লড়াই করিয়া
ধ্বংস হইনি তবু।
নীল নদ মাঝে লিখা রহিয়াছে
আজো তার ইতিহাস
বায়ু, মাটি, পানি ছোঁয়নি তাহারে
আজো আছে তার লাশ।
কত যালিমের তখ্ত মিশিলো
ধরার ধূলির সনে
এখনও আমার বিজয় পতাকা
উড়ে ঐ আসমানে।

***

অশান্ত পিয়াসা

-মোল্লা আব্দুল মাজেদ
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

বিষণ্ন বিকেল আর ক্লান্ত দুপুরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে
প্রতারিত জীবনের প্রভাব আজ আমার মনে,
লাঞ্ছিত পৃথিবী লজ্জার আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে
কলঙ্কিত সময়ের প্রহর গোনে।
অশান্ত পিয়াসার ফেনিল স্খলনে মুসলিম উম্মাহ তাই
প্রতিবার প্রতিক্ষণে ফেলে উর্ধ্বশ্বাস
বৃশ্চিক দংশনে বয়ে যায় দিন দিন প্রতিদিন প্রতিক্ষণ
সারাটি বছর জাগে ত্রাস।
ত্বাগূতী শক্তির অশুভ দৃষ্টির প্রজ্জ্বলিত দাবদাহে
দগ্ধিভূত অঙ্গার মুমিন হৃদয়
গ্লানির শৃঙ্খলে আবদ্ধ পিঞ্জরে
খেইহারা উদ্বেলিত সত্যের দিশারীদের একি পরাজয়!
মহিমান্বিত পুণ্যরাতে নিরাশার প্রান্তে এসে
কায়মনে বলে যাই রাব্বুল আলামীন,
রক্তের বিনিময়ে রক্ত খেলায়
রঞ্জিত পৃথিবী আর নয়,
করুণায় সিন্ধু ঢেলে প্রবাহিত রহমতে
মিল্লাতে মুহাম্মাদীর ফেরাও সুদিন॥

***

আমি মুসলমান

-মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

আমি মুসলমান, মুসলিম আমার মূল পরিচিতি
এটাই আমার জাতীয়তা, এটাই আমার সংস্কৃতি।
আমার সংস্কৃতি হাযার বছরের নয়; অতি প্রাচীন।
পৃথিবীর প্রথম মানুষ আদম (আঃ) থেকে
আর আমার সাংস্কৃতিক ধারা থাকবে ততদিন,
যতদিন না হবে এই পৃথিবী বিলীন।
আমি এসেছি পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী হ'তে
নূহ্ (আঃ)-এর মহাপ্লাবণ পাড়ি দিয়ে
ইবরাহীম (আঃ)-এর মিল্লাত ধরে
বিশ্বনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ইত্তেবা করে।
খুলাফায়ে রাশেদার আদর্শের পথ বেয়ে
উমাইয়া খিলাফাতের ধূসর মরুর বালুকণা উড়িয়ে
সিন্ধু নদের উত্তাল তরঙ্গ পাড়ি দিয়ে।
কুতুবুদ্দীন আইবেকের ভারতবর্ষে এসেছি আমি
বখতিয়ারের সাথে দেখেছি বাংলার মুখ
কত প্রাচীন আমার সংস্কৃতি; ভাবতেই পাই অসীম সুখ।
জানা-অজানা কত মহাপুরুষ; তাঁদের কীর্তি
সহস্রাব্দ থেকে সহস্রাব্দ লালন করেছে আমার সংস্কৃতি।
মুসলমানের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হবে না ম্লান
থাকবে যতদিন এই ধরা তথা যমীন ও আসমান।

***

www.ahlehadeethbd.org

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। ৬টি। যথা- প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহপদার্থ, খনিজ লবণ, পানি ও ভিটামিন।
২। ৪ লিটার।
৩। স্নেহ জাতীয় খাদ্যে।
৪। দুধ, মধু, চিনি, গ্লুকোজ, গুড় ইত্যাদি।
৫। কাঁচা অবস্থায় ভিটামিন 'সি' এবং পাকা অবস্থায় ভিটামিন 'এ'।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মসজিদ)-এর সঠিক উত্তর

১। ওয়ালী মুহাম্মাদ।
২। নুছরাত শাহ্ বিন সুলতান হুসাইন শাহ্।
৩। নুছরাত শাহ্ বিন আলাউদ্দীন হুসাইন শাহ্।
৪। খান জাহান আলী।
৫। উমিদ খাঁ বিন শায়েস্তা খাঁ।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বর্ণজট)

নীচের এলোমেলো অক্ষরগুলি সাজিয়ে অর্থবোধক শব্দ তৈরী করে ঘরগুলি পূরণ করতে হবে। তারপর বৃত্ত চিহ্নিত ঘরগুলি থেকে পাওয়া অক্ষরগুলি সঠিকভাবে সাজালেই পাওয়া যাবে সঠিক উত্তর। সঠিক উত্তর দেওয়ার জন্য প্রশ্ন সংকেতও দেয়া হ'ল।

○			
○			
○			
○			
			○
			○

উত্তরঃ
১। নাসআর
২। বাকুনীর
৩। আলতাফ
৪। রুনযল
৫। তরভরা
৬। মজালুর

প্রশ্ন সংকেতঃ মহানবী (ছাঃ) আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে আমাদের পথপ্রদর্শক হিসাবে দিয়ে গেছেন ....।

** সংগ্রহেঃ আয়েশা ছিদ্দীকা শারমীন*
মৈশালা, পাংশা, রাজবাড়ী।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কম্পিউটার)

১। প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রামের রচয়িতা কে?
২। কম্পিউটার যাদুঘর কোথায় অবস্থিত?
৩। কে সর্বপ্রথম কম্পিউটারের 'মাউস' তৈরী করেন?
৪। বর্তমান কম্পিউটার জগতের কিংবদন্তী কে?
৫। সর্বপ্রথম কত সালে কম্পিউটারের সংগঠন চিত্র অংকন করা হয়?

** সংগ্রহেঃ আবু রায়হান*
বাখড়া, কালাই, জয়পুরহাট।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নুছরতপুর, চিরির বন্দর, দিনাজপুর ৮ সেপ্টেম্বর রবিবারঃ অদ্য বাদ ফজর নুছরতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও আক্বীদাহ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। উক্ত প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল্লাহ।

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১৫ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ খয়রাবাদ আহলেহাদীছ জামে মসজিদে যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইনের সভাপতিত্বে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। তিনি আক্বীদাহ ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন, সোনামণি রাজশাহী যেলা পরিচালক আরীফুল ইসলাম, নওদাপাড়া মাদরাসার ছাত্র তাওহীদুল ইসলাম। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা তোফাযযল হক।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুল কাবীর, পরিচালনা করেন হাফেয আব্দুছ ছামাদ। প্রশিক্ষণে দু'শতাধিক সোনামণি উপস্থিত ছিল। প্রশিক্ষণ শেষে প্রধান প্রশিক্ষক মেধাবী সোনামণিদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর, ১০ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাঘবেন্দ্রপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আনোয়ারুল হক-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম। তিনি 'সোনামণি' সংগঠনের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করেন। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করে ছোট্ট সোনামণি ছালেহ ইকরাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে সাম'উন কবীর ও আহসান হাবীব। সমাবেশে বিপুল সংখ্যক সোনামণি উপস্থিত ছিল।

কুমারখালী, কুষ্টিয়া ১৯ অক্টোবর বৃহস্পতিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৬-টায় নন্দলালপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া (পূর্ব) যেলার সার্বিক সহযোগিতায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুনীরুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। তিনি সোনামণি সংগঠনের গুরুত্ব ও সাধারণ জ্ঞান বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অত্র যেলা সোনামণি সহ-পরিচালক রাকীবুল ইসলাম (রাজিব), অত্র শাখা সোনামণি প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মাদ হাশিমুদ্দীন সরকার, উপদেষ্টা মোয়াযযেম হুসাইন, সাখাওয়াত হুসাইন, ওমর ফারূক, মুরাদ হুসাইন প্রমুখ।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা সোনামণি পরিচালক আমীনুর রহমান। কুরআন তেলাওয়াত করেন সোনামণি আসাদুল্লাহ আল-গালিব এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন রবীউল ইসলাম।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

বাংলাদেশের নোবেল জয়

ডঃ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বাংলাদেশের প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ, গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ ইউনুস (৬৬) ২০০৬ সালের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেছেন। দারিদ্র্য নিরসনের মাধ্যমে সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য এ বছর তাঁকে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার দেয়া হয়েছে। একই সাথে তাঁর ৩০ বছরের প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংকেও যৌথভাবে এ পুরস্কার দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশের কোন নাগরিকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির ঘটনা এই প্রথম। আগামী ১০ ডিসেম্বর ডঃ ইউনুস নরওয়ের রাজধানী অসলোয় আনুষ্ঠানিকভাবে এই পুরস্কার গ্রহণ করবেন। সাড়ে ১৩ লাখ ডলারের এই পুরস্কারটির মান বাংলাদেশী টাকায় প্রায় ১০ কোটির সমান। ডঃ ইউনুস জানিয়েছেন, এ দেশের দরিদ্র মানুষের কল্যাণেই তিনি এই টাকা ব্যয় করবেন। এ বছর নোবেল শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত ১৯১ জন প্রার্থীর মধ্য থেকে তিনি এ পুরস্কার লাভ করেন। ৯৩ বছরের নোবেল ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথ ও অমর্ত্য সেনের পর তিনিই হচ্ছেন তৃতীয় বাঙ্গালী এবং প্রথম বাংলাদেশী, যিনি এই পুরস্কার লাভ করলেন।

নোবেল কমিটির বিবৃতিতে বলা হয়, সমাজের বড় এক জনগোষ্ঠী দারিদ্র্য থেকে মুক্তির উপায় খুঁজে না পেলে স্থায়ী শান্তি অর্জন সম্ভব নয়। আর দারিদ্র্য নিরসনের এই শান্তি অর্জনের অন্যতম উপায় হ'ল ক্ষুদ্রঋণ। ক্ষুদ্র ঋণদানের মত অভিনব অর্থনৈতিক কর্মসূচী ব্যবহার করে তৃণমূল পর্যায়ে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ডঃ ইউনুস ও তাঁর প্রতিষ্ঠান গ্রামীণ ব্যাংক বিশ্বব্যাপী অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছে।

প্রফেসর ইউনুস তাঁর ক্ষুদ্রঋণের মডেল দিয়ে বিশ্ব অর্থনীতিতে যোগ করেছেন এক নতুন মাত্রা। এজন্য বিশ্বব্যাপী তিনি ক্ষুদ্রঋণ বা মাইক্রোক্রেডিটের জনক হিসাবে স্বীকৃত। ডঃ ইউনুসের হাত ধরেই ১৯৮০ সালের পর ডিকশনারীতে 'মাইক্রোক্রেডিট' শব্দটি যোগ হয়। যদিও তিনি চেয়েছিলেন শব্দটি 'মাইক্রোক্যাপিটাল' বা ক্ষুদ্রপুঁজি হোক। ১৯৭৪ সালে সৃষ্ট বাংলাদেশের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের হাত ধরেই আসে ডঃ ইউনুসের ক্ষুদ্রঋণ তত্ত্ব।

উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে তিনি তাঁর বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবনে বিভিন্ন অবদানের জন্য দেশ-বিদেশ থেকে এ পর্যন্ত আরো ৬০টি সম্মানজনক পুরস্কার লাভ করেছেন।

উল্লেখ্য যে, ডঃ ইউনুসের নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভে সারা দেশে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেতা, মন্ত্রী-এমপিসহ দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তাকে জানানো হয় অভিনন্দন। অনেকে শুভেচ্ছা জানাতে ভিড় জমান তার বাসভবনে। বাংলাদেশে সৃষ্টি হয় এক নতুন আমেজ।

ডি লিট পুরস্কার লাভঃ নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী ডঃ ইউনুসকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেট গত ১৭ অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এই প্রথম 'ডি লিট' ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ঐদিন দুপুরে সিন্ডিকেটের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

তাছাড়া সিন্ডিকেটের ঐ সভায় সমাজবিজ্ঞান অনুষদ ভবনের নাম 'ডঃ মুহাম্মাদ ইউনুস ভবন' রাখার এবং তাঁকে প্রফেসর অফ এমিরেটাস করার প্রস্তাব করা হয়।

উল্লেখ্য, ডঃ ইউনুস চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে ১৯৭২ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত শিক্ষকতা করেছেন।

ডক্টর অব লজ ডিগ্রীঃ নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করায় ডঃ ইউনুসকে 'ডক্টর অব লজ' ডিগ্রী প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আগামী ২৪ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪৩তম সমাবর্তনে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ডিগ্রী প্রদান করা হবে। একই সঙ্গে ডঃ ইউনুস সমাবর্তনের কনভোকেশন স্পীকার হিসাবে ভাষণ দিবেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর এস এম এ ফায়েযের সভাপতিত্বে গত ১৮ অক্টোবর অনুষ্ঠিত একাডেমিক কমিটির সভার সুপারিশের প্রেক্ষিতে ১৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেট সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

সিউল শান্তি পুরস্কারঃ ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিক গেমসের স্মরণে ১৯৯০ সাল থেকে প্রবর্তিত দ্বি-বার্ষিক সিউল শান্তি পুরস্কার ২০০৬ লাভ করেছেন ডঃ ইউনুস। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তার কাজের জন্য তিনি এ পুরস্কারে ভূষিত হন।

বাংলাদেশের পক্ষে প্রথম 'নোবেল' বিজয়ে আমরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানাই। কিন্তু তিনি দারিদ্র্য উচ্ছেদের নামে যে 'ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রম চালু করেছেন, তাতে তাঁর সদিচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন না তুলে এ কথা আমরা বলতে পারি যে, তিনি বাংলার প্রতিটি কোনায় সর্বস্তরের জনগণের মাঝে সূদের ক্যান্সার মহামারীর আকারে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছেন। অথচ সূদ কখনোই দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেয় না, বরং দারিদ্র্যকে স্থায়ী করে। ডুবন্ত মানুষ হাতের কাছে খড়কুটো যা পায় তাই ধরে কিনারে উঠতে চায়। উচ্চহারে সূদী মহাজনদের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য অপেক্ষাকৃত কম সূদে এবং কিছু লোভনীয় সুযোগ-সুবিধায় 'ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রমের সুবিধা পেয়ে বিত্তহীন জনগণ ডঃ ইউনুসের গ্রামীণ ব্যাংকের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কতই না ভাল হ'ত যদি তাঁর এই 'ক্ষুদ্রঋণ' কার্যক্রমটি সম্পূর্ণরূপে সূদমুক্ত হ'ত। পুঁজিবাদী শোষকদের কাছ থেকে 'নোবেল পুরস্কার' পেয়ে তিনি নিজেকে ধন্য মনে করেছেন। আমরা প্রফেসর ইউনুসকে অনুরোধ করব, আল্লাহর দেওয়া প্রতিভাকে কুরআন ও হাদীছের গবেষণায় নিয়োজিত করুন এবং সূদমুক্ত ও শোষণমুক্ত অর্থনীতি চালুর পথিকৃত হিসাবে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করুন। ইনশাআল্লাহ এর দ্বারা তিনি কোটি কোটি মানুষের অন্তরখোলা দো'আ পাবেন এবং মহান আল্লাহর নিকট মহা পুরস্কারে ভূষিত হবেন। -স.স.]

বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় হাফেয ফাহিম আব্দুল্লাহ প্রথম

দুবাইতে অনুষ্ঠিত বিশ্ব হিফযুল কুরআন প্রতিযোগিতায় 'আরবী লাহজাহ ও হুসনে ছাওত' (পঠন পদ্ধতি ও সুকণ্ঠ) বিভাগে বাংলাদেশের হাফেয ফাহিম আব্দুল্লাহ (১৩) প্রথম হয়েছে। বিশ্বের আরবী ভাষাভাষীসহ মোট ৮১টি দেশের সকল প্রতিযোগীকে হারিয়ে জাতির জন্য এ দুর্লভ সম্মান বয়ে এনেছে

www.ahlehadeethbd.org

ফাহিম। একই প্রতিযোগিতায় সে হিফযুল কুরআন বিভাগে তৃতীয় স্থান লাভ করে। এজন্য সে নগদ ১ লাখ ৬৮ হাযার দিরহাম, ২টি সনদপত্র, ১টি ক্যাসেট এবং অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী পুরস্কার হিসাবে লাভ করেছে।

সংযুক্ত আরব আমীরাতের দুবাই নগরীতে গত ২ থেকে ১৪ অক্টোবর পর্যন্ত এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। দুবাইয়ের আমীর শেখ রাশেদ বিন মাকতূম প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করেন। ফাহিম আব্দুল্লাহ বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদের সিনিয়র পেশ ইমাম মুফতী মুহাম্মাদ নূরুদ্দীনের তৃতীয় পুত্র। সে ডেমরার বালুধীপুর মোহাম্মাদিয়া তাহফীযুল কুরআন মাদরাসায় অধ্যয়নরত। তার গ্রামের বাড়ী শরীয়তপুর যেলার সখিপুর থানার ডিএমখালী উকিল গ্রামে।

উল্লেখ্য, মিশর ও মরক্কো উক্ত প্রতিযোগিতায় যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান লাভ করে।

[খবরটি পাঠ করে আমরা আনন্দে উদ্বেলিত হয়েছি। আমি তার অকিঞ্চন নানা হিসাবে প্রথমে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। অতঃপর তাকে প্রাণখোলা দো'আ ও আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সাথে তার গর্বিত পিতামাতা ও ভাইবোনদেরকে জানাই অসংখ্য মুবারকবাদ। পরিশেষে মহান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা জানাই, তিনি যেন এই অনন্য স্মৃতিধর বাচ্চাটিকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন গড়ে তোলায় ব্রতী হওয়ার তাওফীক দান করেন এবং তার ইহকালীন ও পরকালীন জীবন সুখময় করেন -আমীন! -স.স.]

ব্রিটেনে প্রথম বাংলাদেশী মহিলা জজ

ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুন বিলেতে প্রথম বাংলাদেশী মহিলা জজ হিসাবে নিয়োগ পেয়ে ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন। সম্প্রতি ব্রিটেনের রাণী দ্বিতীয় এলিজাবেথ তাকে বিচার বিভাগে এ নিয়োগ দেন। লর্ড চ্যান্সেলরের সুপারিশক্রমে ব্যারিস্টার স্বপ্নারা খাতুন রয়েল ওয়ারেন্টে ভূষিত হয়েছেন। আগামী নববর্ষে তিনি জজ হিসাবে শপথ নিবেন। ব্রিটেনে তিনিই প্রথম বাংলাদেশী যিনি জজ হিসাবে নিয়োগ পেলেন। বর্তমান জজদের মধ্যে ব্যারিস্টার স্বপ্নারা সর্বকনিষ্ঠ। স্বপ্নারা খাতুনের পদটি ডেপুটি পর্যায়ে সিনিয়র অথবা ডিস্ট্রিক জজের নীচে। এ পদকে ব্রিটেনের বিচার বিভাগে 'রেকর্ডার' বলে আখ্যায়িত করা হয়। একজন রেকর্ডার ক্রাউন এবং কাউন্টি কোর্টে জজের আসনে বসেন। সিভিল ও ক্রিমিনাল মামলার শুনানিতে সভাপতিত্ব করেন। স্বপ্নারা খাতুন লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিক্স থেকে ১৯৮৮ সালে এলএলবি অনার্স ডিগ্রী লাভ করেন। তিনি ১৬ বছর যাবত আইন পেশায় নিয়োজিত। বর্তমানে ব্যারিস্টার হিসাবে আইন পেশা চালিয়ে যাচ্ছেন। তিনিই একজন অশ্বেতাঙ্গ ব্যারিস্টার যিনি 'ফ্যামিলি বার এসোসিয়েশনে'র সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। লর্ড চ্যান্সেলর তাকে ২০০৪ সালে 'সরকারী ফ্যামিলি জাস্টিস কাউন্সিলে'র জজের দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। বিলেতে জন্ম নেয়া স্বপ্নারা খাতুনের পিতার দেশের বাড়ী সিলেটের গোলাপগঞ্জে। তার পিতা মৃত মিন্নর আলী প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক ও কমিউনিটি লিডার ছিলেন। তার স্বামী সাইমন স্টানলী লিগ্যাল সার্ভিস কমিশনের একজন সিনিয়র ব্যারিস্টার।

১২০ একর জমিতে র‍্যাবের ট্রেনিং স্কুল

র‍্যাব সদস্যদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে চালু করা হচ্ছে 'র‍্যাব ফোর্সেস ট্রেনিং স্কুল'। এ স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে ব্যয় হবে ১৭৪ কোটি ১৮ লাখ ৫০ হাযার টাকা। গাযীপুরের শরীফপুরে ১২০ একর জমিতে প্রতিষ্ঠা করা হচ্ছে এ স্কুল। র‍্যাবের বর্তমান ৮ হাযার ৭৪৮ জন সদস্যের মধ্যে মাত্র ৩ হাযার ২৫০ জনের প্রশিক্ষণ রয়েছে। বাকী ৫ হাযার ৪৯৮ জনের স্ব স্ব বাহিনীর প্রশিক্ষণ ছাড়া কোন প্রশিক্ষণ নেই। র‍্যাবের ট্রেনিং স্কুলের প্রকল্পটি ইতিমধ্যে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন পেয়েছে। প্যারা কমাণ্ডো ব্যাটালিয়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বর্তমানে র‍্যাব সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে শুধু বেসিক ট্রেনিংগুলি করানো হয়ে থাকে। এসব ট্রেনিংয়ের মধ্যে রয়েছে কম্পিউটার, এন্টি টেরোরিজম, র‍্যাপলিং, বিল্ডিং ক্লাইম্বিং, ইন্টেলিজেন্স, ফায়ারিংসহ অন্যান্য মৌলিক বিষয়। সুযোগ-সুবিধার স্বল্পতা ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের অভাবে এ প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে উন্নতমানের প্রশিক্ষণ দেয়া সম্ভব হচ্ছে না। এ কারণে আধুনিক প্রশিক্ষণের জন্য র‍্যাব সদস্যদের বিদেশে পাঠানো হচ্ছে।

র‍্যাবের ট্রেনিং উইংয়ের প্রধান জানান, অত্যাধুনিক ও আন্তর্জাতিক সুযোগ- সুবিধাসম্পন্ন এ ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠিত হ'লে সন্ত্রাস দমন ও অপরাধী নির্মূলে র‍্যাব আরো দক্ষভাবে ভূমিকা পালন করতে পারবে। এ ট্রেনিং স্কুলে এন্টি টেরোরিজম ও আইন-কানূন প্রয়োগ বিধিমালার উপর গুরুত্ব দেয়া হবে। এ স্কুল থেকে বের হওয়া র‍্যাব সদস্যরা জাতীয়ভাবে নয়, আন্তর্জাতিকভাবে বিভিন্ন অপারেশন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করার যোগ্যতা অর্জন করবে।

বিগত পাঁচ বছরে বাড়ী ভাড়া বেড়েছে ৯৫ শতাংশ

গত পাঁচ বছরে দ্রব্যমূল্যের সাথে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে বাড়ী ভাড়া। লাগামহীন বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধিতে বিপর্যস্ত হয়েছে নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তের জীবন-জীবিকা। বিগত পাঁচ বছরেই বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধি পেয়েছে ৯৫ শতাংশ। অথচ বাড়ী ভাড়া নিয়ন্ত্রণে কঠোর আইন থাকলেও এর কোন প্রয়োগ দেখা যায়নি। এমনকি পুরাতন আইনের সংস্কার বা নতুন সময়োপযোগী আইন তৈরী করার কোন উদ্যোগও নেয়া হয়নি সরকারের পক্ষ থেকে। ফলে আইন অনুযায়ী দণ্ডণীয় অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বেড়েছে বাড়ী ভাড়া। আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ভাড়াটিয়ারা।

নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে এমনিতেই পিষ্ট নগরবাসী। তারপর আয়ের দুই-তৃতীয়াংশ বাড়ী ভাড়ার পিছনে ব্যয় করে আজ তাদের ত্রাহি অবস্থা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের নগর গবেষণা কেন্দ্র ও 'কনজ্যুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ' (ক্যাব)-এর এক জরিপে দেখা গেছে, নগরীর শতকরা ৭০ ভাগ মানুষ আয়ের ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ব্যয় করেন বাড়ী ভাড়া বাবদ। 'ক্যাব' আরো জানিয়েছে, ১৯৯১ সালে বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির হার ছিল ২১ দশমিক ৭৫ ভাগ। ১৯৯৬ সালে এ বৃদ্ধির হার দাঁড়ায় ১৭ দশমিক ৮৬ ভাগে। ২০০১ সালে বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির হার ছিল ১৭ দশমিক ৪০

www.ahlehadeethbd.org

ভাগ, ২০০২ সালে ১৩ দশমিক ৪৯ ভাগ, ২০০৩ সালে ৮ দশমিক ৪০ ভাগ, ২০০৪ সালে ৯ দশমিক ৯৬ ভাগ, ২০০৫ সালে এসে ২০ দশমিক ২৫ ভাগ এবং চলতি বছরে বাড়ী ভাড়া বৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ২৫ দশমিক ৭৮ ভাগ।

সংসদে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও মাদরাসা শিক্ষা বিল পাস

ফাযিল ও কামিলকে স্নাতক ও মাস্টার্সের সমমান দেয়ার লক্ষ্যে সরকার একেবারে শেষ মুহূর্তে গত ৩ অক্টোবর তড়িঘড়ি করে 'ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধনী) বিল-২০০৬' এবং 'মাদরাসা শিক্ষা (সংশোধনী) বিল-২০০৬' পাস করেছে। দেশের মূলধারার মাদরাসা শিক্ষাকে চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দেয়ার লক্ষ্যে জনমত যাচাই ছাড়াই বিল দু'টি পাস করা হয়েছে। জোট সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ফাযিল-কামিলের মান এফিলিয়েটিং ইসলামী আরবী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে প্রদান এবং সেই সাথে ফাযিল-কামিলের ব্যাচেলর ও মাস্টার্সের সমমান আদায়ের লক্ষ্যে দেশের খ্যাতনামা আলেম-ওলামা, ইসলামী চিন্তাবিদ-শিক্ষাবিদ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা একাত্মতা প্রকাশ করেন। কিন্তু আপামর জনসাধারণের দাবী উপেক্ষা করে নির্বাচনী বৈতরণী পার হবার জন্য জোট সরকার নযীরবিহীন গোপনীয়তায় এই বিল দু'টি পাস করিয়ে নেয়। বিরোধী দলের সদস্যরা এ বিলের তীব্র বিরোধিতা করে বলেছেন, সরকার ইসলামী শিক্ষার উন্নয়নের জন্য এ বিল আনেনি। এ বিল পাসের মাধ্যমে সরকারের মোনাফেকী চরিত্র উন্মোচিত হয়েছে। নির্বাচন সামনে রেখে দেশের ইসলামপ্রিয় মানুষকে ধোঁকা দেয়ার জন্যই মাদরাসা শিক্ষার মানোন্নয়নের নামে এই বিল দু'টি পাস করা হয়েছে।

তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান হ'লেন রাষ্ট্রপতি

অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিন আহমাদ অন্তর্বর্তীকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। গত ২৯ অক্টোবর রাত ৮-টায় সংবিধানের ৫৮ গ (৬) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট স্বীয় দায়িত্বের অতিরিক্ত হিসাবে প্রধান উপদেষ্টা দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। বঙ্গভবনের দরবার হলে আয়োজিত এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদকে প্রধান উপদেষ্টার শপথবাক্য পাঠ করান প্রধান বিচারপতি সৈয়দ জে আর মুদ্দাচ্ছির হোসেন। প্রধান উপদেষ্টার শপথগ্রহণের পর ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়ায় জানান, নতুন দায়িত্ব নিয়ে তিনি খুশী। রাজনৈতিক সংকট নিরসনে দো'আ কামনা করেন তিনি।

এর আগে ২৯ অক্টোবর বেলা ১১-টার পর থেকে সংবিধানের ৫৮ গ (৫) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মতামতের ভিত্তিতে কোন গ্রহণযোগ্য ব্যক্তিকে প্রধান উপদেষ্টা করার লক্ষ্যে দিনভর প্রেসিডেন্ট ইয়াজউদ্দীন আহমাদ বঙ্গভবনে বিএনপি, আওয়ামী লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও জাতীয় পার্টি সহ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠক করেন। সেখানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য দলগুলি প্রধান উপদেষ্টা পদের জন্য তাদের পছন্দের ব্যক্তির নাম দিলেও আওয়ামী লীগ নাম দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে সংবিধান অনুযায়ী ৫ম বিকল্পও বাস্তবায়ন করা যায়নি। তবে রাষ্ট্রপতি নিজেই সংবিধানের ৬টি বিকল্পের মধ্যে সর্বশেষ বিকল্পটি বেছে নেয়ার ক্ষেত্রে অন্য পাঁচটি সঠিকভাবে নিষ্পত্তি করেছিলেন কি-না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। কারণ প্রথম বিকল্প অনুযায়ী সর্বশেষ প্রধান বিচারপতি কেএম হাসান। আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব নিতে অপারগতা জানালেও পরের দু'টি বিকল্প হিসাবে সম্ভাব্য উপদেষ্টা সাবেক প্রধান বিচারপতি মাহমূদুল আমীন চৌধুরী এবং বিচারপতি হামিদুল হক আনুষ্ঠানিক অপারগতা জানাননি।

অন্যান্য উপদেষ্টা ও তাঁদের দফতরঃ গত ৩১ অক্টোবর রাত সাড়ে দশটায় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দশ উপদেষ্টাকে প্রেসিডেন্ট শপথবাক্য পাঠ করান। এরপর ১ লা নভেম্বর রাত ১০-টায় তাঁদের দফতর বণ্টন করা হয়। প্রেসিডেন্ট ও তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ডঃ ইয়াজউদ্দীন আহমাদ ১১টি তথা সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, মন্ত্রীপরিষদ বিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, এনজিও ব্যুরো, প্রতিরক্ষা, সংস্থাপন, সরকারী কর্মকমিশন, পররাষ্ট্র, প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়, স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নিজ হাতে রেখে অন্যান্য দফতরগুলি উপদেষ্টাদের মাঝে বণ্টন করে দেন। অন্য দশ উপদেষ্টা ও তাঁদের দফতরগুলি হচ্ছে- (১) আপীল বিভাগের সাবেক বিচারক ফযলুল হকঃ আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, জাতীয় সংসদ সচিবালয়, ভূমি, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় (২) সাবেক মন্ত্রীপরিষদ ও অর্থ সচিব ডঃ আকবর আলী খানঃ অর্থ মন্ত্রণালয় (অর্থ, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগ, পরিকল্পনা বিভাগের বাস্তবায়ন, পরীবিক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ) (৩) সাবেক সেনাপ্রধান লেঃ জেনারেল (অবঃ) হাসান মশহুদ চৌধুরীঃ বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা, যোগাযোগ এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৪) সাবেক রাষ্ট্রদূত ও পররাষ্ট্র সচিব সিএম শফী সামীঃ কৃষি, সংস্কৃতি, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (৫) সাবেক সচিব ধীরাজ কুমার নাথঃ মৎস্য ও পশু সম্পদ, গৃহায়ন ও গণপূর্ত এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয় (৬) ইংরেজী দৈনিক 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট' পত্রিকার সম্পাদক মাহবুবুল আলমঃ পানি সম্পদ, তথ্য ও ধর্ম মন্ত্রণালয় (৭) সাবেক পুলিশ প্রধান এম আযীযুল হকঃ স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়, বন্দর জাহাজ চলাচল এবং অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন, বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয় (৮) প্রফেসর সুফিয়া রহমানঃ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, শ্রম ও কর্মসংস্থান, প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় (৯) 'স্কলাষ্টিকা' ইংরেজী মাধ্যম স্কুলের চেয়ারপারসন ইয়াসমীন মোর্শেদঃ মহিলা ও শিশু, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় ও (১০) কবি সুফিয়া কামালের মেয়ে ও মানবাধিকার কর্মী এ্যাডভোকেট সুলতানা কামালঃ শিল্প, বিজ্ঞান ও তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং পাট ও বস্ত্র মন্ত্রণালয়।

www.ahlehadeethbd.org

বিদেশ

ইরানকে সহযোগিতাকারী দেশের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা জারীর আইনে বুশের স্বাক্ষর

ইরানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করে প্রণীত আরো একটি বিলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ স্বাক্ষর করেছেন। এতে ইরানের সাথে প্রযুক্তি, অস্ত্র ও পারমাণবিক বিষয়ে সহযোগিতাকারী রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক নিষেধাজ্ঞা জারীর কথা বলা হয়েছে। পারমাণবিক এবং ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচী ত্যাগে ইরানকে বাধ্য করার পরিকল্পনার অংশ হিসাবে বিলটি প্রণীত হয়। 'ইরান ফ্রীডম সাপোর্ট এ্যাক্ট' শীর্ষক বিলটি বুশের স্বাক্ষরের আগে কংগ্রেস পাস করে। বুশ স্বাক্ষর করায় বিলটি আইনে পরিণত হয়েছে। এই আইনে বল প্রয়োগের কথা বলা হয়নি। তবে এর অধীনে ইরানের সাথে উপরোক্ত বিষয়ে সহযোগিতাকারী যে কোন রাষ্ট্র অথবা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সরকার কিংবা প্রতিষ্ঠানের উপর অবরোধ আরোপ সহ শাস্তিমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের বিধান রয়েছে।

এ বছর ইরানের ব্যাপারে এটা ছাড়াও আরো একটি বিলে বুশ স্বাক্ষর করেছেন। ইরানের সঙ্গে লেনদেনকারী মার্কিন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের বিধান সম্বলিত বিলটি কয়েক মাস আগে অনুমোদন করা হয়। তার আগে ইরানের রাষ্ট্রীয়, বেসরকারী এবং বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ সব ধরনের ব্যাংক ও অর্থলগ্নি প্রতিষ্ঠানকে যুক্তরাষ্ট্রে ব্যবসার লাইসেন্স বাতিল এবং কালো তালিকাভুক্ত করে বিল পাস করা হয়। ঐ বিলে ইরানের ব্যাংকের সাথে লেনদেন অথবা সহযোগিতাকারী বিদেশী ব্যাংকের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণের কথা উল্লেখ রয়েছে।

এছাড়া ইরানের ক্ষেত্রে আইএলএসএ (ইরান এন্ড লিবিয়া স্যাংকশন এ্যাক্ট) নামক দু'দশক আগে প্রণীত অপর একটি আইনও বহাল রাখার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। তবে আইএলএসএ শুধু ইরানের বেলায় প্রযোজ্য বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

২০০৬ সালের নোবেল বিজয়ীরা

রসায়নঃ রসায়ন শাস্ত্রে এ বছর নোবেল পুরস্কার লাভ করেছেন মার্কিন বিজ্ঞানী রজাস ডি কোর্নবার্গ (৫৯)। সেলগুলি প্রোটেন উৎপাদনে কিভাবে জীন থেকে তথ্য সংগ্রহ করে সে ব্যাপারে তিনি গবেষণা করেছেন। উল্লেখ্য, ১৯৫৯ সালে কোর্নবার্গের পিতা আর্থার চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। **অর্থনীতিঃ** অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন মার্কিন অর্থনীতিবিদ এডমান্ড এস ফেলপ্স (৭৩)। তিনি সামষ্টিক অর্থনীতির বাণিজ্য বিষয়ে এ পুরস্কার লাভ করেছেন। তিনি নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর। **চিকিৎসাঃ** চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী এণ্ড্রু ফায়ার ও ক্রেগ ম্যালো। জীবিত কোষকলার মধ্যে জীন বা বংশগতি বিষয়ক তথ্যের প্রবাহ নিয়ন্ত্রণে তারা যে গবেষণা করেছেন তার জন্য তাদেরকে এই পুরস্কার দেয়া হয়েছে। **পদার্থঃ** পদার্থ বিজ্ঞানে এবার নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন দুই মার্কিন বিজ্ঞানী জন সি মাথের (৬০) এবং জর্জ এফ স্মুট (৬১)। মহাজগতের উৎপত্তি সংক্রান্ত 'বিগ ব্যাং থিওরি'তে অবদানের জন্য তাঁরা নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। **সাহিত্যঃ** এবারের নোবেল সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেছেন তুর্কী লেখক ওরহান পামুক (৫৪)। 'সেভ দেত বে ও তার পুত্রগণ' উপন্যাসের জন্য তিনি এ পুরস্কার লাভ করেন। **শান্তিঃ** শান্তিতে এ বছর নোবেল মুকুট ছিনিয়ে এনেছেন বাংলাদেশের খ্যাতিমান অর্থনীতিবিদ ও গ্রামীণ ব্যাংক-এর প্রতিষ্ঠাতা ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ডঃ মুহাম্মাদ ইউনুস এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'গ্রামীণ ব্যাংক'।

এইড্স আফ্রিকার ৪২ লাখ শিশুকে ইয়াতীম করেছে

আফ্রিকার মধ্য ও পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ৪২ লাখ শিশু এইডসের কারণে ইয়াতীম হয়েছে। জাতিসংঘের শিশু শিক্ষা ও তহবিল বিষয়ক সংস্থা 'ইউনিসেফ' গত ১৮ অক্টোবর এ তথ্য জানিয়েছে।

এই ভাইরাসে আক্রান্ত শিশুদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এক কনফারেন্সের সমাপ্তি অধিবেশনে ইউনিসেফের পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা অঞ্চলের পরিচালক ইসবার গুলুমা বলেন, পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকায় যে ২ কোটি অনাথ শিশু রয়েছে তার মধ্যে ৪২ লাখ এইডসের কারণে অনাথ হয়েছে। তিনি বলেন, গত বছরের শেষে আনুমানিক ১ দশমিক ৩ ভাগ গর্ভবতী মহিলা এইচআইভি ভাইরাসে সংক্রমিত হয়। তারা গর্ভের সন্তানের মধ্যে যেন এই ভাইরাস সংক্রমিত না হয় সেজন্য ভাইরাস প্রতিরোধক ইনজেকশন গ্রহণ করে। গত বছর এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত ২ লাখ ২০ হাযার শিশুর মধ্যে ১ লাখ ৭০ হাযার শিশু মৃত্যুবরণ করে।

উত্তর কোরিয়ার পরমাণু বোমা পরীক্ষা

পাশ্চাত্যের সব জল্পনা-কল্পনা ও সন্দেহের অবসান ঘটিয়ে উত্তর কোরিয়া অবশেষে গত ৯ অক্টোবর ভূগর্ভে তার প্রথম সফল পারমাণবিক পরীক্ষা চালিয়েছে। এই পরীক্ষার মধ্য দিয়ে উত্তর কোরিয়া পারমাণবিক অস্ত্রের অধিকারী নবম দেশ হিসাবে পরিগণিত হ'ল।

দক্ষিণ কোরিয়ার জিওলজিক্যাল ইনস্টিটিউট জানিয়েছে, ৯ অক্টোবর গ্রিনিচ মান সময় ১-টা ৩৬ মিনিটে উত্তর কোরিয়ার উত্তর-পূর্ব উপকূলের কাছে হাওয়াদায়েরিতে এই পরীক্ষা চালানো হয়। দক্ষিণ কোরিয়া বলেছে, এর ধ্বংস ক্ষমতা কমপক্ষে ৫৫০ টন। তবে রাশিয়া বলেছে, ৫ থেকে ১৫ কিলোটন।

উত্তর কোরিয়ার এই পরীক্ষার জন্য এ অঞ্চলে গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দেখা দিয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়া তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছে, এই ঘটনা অস্ত্র প্রতিযোগিতার নতুন হুমকি সৃষ্টি করবে। হোয়াইট হাউস একে উস্কানিমূলক বলে অভিহিত করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদকে এ ব্যাপারে আশু ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছে, জাপানের নিরাপত্তার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র ব্যবস্থা নেবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাপান, ব্রিটেন, মালয়েশিয়া, কম্বোডিয়া, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশ এই পরীক্ষার নিন্দা জানিয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩০ কোটি

যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩০ কোটিতে পৌঁছেছে। মাত্র ২৯ বছর আগে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ২০ কোটি। মার্কিন

www.ahlehadeethbd.org

আদম শুমারি ব্যুরো জানায়, সেদেশে প্রতি ১১ সেকেণ্ডে একটি শিশুর জন্ম হয়েছে। ব্যুরো জানায়, ১৯১৫ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ছিল ১০ কোটি। ১৯৬৭ সালে এই জনসংখ্যা হয়ে যায় ২০ কোটি। এখন যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম। চীন প্রথম ও ভারত দ্বিতীয়।

আগামী দশকে বিশ্বে প্রায় ২ কোটি নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে

বিশ্বজুড়ে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে আগামী দশকে প্রয়োজন মেটাতে প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে বলে জাতিসংঘ কর্মকর্তারা জানান। বিশ্ব শিক্ষক দিবস উপলক্ষ্যে ইউনেস্কো, আইএলও, ইউনিসেফ এবং ইউএনডিপি'র প্রধানরা তাদের স্বাক্ষরকৃত বিবৃতিতে ভবিষ্যতে শিক্ষক স্বল্পতা রোধ করতে এ পেশার প্রতি সম্মানদানের জন্য সব দেশের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। বিবৃতিতে বলা হয়, প্রায় ১০ কোটি শিশু ইতিমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। যার মধ্যে অনেকেই শিশু শ্রমের কারণে স্কুলে যেতে পারেনি। আরব বিশ্বের দেশ বিশেষত মিসর, ইরাক, সঊদী আরব ও মরক্কোতে এ সময়ের মধ্যে সাড়ে ৪ লাখ নতুন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। যেখানে দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় প্রয়োজন হবে প্রাথমিকভাবে ৩ লাখ ২৫ হাযার শিক্ষক। শুধুমাত্র সাব ছাহারার দেশগুলিতে প্রয়োজন হবে ৬৮ শতাংশ শিক্ষক।

বান কি মুন জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব

দক্ষিণ কোরিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী বান কি মুন জাতিসংঘের নতুন মহাসচিব নির্বাচিত হয়েছেন। গত ৩ অক্টোবর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে তাঁকে আগামী পাঁচ বছরের জন্য এ পদে মনোনয়ন দেয়ার প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। বান কি মুন (৬২) হচ্ছেন এশিয়া থেকে নির্বাচিত জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব। এর আগে মিয়ানমারের উ থান্ট ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত দুই মেয়াদে সংস্থাটির মহাসচিব হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমান মহাসচিব কফি আনান আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন।

আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নির্বাচিত হওয়ার পর বান বলেন, দ্বিতীয় এশিয়ান হিসাবে জাতিসংঘের নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ পেয়ে আমি দারুণ সম্মানিত বোধ করছি।

ডেনমার্কে আবার ইসলামের অবমাননা

ডেনমার্কের এক রাজনৈতিক দলের গ্রীষ্মকালীন সম্মেলনে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে নিয়ে ব্যঙ্গ করে একটি ভিডিও চিত্র প্রকাশ করা হয়। এতে দেখা যায়, এক ড্রয়িং প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ড্যানিশ গণযুবদলের সদস্যরা অংশগ্রহণ করেছে। ২০ থেকে ৩০ বছর বয়সের এসব তরুণ রাজনীতিকের হাতে হাতে এই ড্রয়িংয়ের ভিডিও ক্লিপ সাঁটা ছিল।

গত ৪-৬ আগষ্টের সম্মেলনের পর কতিপয় ওয়েবসাইটে এসব ভিডিও ক্লিপ ছাড়া হয়। এসব ক্লিপে কয়েক ডজন লোককে দেখানো হ'লেও তাদের মুখ ছিল ঢাকা। তবে তারা যে চিত্র এঁকেছে তা স্পষ্ট দেখানো হয়। একটি ছবিতে এক মহিলাকে তার অঙ্কিত চিত্র প্রদর্শন করতে দেখা গেছে। তাতে সে একটি উটের মুখে মহানবী (ছাঃ)-এর কল্পিত ছবি এঁকে দিয়েছে এবং খড় হিসাবে দেখিয়েছে মদের বোতল। এ দেখে দলের সবাই হাসছে।

এক বছর আগে ড্যানিশ পত্র-পত্রিকায় মহানবী (ছাঃ)-এর এক ডজন কার্টুন ছাপা হয় এবং তার ফলে বিশ্বব্যাপী মুসলমানদের মধ্যে ভয়াবহ প্রতিবাদ-বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং তীব্র আন্তর্জাতিক সঙ্কট সৃষ্টি হয়। এই ভয়ঙ্কর ঘটনার পর আবার ডেনমার্কে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল।

এসব চিত্র অঙ্কনের বিরুদ্ধে মিসর, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ সহ সারা বিশ্বের মুসলমানরা প্রতিবাদ-বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে।

এদিকে মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অবমাননাকর কার্টুন প্রকাশ করায় ডেনমার্কের 'জিলান্ডস পোষ্টেন' পত্রিকার বিরুদ্ধে সে দেশের মুসলিম সংগঠনগুলি দায়েরকৃত মামলাটি সে দেশের আদালত খারিজ করে দিয়েছে।

নেকাব না খোলায় চাকুরীচ্যুত!

ব্রিটেনে আয়েশা আযমী (২৪) নামের একজন মুসলিম শিক্ষিকাকে চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছে। তার অপরাধ তিনি কর্মস্থলে মুখের নেকাব খুলতে রাযী হননি। তার হিজাবের মধ্য থেকে শুধুমাত্র চোখ দু'টি দেখা যাচ্ছিল। মুখের নেকাব সরিয়ে ক্লাসে পড়ানোর জন্য তাকে নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি জুনিয়র স্কুলে ইংরেজী পড়ান। তার স্কুলের নাম হেডফিল্ড চার্চ অব ইংল্যান্ড জুনিয়র স্কুল। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি উত্তর ইংল্যান্ডের ইয়র্কশায়ারের ডিউসবারিতে অবস্থিত। এই স্কুলে ৭ থেকে ১১ বছর বয়সী ছেলে-মেয়েরা লেখাপাড়া করে। তাদের বেশীর ভাগই পাকিস্তানী ও ভারতীয় বংশোদ্ভূত।

উল্লেখ্য, ২২ লাখ মুসলমান অধ্যুষিত বৃটেনে অধিকাংশ মহিলা হিজাব পরিধান করেন।

সর্বশেষ প্রাপ্ত খবরে জানা গেছে, আয়েশা আযমী স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলায় হেরে গেছেন। তবে আদালত তাকে মানসিকভাবে আঘাত করার জন্য স্কুল কর্তৃপক্ষকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে ১৮৭০ ডলার দেয়ার নির্দেশ দিয়েছে। তিনি এ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করবেন বলে জানান।

www.ahlehadeethbd.org

মুসলিম জাহান

বুশের ইরাক আগ্রাসনের বলি ৬ লাখ ৫৫ হাযার মানুষ

প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের ইরাক আগ্রাসনের কারণে ছয় লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। সাধারণভাবে ইরাকে আমেরিকান সামরিক অভিযানের কারণে যত লোক নিহত হয়েছে বলে ধারণা করা হয়, প্রকৃত সংখ্যা তার চেয়ে অনেক বেশি। আমেরিকান এবং ইরাকীদের একটি বিশেষজ্ঞ দল এক সমীক্ষায় দাবী করেছেন, ২০০৩ সালের মার্চে ইরাকে আমেরিকা সামরিক অভিযান চালানোর পর ৬ লাখ ৫৫ হাযারের বেশি লোক নিহত হয়েছে। 'ওয়াশিংটন পোষ্ট' এ তথ্য জানিয়েছে।

পুরো ইরাকে দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে মানুষের মৃত্যু সংক্রান্ত এ তথ্য জোগাড় করা হয়েছে। এর আগে ইরাকী সরকার সহ বিভিন্ন সংগঠন ইরাক যুদ্ধের পর নিহত মানুষের সংখ্যার ব্যাপারে যে অনুমান করেছে, এ সংখ্যা সে সব কিছুকেই ছাড়িয়ে গেছে। সমীক্ষায় বলা হয়, ইরাকে মোট নিহত ৬ লাখ ৫৫ হাযারের মধ্যে ৬ লাখ ১ হাযার মানুষ মারা গেছে সহিংসতার কারণে। আর বাকীরা মারা গেছে রোগসহ নানা কারণে। অর্থাৎ পুরো ইরাকে প্রতিদিন গড়ে ৫০০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

ইরাকে সহিংসতা বন্ধে শী'আ-সুন্নী চুক্তি

ইরাকে জাতিগত সহিংসতা বন্ধে সঊদী আরবের পবিত্র মক্কা নগরীতে গত ২০ অক্টোবর শী'আ-সুন্নী নেতারা একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। ৫৭ জাতির 'ওআইসি' আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ইরাকের ২৯ জন শী'আ ও সুন্নী নেতা উপস্থিত ছিলেন। দুই গোষ্ঠীর চারজন ১০ দফা এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তিতে দুই গোষ্ঠীর পবিত্র স্থানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সহ ইরাকের ভৌগলিক অখণ্ডতা বজায় রাখতে এবং নিরপরাধ বন্দীদেরকে ছেড়ে দেয়ার আহ্বান জানান হয়েছে। 'ওআইসি'র নেতারা বলেছেন, এ চুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টিতে ইরাকী প্রধানমন্ত্রী নূরী আল-মালিকি এবং অন্য মন্ত্রীদের সমর্থন রয়েছে। তারা উভয় পক্ষকে এ চুক্তি মেনে চলার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানান।

পাকিস্তানে ভূমিকম্পকবলিত লাখ লাখ মানুষ এখনো তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছে

এক বছর আগে ২০০৫ সালের ৮ অক্টোবর উত্তর পাকিস্তানে যে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল তার ক্ষয়-ক্ষতি সেখানকার মানুষ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেনি। সম্ভব হয়নি নতুন করে বাড়ী-ঘর নির্মাণ করে নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে পাবার। আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলি বলছে, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে লাখ লাখ লোক এখনও গৃহহীন অবস্থায় তাঁবুতে দিন কাটাচ্ছে। এর ফলে এবারের তীব্র শীতের সময়টা তাদের বড়ই কষ্টের মধ্যে কাটাতে হবে। গত বছরের ভূমিকম্পে ৭৩ হাযারেরও বেশী লোক নিহত হয়, দু'লাখ বাড়ী ভেঙ্গে যায়, সাড়ে ছ'হাযার স্কুল ধসে পড়ে, বহু রাস্তা ও সরকারী ভবন মাটির তলায় চাপা পড়ে। এ ভূমিকম্পের পর প্রায় ২৮০ কোটি মার্কিন ডলার অর্থ সাহায্য হিসাবে সংগৃহীত হ'লেও তার এক তৃতীয়াংশ এখনও ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলে পৌঁছেনি। পাকিস্তান সরকারের দাবী তারা প্রায় ছ'হাযার পরিবারকে বাড়ী বানানোর সাহায্য দিলেও বেশীরভাগ লোকেরই অভিযোগ তারা এই সাহায্য পায়নি। ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত ছ'হাযার স্কুলের অবস্থার কোন পরিবর্তন হয়নি। ফলে শিশুদের এখনও খোলা আকাশের নীচে বা তাঁবুতে ক্লাশ করতে হয়।

ভারত ও পাকিস্তান শাসিত কাশ্মীরের দু'দিকেই সরকারী কর্মকর্তারা পুনর্গঠন ও পুনর্বাসনের দাবী করলেও ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলগুলি জুড়ে রয়েছে সারি সারি তাঁবু আর মানুষের অমানুষিক অবস্থার স্থায়ী প্রদর্শনী। দুঃসহ জীবনযাত্রার মধ্যে অনেকেই আজও চোখ বুঝলে সেদিনের ভয়াবহ স্মৃতির তাড়নায় শিউরে উঠেন। এক বছর আগে মাটি চাপা পড়ে নিহত পরিজনদের মনে করে তাদের চোখের পানি আজও বাধ মানে না।

নাইজেরিয়ায় বিমান দুর্ঘটনায় নিহত ১০৪

নাইজেরিয়ার রাজধানী আবুজায় গত ২৯ অক্টোবর এক ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনায় ১০৪ জন যাত্রী নিহত হয়েছে। এদের মধ্যে রয়েছেন নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ মুসলিম ধর্মীয় নেতা ও সুকোতো রাজ্যের সুলতান মুহাম্মাদ ম্যাক্সিতু। বিমানটিতে ১১০ জন যাত্রী ও ক্রু ছিল। মাত্র ৬ জন প্রাণে বেঁচে গেছেন। লাগোস থেকে সোকোতোগামী বিমানটি আবুজায় কয়েকজন যাত্রীকে নামিয়ে দিয়ে আবার রওয়ানা দেয়। রওয়ানা দেয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই পাইলট বিমানটির নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে এ দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতদের মধ্যে আরো ছিলেন সুকোতোর ডেপুটি গভর্ণর, শিক্ষা কমিশনার ও দু'জন সিনেটর।

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

ক্যান্সার নির্মূলকারী ভাইরাস

জিনগতভাবে পরিবর্তিত একটি ভাইরাস ক্যান্সার কোষ নির্মূল করতে সক্ষম হবে। গত ১৯ অক্টোবর দক্ষিণ কোরিয়ান বিজ্ঞানীরা এ কথা জানান। এ সম্পর্কিত গবেষণার ফল গত ১৮ অক্টোবর আমেরিকার 'ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউটে'র জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা মানুষের শরীরে ঠাণ্ডাজনিত বিভিন্ন সমস্যার জন্য দায়ী এডেনো ভাইরাস নিয়ে গবেষণা করেন। তারা এ ভাইরাসের জিনগত পরিবর্তন করে এটিকে মানুষের শরীরে রিলাক্সিন হরমোন উৎপাদনকারী জিনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করেন। তারপর এটিকে যখন ক্যান্সারজনিত টিউমারের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় তখন তা দ্রুতগতিতে বাড়তে থাকে এবং ক্যান্সার কোষগুলিকে ধ্বংস করে। বিজ্ঞানীরা জানান, নতুন এডেনো ভাইরাস শুধু ক্যান্সার কোষকেই টার্গেট করে, সাধারণ কোষের কোন ক্ষতি করে না।

গবেষণায় দেখা গেছে, ৬০ দিনের মধ্যে তিন দফা ভাইরাস ইনজেকশনের মাধ্যমে ব্রেণ, লিভার, ফুসফুস এবং ডিম্বাশয়ের ৯০ ভাগেরও বেশি ক্যান্সার কোষ নির্মূল করা সম্ভব হয়েছে।

বন্যা সহনীয় ধান উদ্ভাবন

বিশ্বের যে কোন স্থানে উৎপাদিত ধান শীঘ্রই সম্পূর্ণভাবে বন্যা সহনীয় হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয় (ডেভিস ক্যাম্পাস) ও ফিলিপাইনে অবস্থিত 'আন্তর্জাতিক ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটে'র বিজ্ঞানীদের সহায়তায় ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রিভারসাইড ক্যাম্পাস জিন বিশেষজ্ঞরা এক গবেষণায় নতুন এ ধরনের বন্যা সহনীয় ধান উদ্ভাবন করেছেন।

যুক্তরাষ্ট্রের কৃষি বিভাগ ও যুক্তরাষ্ট্র আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা (ইউএসএআইডি)-এর অর্থায়নে এই গবেষণা পরিচালিত হয়।

ক্যালিফোর্নিয়ায় উদ্ভাবিত এই ধানে বন্যা সহ্য করে টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য সংযোজন করে গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, বিশ্বে যে কোন জাতের ধান আকস্মিক বন্যায় তলিয়ে যাবার পরেও কিভাবে টিকে থাকতে পারবে। ঐ গবেষকগণই প্রথম ভারতীয় একটি নির্দিষ্ট জাতের ধানের জিন শনাক্ত করতে সক্ষম হন, যা ঐ জাতের ধানকে দুই সপ্তাহের অধিক সময় ধরে সম্পূর্ণভাবে ডুবে যাওয়ার পরও টিকিয়ে রাখে।

বিশ্বের তিনশ' কোটির বেশী মানুষের প্রধান খাদ্য জমিতে আটকে থাকা পানিতেই ভালভাবে বেড়ে ওঠে। তবে তা চার দিনের বেশী সম্পূর্ণভাবে পানিতে তলিয়ে থাকলে মরে যায়। পানিতে ডুবন্ত অবস্থায় অক্সিজেন এবং কার্বনডাই অক্সাইডের সরবরাহের অভাব ঘটে। ফলে ধানের সালোক সংশ্লেষণ ও শ্বাসক্রিয়ায় ব্যাঘাত ঘটে।

গবেষকগণ ভারতীয় এবং ক্যালিফোর্নিয়া ধানের মধ্যে ক্রস-পরাগায়নের মাধ্যমে ভারতীয় ধানের নির্দিষ্ট জিনগুলিকে ক্যালিফোর্নিয়া ধানের মধ্যে স্থানান্তর করেন এবং ধানের কয়েক প্রজন্ম ধরে শঙ্করায়ন প্রক্রিয়া চালিয়ে যান, যাতে বন্যা সহনীয়তার জন্য সংশ্লিষ্ট জিনগুলি প্রতিস্থাপন করা যায়। ফলে ক্যালিফোর্নিয়া জাতের ধান বন্যায় পুরোপুরি তলিয়ে যাবার পরেও টিকে থাকতে সক্ষম হয়।

ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের (ডেভিস ক্যাম্পাস) জিন বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক জুলিয়া বেইল সিরিসের নেতৃত্বে পরিচালিত ঐ গবেষণার সাথে সংশ্লিষ্ট গবেষকগণ জিন বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে প্রায় অভিন্ন দু'টি ক্যালিফোর্নিয়া জাতের ধানের মূল্যায়ন করেন। এগুলি হচ্ছে- বন্যা সহ্য অক্ষম আদি জাত এবং নতুন বন্যা সহনীয় জাত।

মূল্যায়নে দেখা যায় যে, বন্যা সহনীয় জাত পানিতে তলিয়ে গেলে তার নির্দিষ্ট জিনের প্রভাবে কোষগুলিতে প্রতিক্রিয়া ঘটে। কোষ বিপাকতন্ত্র ও কোষ বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও পরিবর্তন ঘটে। এই জিনের প্রভাবে ধানের গাছের পাতায় শর্করা সঞ্চিত থাকে এবং ধান গাছ নিয়ন্ত্রিত হয়ে বৃদ্ধি পায়।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে ইলেক্ট্রনিক ট্যাগ

ইলেক্ট্রনিক ট্যাগের সাহায্যে এয়ারপোর্টে যাত্রীদের পিছু নেয়ার চেষ্টা চলছে। সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধের জন্যই এ পদক্ষেপ। পরীক্ষামূলকভাবে এ ধরনের একটি প্রযুক্তি চালু হ'তে যাচ্ছে। এ সংক্রান্ত গবেষণাটি হচ্ছে ইউনিভার্সিটি কলেজ অব লন্ডনে।

অপট্যাগ নামে এ গবেষণা প্রকল্পের নেতৃত্বে আছেন ডঃ পল ব্রেনান। তিনি বলেন, মূল ধারণাটি হ'ল, যে কোন এয়ারপোর্টে চলমান ক্যামেরা এবং আরএফআইডি (রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি আইডি) ট্যাগ রিডার্স-এর সমন্বয়ে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে তোলা সম্ভব। এটি টার্মিনালের বিভিন্ন ভবনে যাত্রীদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করবে। এয়ারপোর্টে যাত্রীদের চেক-ইনের সময়ই প্রত্যেকের সঙ্গে একটি ট্যাগ জুড়ে দেয়া হবে। এ ইলেক্ট্রনিক ট্যাগের সাহায্যে পাওয়া তথ্য এবং ভিডিও চিত্রই দেবে অধিকতর নিরাপত্তা।

তবে এ পযুক্তি চালু হওয়ার আগে কয়েকটি সমস্যা দূর করতে হবে। কোন যাত্রী যাতে সবার অজান্তে তার ট্যাগ সরিয়ে ফেলতে অথবা অন্যের সঙ্গে বদলাতে না পারেন তা নিশ্চিত করা সম্ভব হ'লেই এ প্রকল্প সফল হ'তে পারে। হাঙ্গেরির ডেব্রিসেন এয়ারপোর্টে আপাতত পরীক্ষামূলকভাবে এ ব্যবস্থা চালু হচ্ছে।

রোগ নির্ণয়ে নতুন সফটওয়ার উদ্ভাবন

ভারতের লুধিয়ানার ডাঃ এসসি গার্গ উদ্ভাবন করেছেন রোগ নির্ণয়ের নতুন সফটওয়ার। এখন মাউসে ক্লিক করলেই অসুস্থ ব্যক্তির সঠিক রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে। ১৫ বছর লাগাতার গবেষণার পর সম্প্রতি প্রায় আড়াই হাযার রোগ চিহ্নিত করতে সক্ষম সফটওয়ারটির কাজ শেষ করেছেন ডাঃ গার্গ। তিনি তার এ আবিষ্কারের নাম দিয়েছেন 'ডায়াগনস্টিক ক্লিনিক কম্পেনডিয়াম মেডিকেল সফটওয়ার' (ডিসিসিএমএস)। আলট্রা সাউন্ড, সিটিস্ক্যান, ইসিজি এবং এমআরআইয়ের মত রোগ নির্ণয় পদ্ধতি যেভাবে কাজ করে একই রকম প্রযুক্তিতে কাজ করবে 'ডিসিসিএমএস'। ২,৪০০ ধরনের রোগ নির্ণয় করা সম্ভব হবে এর মাধ্যমে। রোগীর মেডিকেল রেকর্ড রক্ষার কাজেও অনেক সুবিধা পাওয়া যাবে এ পদ্ধতিতে।

www.ahlehadeethbd.org

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

রহনপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ৯-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ডাকবাংলা পাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে স্থানীয় জালিবাগান হাফেযিয়া মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ আব্দুল কবীর ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে একই মাদরাসার ছাত্র মুহাম্মাদ জুয়েল রানা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জালিবাগান শাখা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আব্দুছ ছামাদ।

চাঁপাই নবাবগঞ্জ ১১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার যৌথ উদ্যোগে শহরের পিটিআই মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আবদুল্লাহ্র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা তাছাদ্দুক হোসাইন, অর্থ সম্পাদক মাওলানা আব্দুল লতীফ প্রমুখ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র মসজিদের মুওয়াযযিন মুহাম্মাদ আব্দুস সাত্তার ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন 'যুবসংঘ'-এর কর্মী মুহাম্মাদ ফায়যুয যুহা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন। বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত তিন শতাধিক কর্মী ও সুধী সমাবেশে যোগদান করেন।

গাংনী, মেহেরপুর ১৬ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ১০-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মেহেরপুর যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় সাহারবাটি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ও কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি আলহাজ্জ হাসানুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক জনাব তরীকুযযামান, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুন নূর, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আবদুল মুমিন, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ শাহাবুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক রেযাউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ। সমাবেশে মেহেরপুর যেলার বিভিন্ন এলাকা ছাড়াও পার্শ্ববর্তী চুয়াডাঙ্গা যেলা থেকে তিন শতাধিক কর্মী ও সুধী অংশগ্রহণ করেন।

ঝিনাইদহ ১৬ অক্টোবর সোমবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় ডাকবাংলা বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাষ্টার নূরুল হুদা, সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আযীয, অর্থ সম্পাদক মাওলানা মফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল খালেক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ মিলন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল আহাদ প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্র ইমরান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে 'সোনামণি' চোরকোল শাখার সদস্য মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৭ অক্টোবর মঙ্গলবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুষ্টিয়া (পশ্চিম) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে স্থানীয় কিশোরী নগর উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আবদুল হালীম। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক জনাব আমীরুল ইসলাম মাষ্টার ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন সাদ্দাম হুসাইন।

পাকুড়িয়া, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৮ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ যোহর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাকুড়িয়া (ভাঙ্গাপাড়া) শাখার উদ্যোগে পাকুড়িয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী

www.ahlehadeethbd.org

সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন আবদুস সালাম এবং ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আরমান আলী।

মুহাম্মদপুর, দৌলতপুর, কুষ্টিয়া ১৮ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মুহাম্মাদপুর চর এলাকার যৌথ উদ্যোগে মুহাম্মদপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের বক্তব্য রাখেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ মুহসিন আলী। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, রাজশাহীর ছাত্র হেলালুদ্দীন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আরমান আলী।

পাংশা, রাজবাড়ী ২০ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ২-টায় মৈশালা পাঠাগারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজবাড়ী যেলার যৌথ উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা মকবুল হোসাইন ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর প্রশিক্ষণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ। সমাবেশে আরো উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রঊফ, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল বারী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ বেলালুদ্দীন, অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আতাউর রহমান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ কামরুল ইসলামকে সভাপতি, মুহাম্মাদ আহসান খাঁনকে সহ-সভাপতি এবং মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

রাজশাহী ৬ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৩-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার উদ্যোগে নগরীর সাফাওয়াং কমিউনিটি সেন্টারে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ইদ্রীস আলী, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, প্রচার সম্পাদক ডাঃ মনছূর আলী, রাজশাহী মহানগরীর সভাপতি মাওলানা ইউনুসুর রহমান, 'আহলেহাদীছ আইনজীবী পরিষদ' রাজশাহী যেলার আহ্বায়ক এ্যাডভোকেট জার্জিস আহমাদ প্রমুখ।

উল্লেখ্য যে, একই দিন সকাল ১০-টায় উক্ত স্থানে যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ। যেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেন।

ঘোড়াঘাট, দিনাজপুর ৬ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার যৌথ উদ্যোগে যেলার নূরপুর সালাফিয়া মাদরাসা ময়দানে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহ্হাব শাহ -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ইমামুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়ারেছ, অর্থ সম্পাদক জনাব মমদেল হুসাইন, রাঘবেন্দ্রপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আনোয়ারুল হক, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আবু বকর প্রমুখ। আলোচনা সভায় প্রায় তিন শতাধিক কর্মী ও সুধী উপস্থিত ছিলেন।

ঢাকা ৭ অক্টোবর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঢাকা যেলার যৌথ উদ্যোগে মহানগরীর ৬৮ নং ওয়ার্ড হাজী জুম্মন কমিউনিটি সেন্টারে 'স্বাস্থ্যরক্ষায় ছিয়ামের অবদান' শীর্ষক আলোচনা সভা ও এক ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ তাবলীগে ইসলাম'-এর সেক্রেটারী জেনারেল মাওলানা শামসুদ্দীন সিলেটী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ ও সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ।

www.ahlehadeethbd.org

অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক ও আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদের সদস্য মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি হাফেয আবদুল্লাহ আল-মা'ছূম, রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শামসুল আলম, আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদের সদস্য মাওলানা আখতার মাদানী, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ শফীকুল ইসলাম, নাজিরা বাজার বড় জামে মসজিদের খতীব হাফেয শামসুল হক শিবলী, বায়তুল মা'মূর জামে মসজিদের খতীব মাওলানা শামসুর রহমান আযাদী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী আলহাজ্জ আবদুর রহমান, সুরিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের সভাপতি মুহাম্মাদ রওশন আলম, মালিটোলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদের ইমাম হাফেয আব্দুল হামীদ প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, জঘন্য মিথ্যাচার ও জাতীয় প্রতারণা করে উপমহাদেশের শীর্ষস্থানীয় খ্যাতিমান শিক্ষাবিদ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর মুক্তি এখন গণদাবীতে পরিণত হয়েছে। তিনি আমীরে জামা'আতকে মুক্তি দিয়ে আহলেহাদীছের উপর আরোপিত সকল অপবাদ ও মিথ্যা অভিযোগ তুলে নেওয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

আলোচনা সভায় বক্তাগণ বলেন, স্বাস্থ্য রক্ষায় ছিয়াম গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। রামাযানের মুখ্য উদ্দেশ্য মানুষকে পাপ মুক্ত করা। এ মাস তওবা কবুলের মাস । তাই এ মাসে জোট সরকারের উচিত ডঃ গালিবের মত দেশবরেণ্য আলেমকে মুক্তি দিয়ে জাতির কাছে ক্ষমা চাওয়া।

যুবসংঘ

মিছিল ও সমাবেশ

সাতক্ষীরা ২৩ সেপ্টেম্বর শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে শহরের শহীদ আব্দুর রাযযাক পার্ক থেকে মাহে রামাযানের পবিত্রতা রক্ষার দাবীতে এক বিশাল মিছিল বের হয়। প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও যেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত সংগঠনের শত শত নেতা-কর্মী মিছিলে যোগদান করেন। মিছিলটি শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে নিউমার্কেট চত্বরে এক পথসভায় মিলিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পথসভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম আযীযুল্লাহ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আযীযুর রহমান, আইন উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান প্রমুখ।

অনুষ্ঠানে বক্তাগণ বলেন, পবিত্র মাহে রামাযান সমগ্র মানব জাতির ইহকালীন ও পরকালীন মুক্তির দিশারী হিসাবে প্রতি বছর আগমন করে। অথচ এই মাহে রামাযানকে সামনে রেখে সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ও দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। সরকারের দুর্নীতির কারণে দেশ আজ আন্তর্জাতিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন। দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার নিজেদের অপকর্ম আড়াল করার জন্য মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে আটক রেখে নিজেদেরকে ষড়যন্ত্রকারী ও দুর্নীতিবাজ হিসাবে চিহ্নিত করেছে। জাতির সামনে আজ ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচিত হয়েছে। বক্তাগণ অবিলম্বে ডঃ গালিব সহ সকল নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতা-কর্মীর নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান।

বক্তাগণ রামাযান উপলক্ষ্যে দিনের বেলা হোটেল-রেঁস্তোরা বন্ধ, বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ স্বাভাবিক রাখা এবং নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্য স্থিতিশীল রাখার জন্য সরকার, ব্যবসায়ী ও সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

সাতক্ষীরা ১১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা সিটি কলেজ শাখার উদ্যোগে কলেজ ক্যাম্পাসে এক বিশাল মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। কলেজ শাখার সভাপতি মুহাম্মাদ মা'ছূম বিল্লাহ্‌র নেতৃত্বে পরিচালিত মিছিলটি বিজ্ঞান ভবন থেকে শুরু করে প্রতিটি হল কয়েকবার প্রদক্ষিণ শেষে পুনরায় বিজ্ঞান ভবনের সামনে এসে পথসভায় মিলিত হয়। কলেজ শাখার সভাপতি মা'ছূম বিল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় বক্তব্য পেশ করেন সাতক্ষীরা সদর শাখা 'যুবসংঘ' -এর সভাপতি জনাব রজব আলী, সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সিটি কলেজ শাখার সেক্রেটারী শাহেদ আলম ও অত্র কলেজ ছাত্র কামরুল ইসলাম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, মানব রচিত বিধান প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে এদেশের রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় ছাত্র সংগঠনগুলি চরম প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠেছে। তারা বিভিন্ন ধরনের ধ্বংসাত্মক ও আক্রমণাত্মক কার্যক্রম সহ ভাংচুর, অগ্নিসংযোগ এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত শিক্ষকদের হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের সরকারের একটি অংশ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ ভেবে ষড়যন্ত্র করে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে** কারারুদ্ধ করিয়েছে। সরকারও অপরের কানভাঙ্গানীতে ডঃ গালিবকে আজো বন্দী রেখে নির্যাতন করছে। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির জোর দাবী জানান।

কর্মী ও সুধী সমাবেশ

সাতক্ষীরা, ২৯ সেপ্টেম্বর শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার সোনাবাড়িয়া বাজার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সোনাবাড়িয়া এলাকার উদ্যোগে এক ছাত্র ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মাওলানা মোতালিব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর মুহাম্মাদ নযরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ

www.ahlehadeethbd.org

হোসাইন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান ও আইন উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট যিল্লুর রহমান। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক আব্দুল গফুর, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফ্ফর রহমান, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়া, বাঁকাল, সাতক্ষীরা-এর পরিচালক মাওলানা আহসান হাবীব প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন কোনদিন রাজনীতি বিমুখ ছিল না। ভারত উপমহাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আহলেহাদীছগণের ভূমিকা ছিল গৌরবোজ্জ্বল। আহলেহাদীছগণ প্রচলিত নোংরা রাজনীতির সংশোধন চায়। তিনি অতীতের গৌরবময় ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আহলেহাদীছদেরকে জাতীয় রাজনীতিতে ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, আলোচনা শেষে মুহাম্মাদ আরীফুর রহমানকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াহীদকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সোনাবাড়িয়া কলেজ শাখা 'যুবসংঘ'-এর কমিটি গঠন করা হয়। অপরদিকে মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইনকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আরীফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ১১ সদস্য বিশিষ্ট সোনাবাড়িয়া ওমর ইবনুল খাত্তাব মাদারাসার শাখা কমিটি গঠন করা হয়।

নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর ১১ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য বাদ এশা রাঘবেন্দ্রপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' দিনাজপুর (পূর্ব) সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রাঘবেন্দ্রপুর এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব আনোয়ারুল হক -এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম। সমাবেশে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয আশরাফুল ইসলাম ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আহসান হাবীব।

সামাবেশ শেষে মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলামকে সাধারণ সম্পাদক করে ৫ সদস্য বিশিষ্ট রাঘবেন্দ্রপুর শাখা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

কালাই, জয়পুরহাট ১৮ অক্টোবর বুধবারঃ অদ্য দুপুর ১-টা ৩০ মিনিটে কালাই কমপ্লেক্স আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে এক কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি জনাব মুছতফা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শহীদুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব আনীসুর রহমান তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান ও অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ সাইফুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা সেলিমুল্লাহ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম প্রমুখ।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, জোট সরকারের শরীক তথাকথিত একটি ইসলামী দলের প্ররোচনায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দকে গ্রেফতার করে যারপর নেই হয়রানি করা হয়েছে। নির্দোষ বলার পরেও আমীরে জামা'আতকে এখনো মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না। এরচেয়ে বড় যুলুম আর কি হ'তে পারে? অতএব দেশের আহলেহাদীছ জনতাকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই যুলুমকে প্রতিহত করতে হবে। তিনি আমীরে জামা'আতের মুক্তির জোর দাবী জানান।

উল্লেখ্য, অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে সভাপতি, মাওলানা মুহাম্মাদ সেলিমুল্লাহকে সহ-সভাপতি ও মুহাম্মাদ আবু মূসাকে সাধারণ সম্পাদক করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট যেলা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা

বিরস্তইল, রাজশাহী ৬ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' বালিয়াডাঙ্গা শাখার উদ্যোগে এক ইফতার মাহফিল ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী মহানগর 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল হাদী। অনুষ্ঠানের সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র মুহাম্মাদ ওয়াসিম আকরাম।

উক্ত অনুষ্ঠানে মুহাম্মাদ ওয়াসিম আকরামকে সভাপতি ও মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নানকে সাধারণ সম্পাদক করে ৭ সদস্য বিশিষ্ট বালিয়াডাঙ্গা ও বিরস্তইল এলাকা কমিটি পুনর্গঠন করা হয়।

চন্দ্রপুকুর, রাজশাহী ১৩ অক্টোবর শুক্রবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় চন্দ্রপুকুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চন্দ্রপুকুর শাখার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় 'যুবসংঘ'-এর প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ আবদুল হাদীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ তোযাম্মেল হক।

www.ahlehadeethbd.org

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ক্বওমী মাদরাসার দাওরা সনদের স্বীকৃতিঃ জোট সরকারের ভোট ব্যাংক অক্ষুণ্ন রাখার দুরভিসন্ধি নয়তো?

একথা অনস্বীকার্য ও চিরসত্য যে, ক্বওমী মাদরাসা ইসলামের প্রকৃত ও বুনিয়াদী শিক্ষাকে এই আধুনিক কালেও অম্লান করে রেখেছে। সহস্রাব্দের ঐতিহ্যবাহী এই মহান শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্ব অপরিসীম। অবকাঠামোগত উন্নয়ন ও শিক্ষার আড়ম্বরতা বলতে আমরা যা বুঝি তা হয়ত এই ধারাতে অনেকটাই অনুপস্থিত। কিন্তু ইসলামের পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা ক্বওমী মাদরাসাতেই অনেকটা বিদ্যমান। এর স্বীকৃতি অবশ্যই প্রয়োজন। তবে তা বাস্তবায়ন করা কি এত সহজেই সম্ভব?

সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর শরীক দল ইসলামী ঐক্যজোটের চাপে ক্বওমী মাদরাসার দাওরাকে এম.এ-র সমমান দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। কিন্তু এই ঘোষণা সরকারের অন্তিম মুহূর্তে কেন? ক্বওমী মাদরাসার স্বীকৃতি প্রধানমন্ত্রী যত সহজে দিয়েছেন তত সহজে আইনী প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তা বাস্তবায়ন সম্ভব হবে না। আলিয়া মাদরাসার মান পাওয়ার ক্ষেত্রে যে দীর্ঘসূত্রিতা, ফাযিলকে স্নাতক ও কামিলকে স্নাতকোত্তর মান দানের যে আইনী প্রক্রিয়া সেই আলোকে প্রমাণিত হয় যে, ক্বওমী মাদরাসার স্বীকৃতির ঘোষণা রাজনৈতিক দুরভিসন্ধিও বটে! শেষ মুহূর্তে এই ঘোষণার মাধ্যমে হাযার হাযার ক্বওমী মাদরাসার শিক্ষক-ছাত্রদের সমর্থন যাতে আগামী নির্বাচনে পাওয়া যায় এবং পুনরায় ক্ষমতায় আসতে জোটের ভোট ব্যাংক যেন অক্ষুণ্ন থাকে, সেজন্যই এই ঘোষণা। এটা চিন্তা করলে সহজেই অনুমান করা যায় যে, প্রধানমন্ত্রীর কাছে যাদুর প্রদীপ নেই যে, এক ঘোষণাতেই দাওরা এম.এ-র মান পেয়ে যাবে। বরং তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশেষজ্ঞ কমিটি দ্বারা যাচাই-বাছাই করতঃ চূড়ান্ত করতে যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন। সরকার এই বিষয়ে সত্যিই আন্তরিক হ'লে এ ঘোষণা আরো দুই-তিন বছর পূর্বে দিতে পারতেন?

যদিও ফাযিল-কামিলের মান শেষ মুহূর্তে হয়তো দিয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু ফাযিল-কামিলের মান ও দাওরার মান এক বিষয় নয়। কেননা ফাযিল-কামিলের পাঠ্যক্রম, শিক্ষার কাঠামো এবং এর একাডেমিক ব্যবস্থাপনা, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার সাথে সরকার ও শিক্ষা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সুপরিচিত। আলিয়ার শিক্ষা কাঠামো পাকিস্তান আমল হ'তে পর্যায়ক্রমে বর্তমান অবস্থানে এসেছে। ফাযিল-কামিল মান পেলে এই শিক্ষা তার পূর্ণাঙ্গ রূপ হয়তো লাভ করবে। পক্ষান্তরে ক্বওমী মাদরাসার শিক্ষাব্যবস্থা অতি প্রাচীন হ'লেও এর পাঠ্যক্রম একেক মাদরাসায় একেক রকম। কিছু মাদরাসা নিয়ে বিক্ষিপ্ত দু'একটা ক্বওমী মাদরাসা বোর্ড লক্ষ্য করা গেলেও সেখানে প্রশাসনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা অস্পষ্ট। অভিন্ন সিলেবাস, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত বিষয়ে কোন সুস্পষ্ট নীতিমালা পরিলক্ষিত হয় না। এমনকি বহু ক্বওমী মাদরাসায় মাতৃভাষার চর্চা পর্যন্ত ঠিকমত হয় না।

তারপর প্রশ্ন থাকে, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক স্তর যথাযথ নির্ণয় না করে কিভাবে দাওরাকে এম.এ-র মান প্রদান করা সম্ভব? বরং মান প্রদানের ঘোষণার পূর্বে ক্বওমী মাদরাসা নিয়ে শিক্ষা জরিপ, শিক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষজ্ঞ (কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী/ইসলামী শিক্ষার অধ্যাপক ও বিভিন্ন প্রসিদ্ধ দাওরা মাদরাসার মুহতামিমগণ সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড) দ্বারা এর কাঠামো নির্ণয় করার কি প্রয়োজন ছিল না? যেমনটি ফাযিল-কামিলের মান প্রদানের জন্য বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। এই ঘোষণার মাধ্যমে হয়তো কাগজে-কলমে মান থাকতে পারে কিন্তু সে ক্ষেত্রে আন্তরিকতার অভাব থাকলে বাস্তবে তা মানহীন হয়েই থাকবে।

অতঃপর এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখযোগ্য, আমাদের দেশে প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছের বসবাস। তাদের পরিচালিত শত শত ক্বওমী মাদরাসা কি সেই আওতায় পড়বে? কেননা মাযহাবী মাদরাসাগুলির সাথে তাদের সিলেবাসের ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। অথচ আহলেহাদীছ মাদরাসা সমূহের অধিকাংশ মাদরাসায় বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম অনুসারে পাঠদান করা হয়। যার ফলে তাদের অনেক ছাত্র ছানুবিয়া (উচ্চ মাধ্যমিক) উত্তীর্ণের পর মদীনায় আবেদন করে থাকেন এবং 'লিসান্স' (স্নাতক)-এ ভর্তির সুযোগ পান। এ ক্ষেত্রে ঐসব মাদরাসার সনদের মানসহ পৃথক বোর্ড/বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠারও সুযোগ দান সরকার ও শিক্ষা প্রশাসনের দায়িত্ব হওয়া উচিৎ। আহলেহাদীছ মাদরাসা সমূহে বাংলা, ইংরেজী ও গণিতসহ আধুনিক শিক্ষার চর্চাও বহু পূর্ব হ'তে চালু আছে। যা অন্য ক্বওমী মাদরাসায় নেই। এর পিছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে এ দেশের মুসলিম সাংবাদিকতার জনক খ্যাতিমান আহলেহলেহাদীছ ব্যক্তিত্ব মাওলানা আকরম খাঁ, আব্দুল্লাহিল কাফী আল-কুরায়শী, মাওলানা আহমাদ আলী, আব্দুল্লাহিল কাফী, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ মুহাম্মাদ আব্দুল বারী বহু আহলেহাদীছ মাদরাসা পরিচালনা করেছেন ও পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন। বর্তমানেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের স্বনামধন্য (কারারুদ্ধ) প্রফেসর আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী চিন্তাবিদ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব প্রতিষ্ঠিত 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বিভিন্ন যেলায় বহু ক্বওমী মাদরাসা পরিচালনা করছে। তাঁদের মাদরাসা সমূহ মান পাওয়ার ক্ষেত্রে আরো অগ্রাধিকার যোগ্য বলে আমরা মনে করি। এক্ষেত্রে সরকার যদি প্রভাবিত হন তাহ'লে তারা আরেকটি মারাত্মক ভুল করবেন।

ক্বওমী মাদরাসা সনদ মান পাওয়ার হক্বদার। কিন্তু এটা অবশ্যই সময় সাপেক্ষ বলে আমরা মনে করি। কেননা আইনী প্রক্রিয়া ও যাচাই-বাছাই যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়ে এটা বাস্তবে রূপ লাভ করার জন্য অনেক সময়ের প্রয়োজন। তড়িঘড়ি করে এ ব্যাপারে কোন সিদ্ধান্ত নয় প্রয়োজনীয় সকল প্রক্রিয়া সুসম্পন্নের পর যথাযথ মান নিয়ে এটা আলোর মুখ দেখুক এটাই আমাদের প্রত্যাশা। আগামী নির্বাচনের পূর্বে তা মনে হয় সম্ভব নয়। কিন্তু সরকার বা প্রশাসন গড়িমসি করলে অন্ততঃ সরকারকে মনে রাখতে হবে এদেশে আরো নির্বাচন হবে। মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন!!

** মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল*
সুপারিনটেনডেন্ট, ভারাডাংগী দাখিল মাদরাসা
বিরল, দিনাজপুর।

www.ahlehadeethbd.org

প্রসঙ্গঃ বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা

বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষা একটি সুন্দর পরিকল্পনা। যোগ্যপ্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে এটা অনেকটা সহায়ক হ'তে পারে। এর মাধ্যমে শিক্ষা ক্ষেত্রে এক নীরব বিপ্লব সাধিত হ'তে পারে। কেননা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যোগ্যশিক্ষক নিযুক্ত হ'লে শিক্ষার্থীরা পাবে সুশিক্ষা এবং দেশ পাবে একটি শিক্ষিত জাতি। কিন্তু এই সুন্দর পরিকল্পনা সম্পর্কে দু'টি কথা না বললেই নয়।

প্রথমতঃ নিবন্ধন পরীক্ষার ফরম, সিলেবাস ও ফি বাবদ ধার্য করা হয়েছে ৪৩৫ টাকা। একজন বেকার ছেলে কিংবা মেয়ের পক্ষে এই টাকা যোগাড় করা অত্যন্ত কষ্টকর, অনেকের পক্ষে অসম্ভবও বটে। এর ফলে অনেক যোগ্যপ্রার্থী নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত হ'তে পারে। তাছাড়া এই ফি বিসিএসসহ অন্যান্য প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ফি'র চেয়ে অনেক বেশী। বিষয়টি ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ওএমআর ফরমসহ ৪টি ফরম, ১/৮ সাইজের ১৮ পৃষ্ঠার নির্দেশিকা,-১/৮ সাইজের ১২০ পৃষ্ঠার সিলেবাস বই ও পরীক্ষার ফি বাবদ নেয়া হয় মাত্র ৩৫০ টাকা। অথচ নিবন্ধন পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য ১/৬ সাইজের বসুন্ধরা ৫৫ গ্রাম বা ঐ জাতীয় কাগজে ছাপা অত্যন্ত নিম্নমানের ১ পাতার একটি ফরম ও ১/১৬ সাইজের ১১০ পৃষ্ঠার ১টি সিলেবাস বই এবং পরীক্ষার ফি বাবদ নেয়া হচ্ছে ৪৩৫ টাকা। এতে বিসিএস পরীক্ষার চেয়ে বেশী নেয়া হচ্ছে ৮৫ টাকা। সংশ্লিষ্ট জিনিসের তুলনায় কমবেশীর পার্থক্য হবে আরো অনেক বেশী। তাছাড়া বিসিএস পরীক্ষা হবে প্রিলিমিনারী, লিখিত, মৌখিক ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা এই চারটি পর্যায়ে। ঐ ৩৫০ টাকা পরীক্ষা ফি'র মধ্যে সার্বিক খরচ অন্তর্ভুক্ত। আর নিবন্ধন পরীক্ষা হবে একবারই/এক পর্যায়ে। এছাড়া বিসিএস পরীক্ষায় পাস করলে চাকরিপ্রাপ্তির শতভাগ নিশ্চয়তা থাকে। পক্ষান্তরে নিবন্ধন পরীক্ষায় সর্বাধিক নম্বর পেয়ে পাস করলেও চাকরি পাওয়ার কোন নিশ্চয়তা নেই। এক্ষেত্রে কেবল যোগ্যশিক্ষক বাছাইয়ের নাম করে বেকারদের নিকট থেকে এই বিপুল পরিমাণ অর্থ হাতিয়ে নেয়ার অভিনব কৌশলকে দুর্নীতি না বলা হ'লেও কোনক্রমেই এটা সুনীতি নয়। এটা জাতির সাথে এক ন্যক্কারজনক প্রতারণা।

দ্বিতীয়তঃ নিবন্ধন পরীক্ষার সিলেবাসে ১০০ নম্বরের আবশ্যিক বিষয় এবং ১০০ নম্বরের ঐচ্ছিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এতে পাস নম্বর নির্ধারণ করা হয়েছে ৪০। আবশ্যিক বিষয়ে গণিত, বাংলা, ইংরেজী ও সাধারণ জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এক্ষেত্রে পাটীগণিত বাদ দিয়ে কেবল বীজগণিত সিলেবাসভুক্ত করা হয়েছে। যদিও বিসিএসসহ সকল নিয়োগ পরীক্ষায় দু'টি বিষয়েই পরীক্ষা নেয়া হয়। অপরদিকে কলেজ ও আলিম/ফাযিল মাদরাসার প্রভাষক পদে নিবন্ধনের সিলেবাসে কেবল বীজগণিতের Set Theory, Theory of Equations, Calculus, Geomatry অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে H.S.C. (বিজ্ঞান গ্রুপের) পর্যায়ের। অথচ বিসিএস পরীক্ষায় (সরকারী কলেজ/মাদরাসার প্রভাষক নিয়োগের ক্ষেত্রেও) বীজগণিত-পাটীগণিত উভয় ধরনের অংক থাকে কেবল S.S.C. স্তরে পঠিত পাঠ্যপুস্তকের কিংবা ঐ মানের। যারা H.S.C./আলিম স্তরে মানবিক বিভাগ থেকে পাস করেছে, ঐ স্তরে তাদের সিলেবাসে গণিত ছিল না। কিন্তু শিক্ষক নিবন্ধন পরীক্ষায় H.S.C. লেভেলের অংক থাকলে ঐসব প্রার্থীরা উত্তর দেবে কিভাবে?

আরো একটি লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, বাংলা, ইংরেজী, ইতিহাস, ইসলামের ইতিহাস, পালি, সংস্কৃতি, আরবী/ইসলামী শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ের প্রভাষকগণ এবং আলিয়া মাদ্রাসার প্রভাষকগণ (গণিত বিষয়ের প্রভাষক ব্যতীত) গণিত বিষয়ে শিক্ষাদান করবেন না; বরং তারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে কেবল পাঠদান করবেন। তাহ'লে বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধনের সিলেবাসে অপরিকল্পিতভাবে পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত বিষয় তাদের উপরে চাপিয়ে দেয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? শিক্ষক নিবন্ধনের জন্য প্রণীত সিলেবাসে বিজ্ঞানের প্রার্থীদের পৌষ মাস আর মানবিক বিভাগের প্রার্থীদের সর্বনাশই করা হয়েছে। তাই সঙ্গত কারণেই এখানে প্রশ্ন উত্থাপিত হয় যে, এই সিলেবাস কি তাহ'লে সুচিন্তিভাবে প্রণীত হয়নি?

তৃতীয়তঃ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খেটে এই অসম সিলেবাস অধ্যয়ন করে নিবন্ধন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে শিক্ষক/প্রভাষক হওয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর এই নিবন্ধনের মেয়াদ থাকেব মাত্র ৫ বছর। এর মধ্যে কারো চাকরি না হ'লে বা না পেলে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি করতে চাইলে তাকে পুনরায় ঐ নিবন্ধন নামের প্রহসনের পরীক্ষায় পাস করে তবেই চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে হবে। এটা সুচিন্তিত কোন যৌক্তিক নীতি হ'তে পারে না। কেননা বি.এ বা এম.এ পাস করার পর ৫, ১০ কিংবা ২০ বছর পর তার ঐ সার্টিফিকেটের কার্যকারিতা শেষ হয়ে যায় না; বরং আজীবন বিদ্যমান থাকে। তাহ'লে নিবন্ধনে উত্তীর্ণ হওয়ার পর প্রত্যয়ন পত্রের মেয়াদ কেন ৫ বছর হবে? দেশে কর্মসংস্থানের অভাব রয়েছে, মেধার মূল্যায়ন যেখানে হয় না, উৎকোচ ছাড়া বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকরি হয় না, সেখানে ৫ বছরের মধ্যে চাকরি না হওয়া বিচিত্র কিছু নয়। সুতরাং সীমিত সময়ের ফ্রেমে এই নিবন্ধনের মেয়াদকে আটকে রাখা অনুচিত।

পরিশেষে বলব, বেসরকারী শিক্ষক নিবন্ধনের এই সুন্দর পরিকল্পনা আমাদের অনিয়ম, দুর্নীতি, অদূরদর্শিতা ও খেয়ালীপনার কারণে যেন ভেস্তে না যায়, সেজন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে আরো আন্তরিক হওয়ার এবং উল্লিখিত বিষয়গুলির প্রতি সুদৃষ্টি দেয়ার বিনীত অনুরোধ করছি।

-মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী।

নিজেদের রচিত অসংখ্য মাযহাব-মতবাদ, ইযম ও তরীক্বার বেড়াজালে আবেষ্টিত মানব সমাজকে আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রদর্শিত অভ্রান্ত সত্যের পথে পরিচালনার জন্যই আহলেহাদীছ আন্দোলনের প্রয়োজন।

www.ahlehadeethbd.org

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪১)ঃ জানাযার ছালাতে পায়ে পা মিলাতে হবে কি? এবং জুতা পায়ে দিয়ে জানাযার ছালাত আদায় করা যাবে কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

- ইমামুদ্দীন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ ফরয ছালাত ব্যতীত বেশ কিছু নফল ছালাত রয়েছে, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জামা'আত সহকারে আদায় করতেন। যেমন- ঈদায়ন, ইস্তিস্কা, চন্দ্র-সূর্যগ্রহণ, জানাযার ছালাত ইত্যাদি। জামা'আত শুরু করার পূর্বে তিনি কাতার সোজা করে কাঁধে কাঁধ মিলায়ে ফাঁক বন্ধ করে দাঁড়াতে বলতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৯৮)*। কাজেই জানাযার ছালাত লাইন সোজা করে কাঁধে কাঁধ ও পায়ে পা মিলিয়ে আদায় করা বিধি সম্মত।

জুতা যদি পরিষ্কার থাকে এবং কোন অপবিত্রতা লেগে না থাকে, তাহ'লে ফরয-নফল সকল প্রকার ছালাত আদায় করাতে শারঈ কোন বাধা নেই। সাঈদ ইবনু ইয়াযীদ আল-আযদী বলেন, আমি আনাস ইবনু মালেক (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, নবী করীম (ছাঃ) কি তাঁর দুই জুতা পরে ছালাত আদায় করতেন। তিনি বললেন, হ্যাঁ *(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫৬)*। কাজেই জানাযার ছালাত পাক জুতা পরে আদায় করা যায়।

প্রশ্নঃ (২/৪২)ঃ 'ইয়া আল্লাহ' 'ইয়া মুহাম্মাদ' শব্দ কেন ব্যবহার করা হয়? মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি একই সময়ে পৃথিবীর সব জায়গায় যেতে পারেন?

- আল-আমীন
তেরোখাদা, খুলনা।

উত্তরঃ আল্লাহ ও মুহাম্মাদ এই দুই নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ যোগ করে মূলতঃ আল্লাহ ও মুহাম্মাদকে আহ্বান করা হয়। অথচ আক্বীদার দিক থেকে উভয় নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্র এক নয়। আল্লাহ তা'আলা যেহেতু সর্বক্ষণ সৃষ্টিজগতের সবকিছুর খবর রাখেন, সকলেরই কথা তিনি সরাসরি শুনতে পান ও সবকিছুই তাঁর গোচরে রয়েছে, সেহেতু তাঁর ক্ষেত্রে 'ইয়া' শব্দটি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হাযির-নাযির মনে করে তাঁর নামের পূর্বে 'ইয়া' শব্দ ব্যবহার করা শিরকের পর্যায়ভুক্ত। কেননা রাসূল (ছাঃ)-এর জীবদ্দশাতেই তাঁর জ্ঞান ও ইল্‌ম সর্বক্ষেত্রে অহী ব্যতীত বিরাজিত ছিল না। মৃত্যুর পরে তো আরো সুদূর পরাহত।

সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তাকে যারা এক করে দেখাতে চায়, সেই 'নররূপে নারায়ণ তত্ত্ব' বা অদ্বৈতবাদী ও সর্বেশ্বরবাদী কুফরী দর্শনের অনুসারী কিছু বিভ্রান্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এটি চালু করা হয়েছে। সাধারণ মুসলমানের ঈমান-আক্বীদা নষ্ট করার জন্য 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' দু'টি নামকে মসজিদে, লঞ্চে, বাসের মাথায় পাশাপাশি সুন্দরভাবে লেখা হচ্ছে। আয়নায় বাঁধিয়ে ঘরে টাঙানো হচ্ছে। কাঠের লেখা বা 'শো বক্স' করে ঘরে সৌন্দর্যের উপকরণ বানানো হচ্ছে। বর্তমানে মুহাম্মাদ-এর স্থলে 'ইয়া খাজা গরীব নেওয়ায' লেখা স্থান পাচ্ছে। এমনকি শুধু 'আল্লাহ' বা 'আল্লাহ' ও 'মুহাম্মাদ' লিখিত টুপী মাথায় দিয়ে অনেকে ছালাত আদায় করছেন এবং এর মাধ্যমে তাদের ছালাত বিনষ্ট করার পাঁয়তারা চলছে। নানা অপকৌশলে শিরকী আক্বীদাকে মুসলমানের ঘরে ঘরে প্রবেশ করানোর চক্রান্ত চলছে। অতএব এগুলো থেকে সাবধান হ'তে হবে।

প্রশ্নঃ (৩/৪৩)ঃ বর্তমানে কিছু আলেম ও সাধারণ মানুষকে দেখা যায় যে, রুকূ থেকে উঠে সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাঁটু রাখে ও পরে হাত রাখে। হাঁটু আগে রাখতে হবে, না হাত আগে রাখতে হবে?

- হায়দার আলী
দক্ষিণ নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ সিজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাত রাখতে হবে এবং পরে হাঁটু রাখতে হবে। এটাই ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমাদের কেউ সিজদা করতে ইচ্ছা করবে তখন সে যেন উটের মত না বসে। বরং তার উভয় হস্তকে যেন উভয় হাঁটু রাখার পূর্বে রাখে' *(আবুদাউদ, নাসাঈ, দারেমী, মিশকাত হা/৮৯৯; 'সিজদা ও তার ফযীলত' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে ছহীহ মরফূ রেওয়ায়াত এসেছে এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সিজদা কালে উভয় হস্তকে (যমীনে) রাখতেন হাঁটুদ্বয় রাখার পূর্বে' *(দ্রষ্টব্যঃ সনদ ছহীহ, আলবানী, তাহক্বীকৃ মিশকাত ১/২৮২ পৃঃ, টীকা নং ১)*।

ইমাম আওযাঈ বলেন, আমি লোকদেরকে পেয়েছি এই অবস্থায় যে, তারা স্বীয় হস্তগুলিকে তাদের হাঁটুর পূর্বে রাখত। ইমাম মারওয়াযী উক্ত আছারটি স্বীয় 'মাসায়েল'

www.ahlehadeethbd.org

Contents

গ্রন্থে (১/১৪৭/১) ছহীহ সনদে সঙ্কলন করেছেন *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নবী (ছাঃ), পৃঃ ১৪০)*। উল্লেখ্য যে, নবী করীম (ছাঃ) সিজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু আগে রাখতেন বলে দারেমী ও সুনান চতুষ্টয়ের বরাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) থেকে মিশকাতে *(হা/৮৯৮)* যে বর্ণনাটি সঙ্কলিত হয়েছে, তা ছহীহ নয়, বরং যঈফ। তাছাড়া আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ক্বওলী ও ওয়ায়েল (রাঃ) বর্ণিত হাদীছটি ফে'লী। দলীল গ্রহণের সময় ক্বওলী হাদীছ অগ্রগণ্য হয়ে থাকে।

উল্লেখ্য যে, দুই সিজদার পরে দাঁড়ানোর সময় হাতের উপর ভর না দিয়ে দুই হাঁটুতে দুই হাত রেখে দাঁড়ানোর হাদীছগুলিও 'যঈফ' *(দ্রঃ আল্লামা যায়লা'ঈ হানাফী, নাছবুর রা'ইয়াহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩৮৯)*। একদা মালিক ইবনু হুয়াইরিছ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-এর ছালাত দেখান যে, তিনি (ছাঃ) দ্বিতীয় সিজদা থেকে মাথা তুলে বসতেন এবং যমীনের উপর ভর দিলেন, তারপর দাঁড়ালেন *(বুখারী, পৃঃ ১১৪)*। তবে কেউ অক্ষম হ'লে বা কোন ওযর থাকলে শরী'আত তাকে ছাড় দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِى الدِّيْنِ مِنْ حَرَجٍ 'ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের উপর তিনি কোন সংকীর্ণতা রাখেননি' *(হজ্জ ৭৮; আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত ১/২৮৩ পৃঃ, টীকা নং ১; ইরওয়াউল গালীল হা/৩৫৭)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪৪)ঃ আযান ও ইক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে কি 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে?

- তাযুল ইসলাম
গাছবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ আযান ও ইক্বামতের সময় 'মুহাম্মাদ' নাম শুনে 'ছাল্লাল্লা-হু আলাইহি ওয়া সাল্লাম' বলতে হবে না। বরং শ্রোতাকে মুয়ায্যিনের সাথে সাথে আযান ও ইক্বামতের ঐ শব্দগুলিই বলতে হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনু 'আছ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন তোমরা মুয়ায্যিনকে আযান দিতে শুনো, তখন সে যা বলে তোমরা তার অনুরূপ বল... *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৬৪)*।

উল্লেখ্য যে, 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ' ও 'হাইয়া 'আলাল ফালাহ' বললে শ্রোতাকে 'লা হাওলা ওয়ালা কুউওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' বলতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৮)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪৫)ঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনে কোন পার্থক্য আছে কি?

- সিরাজুল ইসলাম
মানিকহার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মহিলা ও পুরুষের কাফনের কাপড়ে কোন পার্থক্য নেই। উভয়ের কাফন হচ্ছে সমপরিমাণ তিনটি কাপড়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে কাফন দেয়া হয়েছিল তিনটি ইয়ামনী সাদা সুতী কাপড়ে। যাতে জামা ও পাগড়ী ছিল না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১৪৩ 'জানাযা' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, মহিলাদেরকে পাঁচটি কাপড় দিতে হবে বলে যে হাদীছ পেশ করা হয় তা যঈফ *(যঈফ আবুদাউদ, হা/৬৯১)*। ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী ইমাম শাওকানীর বক্তব্য উল্লেখ করে বলেন, কাফনের সংখ্যায় কোন নির্ভরযোগ্য হাদীছ নেই একমাত্র আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীছ ব্যতীত। যা বুখারী ও মুসলিমে রয়েছে। কাজেই এর উপর আমল করাই উত্তম *(মির'আতুল মাফাতীহ 'জানাযা' অধ্যায় ৫/২৪৩-২৪৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪৬)ঃ কালেমার সংখ্যা কয়টি ও কি কি?

- মনীরুযযামান
আনন্দ নগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ মূলতঃ কালেমার কোন প্রকার বা সংখ্যা নেই। কালেমা হিসাবে বিভিন্ন শব্দে হাদীছের গ্রন্থগুলিতে বর্ণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের বিদ্বানগণ ঐ শব্দগুলির বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য করে কালেমার বিভিন্ন নামকরণ করেছেন (যেমন কালেমা তাইয়েবাহ্, শাহাদত, তাওহীদ, তামজীদ ইত্যাদি)। এটি ইজতেহাদী বিষয়। তবে কালেমা তাইয়েবা ও শাহাদাত কুরআন-সুন্নায় ব্যবহৃত হয়েছে *('আরবী ক্বায়েদা' দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৭/৪৭)ঃ সালাম ফিরানোর পর কুরআনের আয়াত 'ফাকাশাফনা 'আনকা গিত্বা-আকা' ...পড়ে চোখে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে দলীল জানতে চাই।

- আব্দুস সালাম
নশীপুর, গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ সালাম ফিরানোর পর আলোচ্য আয়াতাংশ পড়ে চোখে ফুঁক দেয়া সম্পর্কে কোন দলীল পাওয়া যায় না। তবে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'আমি কুরআন নাযিল করেছি, যা মুমিনের জন্য শেফাদানকারী ও রহমত স্বরূপ'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা ফাতেহা, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাসকে বিভিন্ন রোগের শেফার জন্য ব্যবহার করেছেন, যা একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত। তবে নির্দিষ্টভাবে উক্ত সময়ে উক্ত দো'আ পাঠ করে চোখে ফুঁক দেওয়ার কোন দলীল সম্পর্কে পাওয়া যায় না। দলীল বিহীন কোন কাজকে নেকী মনে করা বিধি সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (৮/৪৮)ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম বর্তমানে সৃষ্ট অবস্থায় আছে কি? যদি থাকে তাহ'লে আসমানে না যমীনে আছে?

- মুহসিন
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ জান্নাত ও জাহান্নাম সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা ঐ জাহান্নামকে ভয় কর যা কাফেরদের জন্য তৈরী করা

www.ahlehadeethbd.org

হয়েছে' *(আলে ইমরান ১৩১)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে আদম তুমি ও তোমার স্ত্রী জান্নাতে থাক আর ইচ্ছামত খাও' *(বাক্বারাহ ৩৫, আ'রাফ ১৯)*। এক সময় আল্লাহ তাদেরকে বললেন, 'তোমরা এখান থেকে (জান্নাত থেকে) বের হয়ে যাও। তোমরা পরস্পরের শত্রু। তোমাদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান স্থল ও খাদ্যোপকরণ সমূহ' *(বাক্বারাহ ৩৬)*।

উপরোক্ত আয়াত সমূহ ছাড়াও আরও বহু আয়াত ও ছহীহ হাদীছ প্রমাণ করে যে, আদম ও হাওয়া জান্নাতে বসবাস করেছেন। এতদ্ব্যতীত মি'রাজের হাদীছ সমূহ প্রমাণ করে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বচক্ষে জান্নাত ও জাহান্নাম সমূহ সপ্তম আসমানের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় প্রত্যক্ষ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম প্রভৃতি মিশকাত 'মি'রাজ' অধ্যায়, হা/৫৮৬২-৬৬, হা/৫৬৯৬ 'জান্নাত ও জাহান্নাম সৃষ্টি' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৯/৪৯)ঃ 'যুবকরা আজকাল গলায় স্বর্ণের চেইন পরছে। এ বিষয়ে শরী'আতের বিধান কি?

- খালেদ মাহমূদ
বাঁকাল ইসলামিক সেন্টার
সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ যুবক হৌক আর বৃদ্ধ হৌক পুরুষের জন্য স্বর্ণালংকার ব্যবহার করা হারাম। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের জন্য স্বর্ণ ও রেশমী পোষাক ব্যবহার করা হারাম এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল' *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ প্রভৃতি, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/২৭৭)*।

সুতরাং স্বর্ণের চেইন ব্যবহার করা এবং বিয়েতে ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে ছেলেদেরকে স্বর্ণের আংটি, চেইন ইত্যাদি উপহার দেওয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাই শুধু আলেম সমাজ নয়, সকলেরই উচিত এ ধরণের ইসলাম বিরোধী 'কালচার' পরিবর্তন করে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক ইসলামী জীবন, পরিবার ও সমাজ গঠন করা।

প্রশ্নঃ (১০/৫০)ঃ 'মোরাক্বাবা' কি? নবী করীম (ছাঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীন কি মোরাক্বাবা করেছেন?

- আসমা
বাংলা বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ 'মুরাক্বাবা' শব্দটির আভিধানিক অর্থ পর্যবেক্ষণ করা, লক্ষ্য করা, পাহারাদারী করা ইত্যাদি। পারিভাষিক অর্থঃ কোন ব্যক্তির নির্জনে একাকী বসে আল্লাহ তা'আলার কোন আয়াত বা তাঁর সৃষ্টি জগৎ অথবা তাঁর আশ্চর্য নিদর্শনাবলীর গবেষণায় কিছুক্ষণ নিমজ্জিত থাকা *(লুগাতুল হাদীছ, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ১১৩)*।

প্রচলিত অর্থে ছূফীদের আবিষ্কৃত ছয় লতীফার বিশেষ পদ্ধতিতে যিকিরের মাধ্যমে মানবাত্মাকে পরমাত্মার সাথে মিলন ঘটিয়ে আল্লাহ্‌র অস্তিত্বে বিলীন হয়ে যাওয়ার মত্ততা ও উল্লাস করাকে মুরাক্বাবা বলা হয়ে থাকে। ইসলামী শরী'আতে এইরূপ মুরাক্বাবার কোন অস্তিত্ব নেই। এটি ছূফীদের আবিষ্কৃত প্রথা মাত্র। এই বিদ'আতী তরীকা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্নঃ (১১/৫১)ঃ জনৈক মাওলানার নিকট শুনলাম, যে ব্যক্তি জুম'আর দিনে বাড়ি থেকে ওযূ করে মসজিদে গিয়ে ছালাতের শেষ পর্যন্ত চুপ থাকে, সে ৭ কোটি ৭ লক্ষ ৭০ হাযার নেকী পায়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবু ইউসুফ
যোগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। তবে জুম'আর দিন মসজিদে গিয়ে সম্ভবপর ছালাত আদায় করে খুৎবার শেষ পর্যন্ত চুপ থাকার ফযীলত ছহীহ হাদীছ সমূহে বর্ণিত হয়েছে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কেউ যদি জুম'আর দিন গোসল করে মসজিদে আসে এবং সম্ভবপর ছালাত আদায় করতঃ খুৎবা শেষ হওয়া পর্যন্ত চুপ থাকে, অতঃপর ইমামের সাথে ছালাত আদায় করে, তার দু'জুম'আর মধ্যকার গোনাহ মাফ করে দেওয়া হবে এবং আরো তিন দিন বেশী ক্ষমা করা হবে' *(মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ১২২)*।

প্রশ্নঃ (১২/৫২)ঃ 'শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালন করা হয়' -এর তাৎপর্য জানতে চাই।

- হাসীবুল ইসলাম
করখণ্ড, বাগমারা
রাজশাহী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন করতঃ শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭)*। অন্যদিকে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একটি ভাল কাজ করল সে তার বিনিময়ে দশটি নেকী পেল' *(আন'আম ১৬০)*। ছিয়াম পালন করা নিঃসন্দেহে ভাল কাজ। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৩০×১০)=৩০০ দিন হয়। আর শাওয়াল মাসের ৬টি ছিয়ামকে ১০ দিয়ে গুণ করলে (৬×১০)=৬০ দিন হয়। মোট ৩৬০ দিন হয়। আর আরবী গণনা হিসাবে ৩৬০ দিনে এক বছর। সুতরাং রামাযানের ৩০টি ছিয়াম পালন করে যে ব্যক্তি শাওয়ালের ৬টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল। মূলতঃ এখানে উদ্দেশ্য হ'ল ছওয়াব বর্ণনা করা *(ইবনুল ক্বাইয়িম, যাদুল মা'আদ ২য় খণ্ড, ৮১, ৮২ পৃঃ)*।

www.ahlehadeethbd.org

Contents

প্রশ্নঃ (১৩/৫৩)ঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযার ছালাত কে পড়িয়েছেন? 'দরূদে রুইয়াত' পড়লে মহানবী (ছাঃ)-এর সাথে স্বপ্নে দেখা হবে' একথা কি সত্য? 'নিয়ামুল কোরান' বইয়ে নিম্নোক্ত ভাবে দরূদ বর্ণিত আছে- 'আল্লাহুম্মা ছাল্লে আলা সাইয়েদেনা মোহাম্মাদিন নাবীইন উম্মেইন'। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হুসাইন আল-মাহমূদ
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জানাযা কেউ ইমাম হয়ে পড়াননি। আবুবকর (রাঃ) খলীফা নির্বাচিত হয়ে কাফন-দাফনের লক্ষ্যে গোসল দেওয়ার পর তাঁকে তাঁর শয়নকক্ষেই খাটনির উপর রাখা হয়। অতঃপর ঐ ঘরের মধ্যেই কবর খনন করা হয়। লোকজন পালাক্রমে দশজন দশজন করে জানাযা পড়েন। প্রথমে তাঁর পরিবারের লোক, তারপর মুহাজিরগণ, তারপর আনছারগণ, তারপর মহিলাগণ ঘরে প্রবেশ করতঃ জানাযার ছালাত আদায় করেন। সবশেষে বালকেরা প্রবেশ করে ছালাত আদায় করে *(মুখতাছার সীরাতির রাসূল (ছাঃ) ৪/৬০৩ পৃঃ; আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৩১)*।

'দরূদে রুইয়াত' নামে এবং আল্লাহুম্মা ছাল্লে... মর্মে কোন দরূদ ছহীহ হাদীছে নেই। যে দরূদের অস্তিত্বই হাদীছে নেই, সেই দরূদ পাঠ করে নবী করীম (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার আকাংখা করা বাতুলতা বৈ কিছু নয়। তাছাড়া 'নিয়ামুল কোরান' কোন নির্ভরযোগ্য কিতাব নয়। সেখানে অসংখ্য দলীল বিহীন কথা রয়েছে। এর থেকে বিরত থাকা যরূরী। উক্ত বানাওয়াট দরূদ তো দূরের কথা ছহীহ হাদীছে যেসব সুন্নাতী দরূদের বর্ণনা রয়েছে সে সব দরূদ পাঠেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখা যাবে বলে কোন প্রমাণ নেই। তবে কেউ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে স্বপ্নে দেখার সৌভাগ্য লাভ করলে তা সত্য বলে গণ্য হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সে আমাকেই দেখল, কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না' *(তিরমিযী, শামায়েল, পৃঃ ৩২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৫৪)ঃ আলেমদের মুখে শুনা যায়, স্বামীর উপর স্ত্রীর ১১টি হক্ব রয়েছে। এটা কি ঠিক?

- শারমীন আখতার
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ স্বামীর উপর স্ত্রীর ১১টি হক্ব রয়েছে এরূপ নির্দিষ্ট সংখ্যা কুরআন ও হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত নয়। তবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ) সাধারণভাবে স্ত্রীর সাথে স্বামীর সদাচরণের কথা জোরালোভাবে বিবৃত করেছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'নারীদের সাথে সৎভাবে জীবন যাপন কর' *(নিসা ১৯)*। পুরুষদের যেমন স্ত্রীদের উপর সদাচরণের অধিকার রয়েছে তেমনি স্ত্রীদেরও অধিকার রয়েছে পুরুষদের উপর *(বাক্বারাহ ২২৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম' *(মিশকাত, পৃঃ ২৮০ 'স্ত্রীর সাথে সদাচরণ' অধ্যায়, হাদীছ ছহীহ)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীদেরকে কল্যাণের উপদেশ দান কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৮০)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৫৫)ঃ কথিত আছে যে, 'দশ জনে যাকে ভালবাসে আল্লাহ তাকে ভালবাসেন' বা 'দশ যেখানে আল্লাহ সেখানে'। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

- জা'ফর ইকরাম
বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তরঃ অনুরূপ কোন কথা কুরআন-হাদীছে নেই। এটা বানাওয়াট কথা। বরং আল্লাহ যাকে ভালবাসেন সে-ই সমাজে ভালবাসা লাভ করে থাকেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ যখন কোন ব্যক্তিকে ভালবাসেন তখন জিবরীল (আঃ)-কে ডেকে বলেন, আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালবাসি। তুমিও তাকে ভালবাস! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তখন জিবরীল (আঃ) তাকে ভালবাসেন। অতঃপর তিনি আসমানবাসীকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুককে ভালবাসেন, তোমরাও তাকে ভালবাস। তখন আসমানবাসী তাকে ভালবাসে। তখন পৃথিবীতেও তার ভালবাসা প্রতিষ্ঠিত হয়' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫০০৫)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৫৬)ঃ অনেক আলেম তাফসীর মাহফিল বা বিভিন্ন জালসায় জেনে-শুনে জাল হাদীছ বলে থাকেন। এর পরিণতি কি?

- আমীনুর রহমান
নন্দলালপুর, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ জাল হাদীছ তৈরীকারীর পরিণতি যেমন জাহান্নাম, তেমনি জেনে-শুনে জাল হাদীছ প্রচারকারীর পরিণতিও অনুরূপ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '...যে ব্যক্তি ইচ্ছা করে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করবে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়' *(বুখারী, মিশকাত হা/১৯৮)*।

অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমার পক্ষ হ'তে এমন কথা বলে, যা সে মিথ্যা বলে জানে, সে মিথ্যুকদের একজন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৯)*। মির'আত গ্রন্থকার বলেন, 'অর্থাৎ সে জাল হাদীছ তৈরীকারীর একজন' *(মির'আতুল মাফাতীহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩০৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৫৭)ঃ জনৈক মাওলানার মুখে শুনলাম, এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে নাকি ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে। একথার সত্যতা জানতে চাই।

www.ahlehadeethbd.org

- ইবরাহীম
মণিরামপুর, যশোর।

উত্তরঃ এক ওয়াক্ত ছালাত ত্যাগ করলে ৮০ হুকবা জাহান্নামে থাকতে হবে এর প্রমাণে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। এটা ভারতবর্ষের কোন বিদ্বানের সৃষ্ট। তবে ইচ্ছাকৃতভাবে ছালাত ত্যাগকারী যে কাফের ও হত্যার যোগ্য, এর প্রমাণে একাধিক ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৭৪; তিরমিযী, মিশকাত হা/৫৭৯, হাদীছ ছহীহ)*। অন্য এক বর্ণনায় ছালাত পরিত্যাগকারীর রক্ত ও অর্থ বৈধ বলা হয়েছে *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮১ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় ছালাত ত্যাগকারীর বিরুদ্ধে তলোয়ার ধরতে বলা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১২)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৫৮)ঃ তাবলীগী নেসাবে বায়হাক্বীর বরাতে বলা হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার কবরের নিকট আমার উপর দরূদ পড়ে আমি স্বয়ং তা শ্রবণ করি। আর দূর থেকে যে আমার উদ্দেশ্যে দরূদ পড়ে তা আমার নিকট পৌঁছে দেয়া হয়' (ফাযায়েলে দরূদ শরীফ, পৃঃ ১৮)। উক্ত হাদীছের বিশুদ্ধতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- হাফেয রফীক
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনা নিতান্তই যঈফ। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, এই হাদীছ ছহীহ নয়। এর বর্ণনাকারী মুহাম্মাদ বিন মুরান সম্বন্ধে ইবনু নুমাইর বলেছেন, সে মিথ্যাবাদী। নাসাঈ বলেছেন, সে পরিত্যক্ত অর্থাৎ তার হাদীছ অগ্রহণযোগ্য *(কিতাবুল মাউযূ'আত ১/৩০৩ পৃঃ)*। আলবানী (রহঃ) এই হাদীছ জাল হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ছহীহ হাদীছে শুধু একথা বর্ণনা করা হয়েছে যে, 'যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর প্রতি দরূদ পাঠায় তার দরূদ তার নিকট পৌঁছে দেওয়া হয়' *(সিলসিলাতুল আহাদীছ আয-যাঈফা ১/২০০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৫৯)ঃ মৃত ব্যক্তি কষ্টে থাকলে নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়। এ কথা কি সত্য?

- আল-আমীন
কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। এ সম্পর্কিত কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। এ ধরনের কোন খারাপ স্বপ্ন দেখলে সাথে সাথে আল্লাহ্র নিকটে এর অনিষ্ট হ'তে পরিত্রাণ চাইতে হবে ও আঊযুবিল্লাহ... পড়ে বামদিকে তিনবার থুক মারতে হবে। ঐ স্বপ্নের কথা কাউকে বলা নিষিদ্ধ। পার্শ্ব পরিবর্তন করে ঘুমাতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৬১২-১৩)*। তবে মৃত ব্যক্তির কল্যাণের জন্য প্রার্থনা করা ও দান-ছাদাক্বা করার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৩)*।

প্রশ্নঃ (২০/৬০)ঃ চার বার সূরা ফাতিহা পাঠ করে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার সমান নেকী পাওয়া যায়। তিনবার সূরা ইখলাছ পড়ে ঘুমালে এক খতম কুরআনের নেকী পাওয়া যায়। তিন বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর নেকী পাওয়া যায়। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী হয়। কথাগুলি কতদূর সত্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

- শাফীউল্লাহ
ব্রজনাথপুর, পাবনা।

উত্তরঃ উল্লিখিত সূরা ও দো'আগুলি ঘুমানোর সময় পড়ার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ উপরোক্ত পাহাড় প্রমাণ নেকীর দাবী ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। তবে সূরা নাস, ফালাক্ব ও ইখলাছ তিনবার পড়ে ঘুমানোর কথা হাদীছে আছে *(বুখারী, মিশকাত হা/২১৩২)*। চার বার সূরা ফাতিহা পড়ে ঘুমালে ৪ হাযার দীনার ছাদাক্বা করার নেকী পাওয়া যায় একথাও মিথ্যা। তবে সূরা ইখলাছ তিনবার পড়লে একবার কুরআন খতমের সমান নেকী হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১২৭)*। তবে ঘুমানোর সময় পড়তে হবে এমন কথা নেই।

দশ বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ে ঘুমালে দু'জনের মাঝে বিবাদ মিটানোর সমান নেকী হয় এ কথাও সত্য নয়। তবে দৈনিক একশত বার 'আস্তাগফিরুল্লাহ' পড়ার কথা হাদীছে এসেছে *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৩২৪)*। চার বার তৃতীয় কালেমা পড়ে ঘুমালে এক হজ্জের নেকী পাওয়া যায়, একথাও ডাহা মিথ্যা।

প্রশ্নঃ (২১/৬১)ঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে অনেকে 'আল্লাহ শাফী, আল্লাহ মাফী, আল্লাহ কাফী' পড়ে থাকে। এটা কি ঔষধ খাওয়ার দো'আ? রোগ মুক্তির দো'আ কোন্‌টি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রিযিয়া সুলতানা
গাবতলী, বগুড়া।

উত্তরঃ ঔষধ খাওয়ার পূর্বে 'আল্লাহ কাফী, আল্লাহ মাফী ও আল্লাহ শাফী' নামে কোন দো'আ নেই। বরং ঔষধ সহ যেকোন খানাপিনার পূর্বে 'বিসমিল্লাহ' বলবে।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে ডান হাত দিয়ে স্পর্শ করতেন এবং বলতেন,

أَذْهِبِ الْبَأْسَ رَبَّ النَّاسِ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيْ لاَشِفَاءَ إِلاَّ شِفَائُكَ شِفَاءً لاَيُغَادِرُ سَقَمًا-

(আযহিবিল বা'সা রাব্বান না-সে ওয়াশফি আনতাশ শা-ফী লা শিফা-আ ইল্লা শিফা-উকা শিফা-আল লা ইউগা-দিরু সাক্বামা)।

www.ahlehadeethbd.org

'হে মানবজাতির প্রতিপালক! এই রোগ দূর কর এবং আরোগ্য দান কর তাকে। তুমিই আরোগ্য দানকারী। তোমার আরোগ্য ব্যতীত কোন আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য যা বাকী রাখে না কোন রোগকে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩০)*। আয়েশা (রাঃ) বলেন, যখন তাঁর পরিবারের কেউ পীড়িত হ'ত, তখন তিনি সূরা নাস ও ফালাক্ব পড়ে তার উপর ফুঁক দিতেন *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৫৩২)*।

প্রশ্নঃ (২২/৬২)ঃ অনেক মসজিদে লিখা থাকে লাল বাতি জ্বললে সুন্নাত পড়া নিষেধ বা সুন্নাত পড়বেন না। শরী'আতের দৃষ্টিতে এধরনের লেখা কি ঠিক?

- ফিরোয আহমাদ
চোরকোল, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ এধরনের কথা বলা বা মসজিদে লেখা উচিত নয়। এ ধরণের কথা বলে মানুষকে নেকী থেকে বঞ্চিত করা হয়। কারণ কোন ব্যক্তি যদি ছালাতে দাঁড়িয়েই যায় আর ফরয ছালাতের ইক্বামত হয়ে যায় সে ছালাত ছেড়ে দিবে। সেই সাথে সে তার নেকী পাবে। তাছাড়া রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে এরূপ নিষেধের কোন বিধান ছিল না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন তোমাদের কেউ মসজিদে প্রবেশ করে তখন সে যেন বসার পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়ে নেয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৭০৪)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৬৩)ঃ তাক্বলীদের আবির্ভাব কখন ঘটে? 'তাক্বলীদ' কাকে বলে? তাক্বলীদ ও ইত্তেবার মধ্যে পার্থক্য কি? চার ইমাম কি নিজ নিজ উস্তাযের মুক্বাল্লিদ ছিলেন? দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুর রশীদ আখতার
সাহারবাটী, গাংনী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ ২য় শতাব্দী হিজরীতে 'তাক্বলীদে'র আবির্ভাব ঘটে এবং ৪র্থ শতাব্দীতে এসে তাক্বলীদ ভিত্তিক প্রচলিত মাযহাবী ফের্কাবন্দী শুরু হয়' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৩৫৫ হিঃ), ১/১৫২)*। ফলে মুসলিম উম্মাহ হাদীছের অনুসরণের বদলে ব্যক্তির অনুসরণে উদ্বুদ্ধ হয়। 'রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত কারো শারঈ সিদ্ধান্ত বিনা দলীলে মেনে নেওয়াকে তাক্বলীদ বা তাক্বলীদে শাখছী বলে'। পক্ষান্তরে দলীলের অনুসরণকে 'ইত্তেবা' বলা হয়। অর্থাৎ শারঈ সিদ্ধান্ত দলীল সহকারে গ্রহণ করা। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ) সহ সকল ইমামের বক্তব্য ছিল একই যে, إِذَا صَحَّ الْحَدِيْثُ فَهُوَ مَذْهَبِىْ 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে মনে রেখ সেটাই আমাদের মাযহাব' *(শা'রানী, কিতাবুল মীযান ১/৬৩, ৭৩ পৃঃ; দ্রঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন (ডক্টরেট থিসিস), পৃঃ ১৭৩-৭৭, টীকা ২, ১৭, ১৮, ১৯, ২১, ২৪)*।

চার ইমামের অধিকাংশই পরস্পরের ছাত্র হ'লেও তারা কেউ কারো মুক্বাল্লিদ ছিলেন না। তাঁদের শিষ্যরাও স্ব স্ব উস্তাযের শিক্ষা অনুযায়ী সাধ্যপক্ষে হাদীছ থেকে মাসআলা সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এর জন্য স্বীয় উস্তাদের ফৎওয়ার বিরোধিতা করতেও তারা কুণ্ঠাবোধ করেননি। হেদায়া, শরহে বেক্বায়া ইত্যাদি গ্রন্থ পাঠে এর প্রমাণ পাওয়া যাবে *(বিস্তারিত দেখুনঃ মাসিক আত-তাহরীক ফেব্রুয়ারী '৯৯, দরসে কুরআনঃ ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৬৪)ঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা যাবে কি?

- মনীরুল ইসলাম
আল-কুরআন এণ্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ যাকাত ও ফিৎরার টাকা দিয়ে গোরস্থানের জমি ক্রয় করা বৈধ নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা যাকাত বিতরণের খাতগুলি নির্ধারণ করে দিয়েছেন। যাকাত হ'ল কেবল ফক্বীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী কর্মচারী, যাদের অন্তর (ইসলামের দিকে) আকর্ষণ করা প্রয়োজন, দাস মুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্ত, আল্লাহ্র রাস্তায় এবং মুসাফিরদের জন্য। এই হ'ল আল্লাহ্র নির্ধারিত বিধান *(তওবা ৬০)*। গোরস্থান উক্ত খাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। নির্ধারিত খাতের বাইরে উক্ত অর্থ প্রদান করার অধিকার কারো নেই। যিয়াদ ইবনু হারেছ আছ-ছুদাঈ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসলাম। অতঃপর তাঁর হাতে বায়'আত করলাম। যিয়াদ বলেন, এই সময় একটি লোক রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট আসল এবং বলল, আমাকে যাকাত প্রদান করুন। রাসূল (ছাঃ) তাকে বললেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের ব্যাপারে কোন নবী বা অন্য কোন লোকের ফায়ছালায় সন্তুষ্ট নন যে, যেকোন ব্যক্তি ফায়ছালা করবে। আল্লাহ তা'আলা যাকাত প্রদানের খাত আট ভাগে বিভক্ত করেছেন। তুমি তার অন্তর্ভুক্ত হ'লে তোমাকে প্রদান করব *(আবুদাউদ, মিশকাত, পৃঃ ১৬২)*। ইমাম আবুদাউদ বলেন, আমি আহমাদ ইবনু হাম্বলকে বলতে শুনেছি, তাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, যাকাত হ'তে মৃত ব্যক্তিকে কাফন দেয়া যাবে কি? তিনি বলেছিলেন, না *(মুগনী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৭)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৬৫)ঃ প্রচলিত আছে যে, হাজীগণ হজ্জ পালন করে বাড়ীতে ফেরার পর তাদেরকে তিনদিন মসজিদে অথবা খানকায় কাটাতে হবে এবং গরু-খাসী কুরবানী করে বাড়ীতে ঢুকতে হবে। তাদের বাজারে যাওয়া চলবে না। যদি যায় তাহ'লে এক দরে জিনিস কিনতে হবে। এ সমস্ত কথা কি সত্য?

- মাওলানা আবুল হুসাইন
মনিগ্রাম, বাঘা, রাজশাহী।

www.ahlehadeethbd.org

উত্তরঃ উক্ত মর্মে ইসলামে কোন বিধান নেই। তবে হজ্জ অথবা কোন সফর থেকে সুস্থভাবে বাড়ী ফিরে আসলে প্রথমে মসজিদে দু'রাক'আত ছালাত আদায় করে মানুষের সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ করে বাড়ীতে প্রবেশ করা সুন্নাত। কা'ব ইবনু মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) কোন সফর থেকে আসলে প্রথমে মসজিদে প্রবেশ করতেন এবং দু'রাক'আত ছালাত আদায় করতেন। অতঃপর লোকদের সাথে বসতেন *(বুখারী ২য়. খণ্ড ৬৩৪ পৃঃ)*। উপরোক্ত সুন্নাত ব্যতীত প্রশ্নে উল্লিখিত বিষয়গুলি শরী'আত পরিপন্থী। অতএব তা অবশ্যই বর্জনীয়।

প্রশ্নঃ (২৬/৬৬)ঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে সালাম করা কি বিধি সম্মত?.

- রুম্মান ইয়াসমীন মুক্তা
যোগীপাড়া, বাগাতিপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ শ্বশুর ও শাশুড়ীর পায়ে সালাম করা জায়েয নয়। অনুরূপভাবে সমাজে কদমবুসি নামে পদ চুম্বনের যে প্রথা দেখা যায় সেটাও বিধর্মীয় প্রথা। কোন কোন ছাহাবী জাহেলিয়াতের পুরাতন স্বাভাব অনুযায়ী কখনো কখনো ভালবাসার আতিশয্যে নবী করীম (ছাঃ)-এর হাত, পা, কটিদেশ ইত্যাদি চুম্বন করতে চেয়েছেন। কিন্তু সাধারণভাবে সকল ছাহাবী, তাবেঈ ও তাবে তাবেঈদের যুগে মুসলিম সমাজে কোথাও এ রেওয়াজ ছিল না।

অতএব দ্বীন ইসলামের মধ্যে যেকোন সৃষ্ট রীতি প্রত্যাখ্যাত ও বিদ'আত। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের এই দ্বীনের মধ্যে এমন রীতি সৃষ্টি করল, যা দ্বীনের অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৭)*। অতএব শ্বশুর-শাশুড়ী বা কোন মুরব্বীর পায়ে সালাম করা শরী'আত সম্মত নয়।

প্রশ্নঃ (২৭/৬৭)ঃ বর্তমান যুগে ছেলেদের মুসলমানী দেওয়ার সময় গরু-খাসী যবহ করে দাওয়াত দিয়ে যে অনুষ্ঠান করা হয়, তা শরী'আতের দৃষ্টিতে কতটুকু সঠিক?

- তাসনীম
সিলেট সদর, সিলেট।

উত্তরঃ খাৎনা দেওয়া সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি যে অতীব গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত ও শারঈ বিধান তা বলার অপেক্ষা রাখে না। হাদীছে একে ইসলামের ফিৎরাত সমূহের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে *(বুখারী হা/৫৮৮৯)*। অতএব অন্যান্য শারঈ বিধানের মতই এ বিধানটিকে কিতাব ও সুন্নাতের আলোকে পালন করা আবশ্যক। নচেৎ সুন্নাত আমলটিও গোনাহের কাজে পরিণত হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরামের যুগে খাৎনা ব্যতীত অতিরিক্ত কোন কিছু করার প্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং খাৎনা করার কার্য সম্পাদন করাই কেবল খালেছ সুন্নাত। এর অধিক কোন কিছু করা সুন্নাত পরিপন্থী কাজ *(বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ২৭)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৬৮)ঃ হিন্দুদের বৈশাখী পূজার মেলায় যাওয়া যাবে কি এবং সেই মেলার আয়ের টাকা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বা শিক্ষকের বেতন হিসাবে দেওয়া যাবে কি?

- সোহেল রানা
জামতৈল, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ দ্বীন ইসলামে মুসলমানদের জন্য বছরে দু'টি উৎসব বা ঈদ বিধিবদ্ধ করা হয়েছে। ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা। এই দুই উৎসব ব্যতীত ইসলামে আর কোন জাতীয় উৎসব নেই। সেই উৎসবের নামকরণ যেমনই হোক না কেন। আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মদীনাবাসীদের দু'টি উৎসব পালন করতে দেখে তিনি তাদের বলেন, তোমাদের এ দু'টি দিন কেমন? তারা বলল, জাহেলী যুগে আমরা এই দুই দিনের উৎসব পালন করতাম! তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা এই দুই দিনের উৎসবকে উত্তম উৎসবে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। আর তা হ'ল ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহা' *(আবুদাঊদ 'ছালাতুল ঈদায়ন' অধ্যায় ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬১)*।

আল্লামা ত্বীবী বলেন, উক্ত হাদীছ দ্বারা রাসূল (ছাঃ) উক্ত দুই দিনে অন্যান্য যাবতীয় উৎসব নিষেধ করেছেন *(ঐ হাশিয়া)*। মাযহার বলেন, নওরোজ (নববর্ষ) ও মেহেরজানসহ কাফিরদের যাবতীয় উৎসব যে নিষিদ্ধ উক্ত হাদীছই তার দলীল। হাফেয ইবনু হাজার বলেন, মুশরিকদের যাবতীয় উৎসবে খুশী করা কিংবা তাদের মত উৎসব করা উক্ত হাদীছ দ্বারা অবাঞ্ছনীয় প্রমাণিত হয়েছে। ক্বাযী আবুল হাসান হানাফী বলেন, এই দিনের সম্মানার্থে কেউ যদি ঐ মেলা থেকে কোন জিনিষ ক্রয় করে কিংবা কাউকে কোন উপঢৌকন দেয় সে কুফরী করল। এমনকি সম্মানার্থে নয় বরং সাধারণ ভাবেও যদি এই মেলা থেকে কোন কিছু ক্রয় করে কিংবা কাউকে এই দিনে কিছু উপঢৌকন দেয়, তবে সেটিও অবাঞ্ছিত *(মির'আত ৫ম খণ্ড, পৃঃ ৪৪-৪৫ 'ছালাতুল ঈদায়ন')*।

অতএব অমুসলিমদের উৎসবের সাথে মুসলমানদের কোন প্রকারেরই সম্পর্ক রাখা কিংবা সহযোগিতা করা বিধিসম্মত নয়। তাই তাদের মেলায় যাওয়া কিংবা সেই মেলার আয়ের টাকা গ্রহণ করা নাজায়েয। কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিংবা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকের বেতন হিসাবে সে টাকা ব্যবহার করাও বৈধ নয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৬৯)ঃ সমাজে ছোট ইসতিঞ্জা ও বড় ইসতিঞ্জা কথাটি বহুল প্রচলিত। কথাটি কি ঠিক? প্রস্রাব করে বাইরে এসে নাচানাচি করা হয় আর বলা হয় যে, ঢেলা না নিলে নাপাকী থেকে যায়। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আব্দুছ ছামাদ
আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

www.ahlehadeethbd.org

উত্তরঃ ছোট ইসতিঞ্জা বা বড় ইসতিঞ্জা বলে কোন কথা শরী'আতে নেই। পেশাব বা পায়খানার পর পানি বা মাটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাকে ইসতিঞ্জা বলে। উভয় অবস্থায় যে কোন একটি দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করাই সুন্নাত। আনাস ইবনু মালেক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন পেশাব বা পায়খানার জন্য বের হ'তেন, তখন আমি ও একটি বালক পানির পাত্র নিয়ে বের হ'তাম। তিনি তা দ্বারাই ইসতিঞ্জা করতেন *(বুখারী ১ম খণ্ড, ২৭ পৃঃ)*। পানি না থাকলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) শুধু মাটি দ্বারা ইসতিঞ্জা করতেন। যেমন আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) পেশাব পায়খানায় বের হ'লে আমি তার পিছে পিছে যেতাম। (তাঁর অভ্যাস ছিল যে,) তিনি কোন দিকে তাকাতেন না। আমি তাঁর নিকটবর্তী হ'লে তিনি আমাকে বললেন, কয়েকটি কংকর চাই, যা দ্বারা আমি ইসতিঞ্জা করব' *(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭)*।

পেশাব করার পর পানি থাকা সত্ত্বেও কুলুখ ব্যবহারের কথা কোন হাদীছে পাওয়া যায় না। সাথে সাথে পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে ঘোরাফেরা করা বেহায়াপনা মাত্র। তাই আশরাফ আলী থানবী হানাফী (রহঃ) বলেন, 'পেশাবের পর কুলুখ নিয়ে বেহায়ার মত ঘোরাফেরা করো না' (তা'লীমুদ্দীন)। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, পেশাবের পর জোরে কাসি দেওয়া ও ওঠা বসা করা এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য বেহায়াপনা করা শয়তানী ওয়াসওয়াসাহ ও বিদ'আত মাত্র *(ইগাছাতুল লাহফান ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৬৬)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৬০)ঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের মাঝে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা যায় কি?

- আল-আমীন
আল-জাজরা, কুয়েত।

উত্তরঃ জামা'আতে ছালাত আদায় করার সময় কাতারের ভিতরে খুঁটি রেখে ছালাত আদায় করা ঠিক নয়। মু'আবিয়া ইবনু কুররা (রাঃ) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে খুঁটির মাঝে কাতারবন্দী হ'তে নিষেধ করা হ'ত এবং সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হ'ত *(ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/৮২৮; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/৩৩৫)*। আলবানী (রহঃ) বলেন, 'খুঁটির মধ্যে কাতার না হওয়ার জন্য উক্ত হাদীছটি স্পষ্ট দলীল'। ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলতেন, তোমরা খুঁটির মধ্যে (খুঁটিকে মাঝে রেখে) কাতারবন্দী হয়ো না *(ঐ, ১/৫৯০ পৃঃ)*। কাজেই খুঁটির আগে বা পিছে কাতার দেয়া যরূরী। কারণ কাতারের মধ্যে খুঁটি থাকলে কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা আসে। আর একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাতারের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা রাখা যাবে না *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১০২)*।

গত সংখ্যার সংশোধনী

প্রশ্নোত্তর ১৬/১৬ঃ *সূরা ত্বোয়াহা ১১৮ আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জান্নাতে কোনরূপ নগ্নতা ও অবৈধতার অবকাশ নেই। অতএব সেখানে একজন মহিলা একাধিক স্বামীর অবৈধ কামনা করবে না। কোনরূপ অন্যায় কামনা-বাসনা পুরুষ ও নারী কারু মধ্যেই সৃষ্টি হবে না।*

প্রশ্নোত্তর ২৮/২৮ঃ *'প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ইলম শিক্ষা করা ফরয'। উক্ত হাদীছে 'ইলম' অর্থ শারঈ ইলম- যা প্রত্যেক মুসলিম নরনারীর জন্য ফরয। হাদীছে বর্ণিত 'মুসলিম' অর্থ মুকাল্লাফ। অর্থাৎ বালেগ ও জ্ঞান সম্পন্ন মুমিন পুরুষ ও নারী। তাছাড়া ইলম শিক্ষার বিষয়ে কুরআনে এবং অন্যান্য হাদীছে নির্দেশ রয়েছে। উল্লেখ্য, কোন কোন গ্রন্থকার উক্ত হাদীছের শেষে পৃথকভাবে 'মুসলিমাতিন' শব্দ যোগ করেছেন, যা ভিত্তিহীন (দ্রঃ মির'আৎ হা/২১৯: আলবানী, মিশকাত হা/২১৮ টীকা-২)।*

প্রশ্নোত্তর ৩৪/৩৪ -এর বাকী অংশ হবে-

বা তেত্রিশ বৎসর বয়স্ক হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে' (তিরমিযী; মিশকাত হা/৫৬৩৯ সনদ হাসান; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৫৩৯৭ 'জান্নাত ও জান্নাতীদের বিবরণ' অনুচ্ছেদ)।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহিম

ভর্তি চলিতেছে! ভর্তি চলিতেছে!! ভর্তি চলিতেছে!!!

চকপাড়া দারুল হাদীছ হাফিযিয়া সালাফিয়া মাদরাসা

পোঃ মাওনা উপজেলাঃ শ্রীপুর, জেলাঃ গাজীপুর।

আবাসিক/অনাবাসিক/ডে-কেয়ার

বিভাগঃ হিফযুল কুরআন+আরবী+ইংলিশ মিডিয়াম

আমাদের বৈশিষ্ট্যঃ

- হিফজুল কুরআনের সাথে ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধন।
- আরবী ও ইংরেজী ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
- বাধ্যতামূলক কম্পিউটার শিক্ষা।
- সকল বিষয়ের জন্য যোগ্য, দক্ষ ও অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত।
- ২৪ ঘন্টা ক্যাডেট পদ্ধতিতে শিক্ষকদের সার্বিক তত্ত্বাবধায়ন।
- শহরের কোলাহলমুক্ত পাকারাস্তা সংলগ্ন, সুন্দর ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশে পাকা ভবনে বসবাস।
- দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রদের জন্য স্বল্প খরচে বোর্ডিং-এর সুব্যবস্থা।
- লিল্লাহ বোর্ডিং-এর ব্যবস্থা

ভর্তি ফরম বিতরণঃ ১লা নভেম্বর থেকে ২৫ই নভেম্বর পর্যন্ত।

লোকেশন/যাতায়াতঃ ঢাকা ময়মনসিংহ রোডে মাওনা চৌরাস্তা নেমে গাজীপুর রোডে টেম্পু অথবা রিক্সা যোগে চকপাড়া মাদরাসা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করুন।

সভাপতি ঃ ০১৭১-৬০৫১২৯২; **সেক্রেটারী ঃ** ০১১৯০০৪০৭২৭;
শিক্ষক ঃ ০১৭২-৮৪০৪৬৮; ০১৯৪৮০৩৭৭৩; ০১৭৪-৩৬০২৮৩।

www.ahlehadeethbd.org